ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- খতমে নবুয়্যত, কানযুল ঈমান ও ইমাম আহমদ রেযা
- আ'লা হযরতের বৈচিত্রময় জ্ঞান পরিক্রমা
- কোরআন বিজ্ঞান ও ইমাম আহমদ রেযা
- সুলতানুল হিন্দের দেশে (সফর নামা)
- আল কোরআন ও ছাহেবে কোরআন
- আ'লা হযরত এক অসাধারণ মনীষা
- ছাত্র জনতার প্রতি আল্লামা কাযেমী
- গাউসুল আজম ও গিয়ারভী শরীফ
- যুগ জিজ্ঞাসা : ইসলামী সমাধান
- বিয়ারতে হেরমাঈন শরীফাঈন
- বাহারে শরীয়ত (১ম খণ্ড)
- বাহারে শরীয়ত (২য় ও ৩য় খণ্ড)
- বাহারে শরীয়ত (৪র্থ খণ্ড)
- বাহারে শরীয়ত (৫ম খণ্ড)
- আজান ও দরূদ শরীফ
- সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন

রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

তৈয়্যবিয়া মার্কেট, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬৭২১২৯ মোবাইল : ০১৮১৯-৩১১৬৭০, ০১৫৫৪-৩৫৭২১৮

ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস ■ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস [১ম খণ্ড]

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী
এম.এম.এম.এফ (ফার্স্ট ক্লাস)
বিএ.অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস) এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস থার্ড)
অধ্যক্ষ, মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)
মধ্যম হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-৭৪১৪৯৫, মোবাইল : ০১৫৫৪- ৩৫৭২১৮

প্রকাশনায়
রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস [১ম খণ্ড]

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ ঃ ০১ নভেম্বর ২০০০ ইংরেজী
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ০১ জুন ২০১০ ইংরেজী

প্রকাশক
আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
জেনারেল সেক্রেটারী
রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

কার্যালয়
তৈয়্যবিয়া মার্কেট, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬৭২১২৯, মোবাইল ঃ ০১৮১৯ - ৩১১৬৭০

হাদিয়া
৮০ (আশি) টাকা মাত্র

SARA JANTRER AUNTARALE AUJANA ETIHAS. (1st Part)
Written by Mowlana Mohammad Badiul Alam Rizvi and Published by Reza Islamic Academy, Bangladesh, Price : 80.00Tk. Only.

উৎসর্গ

- ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.)
- মা'য়ারেফে লুদুন্নীর প্রস্রবণ, খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)
- কুতুবুল আউলিয়া আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহ.)
- গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত, রাহবরে আহ্লে সুন্নাত, আল্লামা সৈয়্যদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল-ক্বাদেরী (রহ.)
- রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত, আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)
- রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ'র প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ খায়রুল বশর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

॥এক॥

আ'লা হযরত (রহঃ) কর্তৃক গ্রন্থাবলী রচনা এক মহান দ্বীনি খিদমত ---------- ২১
নবীদ্রোহীদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান ---------- ২৩
পৃথিবীর দেশে দেশে ওহাবীদের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থাবলী ---------- ২৫
আ'লা হযরত (রহঃ)'র যোগ্যতা ও দ্বীনি খিদমতের স্বীকৃতি দিয়েছেন যারা ---------- ৩২
দেওবন্দী ওলামাদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরত (রহঃ) ---------- ৩৭
আ'লা হযরত (রহঃ)'র জীবনকর্মের উপর
ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনকারীদের নামের তালিকা ---------- ৪৬
আ'লা হযরত (রহঃ) জ্ঞানের ইনসাইক্লোপিড়িয়া ---------- ৪৭
বাতিল আক্বিদা প্রমাণিত হওয়ার পর না হক্ব বলা ঈমানী দায়িত্ব ---------- ৪৯
ওহাবী দেওবন্দীদের কতিপয় কুফরী আক্বিদা ---------- ৫১
কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরত (রহঃ)'র ভূমিকা ---------- ৫৭
শিয়া ও রাফিজীদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরত (রহঃ)'র ভূমিকা ---------- ৫৮
ওহাবী, নজদী, খারেজী, তাবলিগীদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরত (রহঃ)'র ভূমিকা ---------- ৫৯

॥দুই॥

সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জন্ম ও শিক্ষা ---------- ৬১
করীমার বিস্মৃতি ---------- ৬২
জীবিকার সন্ধানে ---------- ৬২
শিয়া সুন্নী সম্পর্কে অনবিহিত ---------- ৬২
পীরের চেয়ে মুরীদ যোগ্য ---------- ৬৩
সমসাময়িক বুজুর্গদের চেয়ে বড় হওয়ার দাবী ---------- ৬৩
খাজা কুতুবউদ্দীন (রহঃ)'র চেয়ে বড় হওয়ার দাবী ---------- ৬৩
দিল্লীর মাশায়েখ হযরাত হতে উত্তম হওয়ার দাবী ---------- ৬৪
একটি স্বপ্নের দাবী ---------- ৬৪
হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)'র বংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ---------- ৬৪
দাওয়াতের দৃশ্য ---------- ৬৫
কবরস্থানে দাওয়াত ---------- ৬৫
দাওয়াত ও নাজরানা ---------- ৬৬

পৃষ্ঠা

ইংরেজের দাওয়াত ---------- ৬৬
আর্থিক অনটন ও নাজরানা গ্রহণ ---------- ৬৬
বিধবা বিবাহ ---------- ৬৭
হেরম শরীফের মুয়াজ্জিনকে "রাযীম" শয়তান আখ্যা দেয়া হল ---------- ৬৯
ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক ---------- ৬৯
সত্য সমাগত বাতিল অপসৃত ---------- ৭৩
সৈয়দ সাহেবের জিহাদ ইংরেজ বিরোধী ছিলনা, শিখদের বিরুদ্ধে ছিল ---------- ৭৪
আমিরুল মুমেনীন হওয়ার উচ্চ বিলাস ---------- ৭৫
আমিরুল মুমেনীন অস্বীকারকারী বিদ্রোহী ---------- ৭৫
তথাকথিত ইসলামী হুকুমতের প্রথম বিদ্রোহী ---------- ৭৭
জিহাদ নয় বাহানা মাত্র ---------- ৭৮
আক্বিদাগত বিরোধ ---------- ৭৮
শর্তের আলোকে সৈয়দ আহমদ বেরলভী মুজাদ্দিদ ছিলেন না ---------- ৮১
মুজাদ্দিদ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর ---------- ৮২
মুজাদ্দিদের তালিকা ---------- ৮৩
হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ---------- ৮৪
হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ---------- ৮৪
চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আরব আজম এর ওলামা কর্তৃক স্বীকৃতি ---------- ৮৫
অল ইণ্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য ওলামায়ে কেরাম ---------- ৮৬
হারামাইন শরীফাইন এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে
মুজাদ্দিদের স্বীকৃতি ---------- ৮৭
সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভী সম্পর্কে মনিষীদের অভিমত ---------- ৮৮
সৈয়দ আহমদ বেরলভী সম্পর্কে একটি ফতওয়া ---------- ৯০
ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জিহাদ ও
ছিরাতুল মুস্তাকিম গ্রন্থ প্রসঙ্গ ---------- ৯২

॥তিন॥

আযাদী আন্দোলনে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ)'র ভূমিকা ---------- ৯৫
ইসমাইল দেহলভী রচিত 'তাকভীয়াতুল ঈমান' গ্রন্থ খণ্ডনে আল্লামা
ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ)'র ভূমিকা ---------- ১০১
আল্লামা খায়রাবাদী'র রচনাবলী ---------- ১০১
আল্লামা'র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন ---------- ১০৩-১০৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ইসলামের সুমহান ঐতিহ্য সভ্যতা সংস্কৃতিসহ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা মুসলমানদের কর্তব্য। ইসলামী আদর্শের প্রচারক মহামনিষীদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা অপরিহার্য। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একটি দুষ্টচক্র প্রতিনিয়ত ইসলাম, ঈমান, দ্বীন, শরীয়ত, নবী, রাসূল, সাহাবা অলীসহ বুজুর্গানে দ্বীন, হক্কানী ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনে যাচ্ছে।
এদের অমার্জনীয় ধৃষ্ঠতায় মুসলিম মিল্লাত আজ মর্মাহত ও ব্যথিত। কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। ইসলাম বিদ্বেষী ও ইসলাম বিকৃতকারীদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা সর্বাগ্রে ওলামা সমাজের করণীয় দায়িত্ব। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মুহতারম জনাব মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী ছাহেব "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" ১ম খণ্ড গ্রন্থখানা রচনা করে মিল্লাতের এক কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁর প্রতি রইলো আমার কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থখানি বহুল প্রচারে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা আশা রাখি। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.) এর জীবন-কর্মের গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান "রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ"র পক্ষ থেকে এ মূল্যবান গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পরে আমি আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি।
আল্লাহর দরবারে দোয়া করি! সম্মানিত লেখক ও প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলকে উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন।
আমিন বেহুরমতে সৈয়্যেদিল মুরসালিন।

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম
প্রতিমন্ত্রী
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভিমত

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী কর্তৃক লিখিত রেযা ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্দশ শতাব্দীর মহান ইসলামী সংস্কারক, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)'র দ্বীনি খিদমতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্যবহুল আলোচনা সমৃদ্ধ "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" নামক গ্রন্থটির প্রকাশনা অত্যন্ত যুগোপযুগী পদক্ষেপ। আশা রাখি এ গ্রন্থ অধ্যায়নে পাঠক সমাজ জ্ঞানের ইনসাইক্লোপিড়িয়া নামে খ্যাত এ মহান ইমামের জীবনের অনেক অজানা ইতিহাস জানার সুযোগ লাভ করবে নিঃসন্দেহে। উপরন্ত এ গ্রন্থ সকল প্রকার বিভ্রান্তির অপনোদন ঘটাবে, আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আল্লাহ সকলের খিদমত কবুল করুন। আমিন।

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর প্রিয় হাবীব নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করে ইসলামের পূর্ণতা বিধান করেছেন। প্রিয় রাসুলের প্রচারিত কালজয়ী জীবন দর্শন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীবনাদর্শ হওয়া সত্বেও যুগে যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে নানামুখী ষড়যন্ত্র। ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন বাতিল দল উপদল সমূহের মনগড়া ভিত্তিহীন কল্পনা প্রসুত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কারণে ইসলাম সম্পর্কে জনমনে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সংশয় ও বিভ্রান্তি। যুগে যুগে ওসব ভ্রান্ত মতবাদীদের স্বরূপ উন্মোচনে আল্লাহ তাঁর মকবুল বান্দাদের প্রেরণ করে মুসলিম মিল্লাতের ঈমান আক্বিদা রক্ষা করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর ভূমিকা এক্ষেত্রে অসাধারণ। তাঁর রচিত সহস্রাধিক গ্রন্থাবলী হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়ে নীতি নির্ধারক। তাঁর প্রদত্ত গবেষণার আলোকে ওহাবী মতবাদের শীর্ষগুরু পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও মৌলভী ইসমাইল দেহলভীসহ বাতিল পন্থীদের স্বরূপ আজ উন্মোচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সুন্নী ওলামাদের পক্ষ থেকে তথাকথিত বাতিল পন্থীদের স্বরূপ উন্মোচনে অসংখ্য গ্রন্থাবলী রচিত হলেও বাংলাভাষায় আজো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি বললেই চলে। তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ, মাওলানা বদিউল আলম রিজভী এ গুরুদায়িত্বটি আঞ্জাম দানে কলম ধরেছেন। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" গ্রন্থখানা সত্য প্রচার ও বিভ্রান্তি নিরসনে দিশারীর ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, গ্রন্থখানা সর্বত্র সমাদৃত হোক, লিখক ও প্রকাশকসহ যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন সকলকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। আমিন। বেহুরমতে সৈয়্যেদিল মুরসালিন।

কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী

খতীবে আহ্‌লে সুন্নাত, ওস্‌তাযুল ওলামা, হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-ক্বাদেরী ছাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

প্রিয় নবী সরওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন ঈমানের পূর্বশর্ত ও মুমীনের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সুমহান শান মান ও মর্যাদার প্রতি অপমান অসম্মানও অশ্রদ্ধা প্রকাশ কুফরীর নামান্তর। প্রিয় নবীর প্রচারিত ইসলাম সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী জীবন দর্শন। অসংখ্য অমুসলিম পণ্ডিত দার্শনিকরা ও ইসলামের কালোত্তীর্ণতা ও প্রিয় নবীর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দানে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এক শ্রেণীর ইসলাম পন্থিরা প্রিয় নবীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও আপত্তিকর বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ করাকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে। ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও তাঁর অনুসারী ইসমাইল দেহলভীসহ ওহাবী, নজদী, বাতিল মতাদর্শী কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত কিতাবাদি ইসলামের বিরুদ্ধে এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। সত্যান্বেষী সুন্নী ওলামা সমাজের প্রচেষ্ঠায় ওদের স্বরূপ আজ উন্মোচিত। আমার প্রিয়তম ছাত্র আলেমেদ্বীন, মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী কর্তৃক লিখিত "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" নামক গ্রন্থটিতে ইসলাম বিকৃতিকারীদের আক্বিদা বিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে সুনিপুনভাবে। আশা রাখি গ্রন্থটি হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ লিখক ও সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমত কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী
অধ্যক্ষ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া
খতীব, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত, ওস্‌তাযুল ওলামা, অধ্যক্ষ আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা এম,এ, জলিল (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী কর্তৃক লিখিত "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" ১ম খণ্ড গ্রন্থটিতে লিখক তথ্য নির্ভর উদ্ধৃতি সহকারে বাতিল পন্থিদের স্বরূপ উম্মোচন করেছেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর ভূমিকা চিত্রিত করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক ষড়যন্ত্রকারী আবদুল ওহাব নজদীর উত্তরসূরী ভারত বর্ষে ওহাবী মতবাদের উদ্ভাবক ও প্রচারক যথাক্রমে সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভীর প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থটিতে তুলে ধরা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস বিকৃতির কারণে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সত্যিকার আলেম ওলামাদের সংগ্রামী ভূমিকা আজো জাতির কাছে অজানা অধ্যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের মদদ পুষ্ট সমর্থক ওলামাদেরকে শহীদে আজম ও আমিরুল মুমেনীন উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। স্নেহাস্পদ লিখক, সে সব নামধারী তথাকথিত ইসলামী কর্ণধারদের পরিচয় তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সুনিপুনভাবে। আমি, লিখক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাফল্য কামনা করি। আল্লাহ সকলের খিদমত কবুল করুন। আমীন। বেহুরমতে সৈয়্যেদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

এম এ জলিল ২৭/৮/২০০৩

এম এ জলিল
মহাসচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত
সাবেক ডাইরেক্টর, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Dr. Md. Abdul Mannan Chowdhury
B. A. (Hons.), M.A., M. Econ., Ph. D.
Professor
DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF CHITTAGONG
CHITTAGONG, BANGLADESH
Phone : P A B X 682030—40, 714923, 726311—726314
Extension-Off. : 4275
Res. : 880-31-623165
Fax. 880-31-726310
E-mail : vc-cu@spnetctg.com
vc-cu@globalctg.net
WEB Site : http://www.spctnet.com/cu.html

অভিমত

ইসলাম বিশ্বমানবতার পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, ইসলামই পৃথিবীর কালজয়ী শাশ্বত চিরন্তন আদর্শ। ইসলাম ও মুসলমানরা আজ এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। একদিকে ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অপরদিকে ইসলাম নামধারী ভ্রান্ত মতবাদী দল উপদল সমূহ ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি সাধনে তৎপর। ওসব খোদাদ্রোহী নবীদ্রোহীদের অপতৎপরতায় মুসলমানরা ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়তের সঠিক রূপরেখা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ। ওহাবী দেওবন্দী নজদী আক্বিদা বিশ্বাসকে ইসলামের নামে চালিয়ে সরলপ্রাণ জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। বাতিল মতবাদের উদ্ভাবক ও প্রচারকরা ইসলামের কর্ণধার হিসেবে ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে সত্যিকার মর্দে মুজাহিদ ও বীর সংগ্রামী সুন্নী ওলামা সমাজের গৌরবময় ঐতিহ্য ও অবদান আজ চরমভাবে উপেক্ষিত। ইংরেজদের মদদপুষ্ট ওহাবী নেতারা আজ 'আমিরুল মুমেনীন, শহীদে আজম ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত। ইমামে আহলে সুন্নাত, আজাদী আন্দোলনের বীর সিপাহসালার, আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ) এর সংগ্রামী বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস আজো ষড়যন্ত্রের কালো মেঘে আচ্ছাদিত। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী কর্তৃক লিখিত ও রেযা ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" শীর্ষক ১ম খণ্ড গ্রন্থটি মুসলমানদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ ও অভ্রান্ত দলীল। এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা সময়ের দাবী। আমি বিজ্ঞ লিখক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাদের এই মহতী প্রয়াস ও খিদমতকে কবুল করুন, আমিন।

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ডঃ আ·ন·ম· মুনির আহ্‌মদ চৌধুরী
বি. এ. (সম্মান) এম. এ., পিএইচ. ডি.
অধ্যাপক
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
সদস্য, সিন্ডিকেট এবং সিনেট
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ
ফোন : পিএবিএক্স ৬৮২০৩১—৪০, ৭১৪৯২৬, ৭২৬৩১১—৭২৬৩১৪
এক্সটেনশন-অফিস : ৪৩৩১
ফ্যাক্স : ৮৮০-৩১-৭২৬৩১০
ই-মেইল : vc-cu@spnetctg.com

বাস ভবন :
১০২/এ, শ্যামলী আবাসিক এলাকা, নাছির পাড়া
পশ্চিম ষোলশহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম
ফোন : ৬৩৪২৮৩, ৬৩৩৪৩৯

অভিমত

উপমহাদেশে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সুন্নী ওলামা সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। ১৮৯৭ সনে পাটনায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক কনফারেন্সে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর প্রদত্ত ভাষন মুসলমানদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র রচনা করেছে। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে দ্বিজাতি তত্ত্বের পথিকৃৎ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তাঁরই চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সনে মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি দান করেছে। কংগ্রেসের স্বার্থ রক্ষাকারী স্বাধীনতা বিরোধী ওহাবী দেওবন্দীদের উত্তরসুরী এদেশীয় বাতিল পন্থিরা এদেশের স্বাধীনতাকে আজো পর্যন্ত মনে প্রানে মেনে নিতে পারেনি। ধর্মীয় অঙ্গনেও ওদের ইসলাম বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার কারণে মুসলমানরা আজ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা। ওহাবী দেওবন্দী বাতিল পন্থিদের কুফরী আক্বিদাই মুসলিম ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর ভূমিকা এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী কর্তৃক লিখিত রেযা ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" শীর্ষক ১ম খণ্ড গ্রন্থটি বহু অজানা তথ্যের সন্ধান দিবে নিঃসন্দেহে। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। বিজ্ঞ লিখক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আল্লাহ্ পাক দ্বীনের এই খিদমত কবুল করুন আমিন।

০১/১০/২০০০

ডঃ আ.ন.ম. মুনির আহমদ চৌধুরী
অধ্যাপক রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

ওস্তাযুল ওলামা, শেরে মিল্লাত, ফক্বীহে যমান, শায়খুল হাদিস, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফ্‌তি ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

প্রিয় নবী, ছরকারে দো আলম, নূরে মোজাচ্ছম, রাহমাতুল্লীল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কর্তৃক প্রচারিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীবনাদর্শ পবিত্র ধর্ম আল ইসলামের বিরুদ্ধে আবহমানকাল ধরে ষড়যন্ত্রের অন্ত নেই। যুগে যুগে ইসলামের ছদ্মবেশে আবির্ভূত বিভিন্ন বাতিল পন্থিরা সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের মর্মমুলে আঘাত হেনেছে। কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সরলপ্রান মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে ও করছে। তৌহিদ প্রচারের অন্তরালে মুসলিম মিল্লাতের অন্তরাত্মাকে নবী প্রেম শূন্য করার প্রত্যয়ে যারা ধর্মনাশা পদক্ষেপ গ্রহণ করে মুসলিম ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও তদীয় খলিফা ইসমাইল দেহলভী অন্যতম। ওদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস সুদুর প্রসারী। যুগে যুগে সুন্নী মতাদর্শী ওলামা সমাজ ওসব খোদাদ্রোহী নবীদ্রোহী ওহাবী, দেওবন্দী, বাতিল অপশক্তির স্বরূপ উম্মোচনে যথার্থ ভূমিকা পালন করেছেন। তম্মধ্যে সুন্নীয়তের পথিকৃৎ চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)'র ভূমিকা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আমার সুপ্রিয় ছাত্র, বিশিষ্ট লিখক, মাওলানা বদিউল আলম রিজভী কর্তৃক লিখিত "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" নামক গ্রন্থটি সুন্নীয়তের দিক দর্শন ও বাতিলের ষড়যন্ত্র উম্মোচনে দিশারীর ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ এ গ্রন্থপাঠে মুসলিম জাতিকে উপকৃত করুক। এ দ্বীনি খিদমতের উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। আমিন।

মুফ্‌তি ওবাইদুল হক নঈমী
শায়খুল হাদিস
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিমত

যুগে যুগে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শকে ম্লান করে দেয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে নানামুখী ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রকারী বাতিল শক্তিগুলো বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত, এদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও প্রচারিত মতবাদ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ওরা খারেজী, রাফেজী, শিয়া, কাদিয়ানী, ওহাবী, নজদী, দেওবন্দী, তাবলিগী, মওদুদী, আহ্লে হাদিস, আহ্লে কোরআন বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ওদের আক্বিদা বিশ্বাস কুরআন হাদিস এজমা কিয়াসের সম্পূর্ণ বিপরীত। ওদের মন্তব্য ও বক্তব্যের দ্বারা মুসলমানরা আজ বিভ্রান্ত দিশেহারা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এক শ্রেণীর তথাকথিত ইসলাম বিকৃতিকারী বিভ্রান্ত লেখকদের ইতিহাস বিকৃতির সুযোগে ওসব বাতিলপন্থীদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে মুসলিম সমাজ আজো অনবগত। ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভী প্রমুখরা বাতিল কুফরী আক্বিদার আমদানীকারক, লিখক, প্রচারক, সমর্থক হওয়া সত্বেও এরা কেউ, আমিরুল মোমেনীন, শহীদে আজম, সামসুল উলামা ইত্যাদি বিশেষনে আখ্যায়িত। বিশ্বের বহু প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম ওদের বদ আক্বিদা সম্পর্কে মুসলিম সমাজকে সজাগ ও সতর্ক করে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন, মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী কর্তৃক লিখিত "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" ১ম খণ্ড গ্রন্থটি বাতিলের ষড়যন্ত্র উম্মোচনে এক নবতর সংযোজন। এ গ্রন্থপাঠে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহঃ)'র বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ সমূহের তথ্য ভিত্তিক দাতভাঙ্গা খন্ডন জানার সুযোগ পাবে। আযাদী আন্দোলনে সংগ্রামী সুন্নী ওলামাদের গৌরবময় ভূমিকা জানার পথ সুগম হবে। লিখক ও সংশ্লিষ্ট সকল এ মহৎ কাজের জন্য প্রশংসার দাবীদার। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা এ খিদমত কবুল করুন। আমিন।

(মাওলানা) সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান
প্রধান ফকীহ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

অভিমত

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। ইসলামের মূলধারা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতই সঠিক রূপরেখা। ইসলামের নামে প্রচারিত বিভিন্ন ভ্রান্ত দল উপদল যথাক্রমে, খারেজী, রাফেজী, শিয়া, কাদিয়ানী, আহ্লে হাদিস আহলে কুরআন, ওহাবী, দেওবন্দী, নজদী, তাবলিগী, মওদুদী সহ সকল প্রকার বাতিল মতবাদের সাথে সুন্নীয়তের দ্বন্ধ ও বিরোধ মৌলিক আক্বিদাগত। আক্বিদার বিশুদ্ধতা ঈমানের পূর্বশর্ত। যুগে যুগে বাতিল পন্থিরা কুরআন, সুন্নাহ, এজমা, কিয়াস বিরোধী আক্বিদার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটিয়ে ইসলামকে কলুষিত করেছে। ওদরে বাতুলতার স্বরূপ উম্মোচনে সুন্নী ওলামা সমাজের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর সহস্রাধিক গ্রন্থাবলী বাতিল অপশক্তির জন্য মারণাস্ত্রতুল্য। তাঁর রচনাবলীর নিখুঁত বিশ্লেষনের আলোকে ওহাবী নেতা সৈয়দ আহদ বেরলভী ও তাঁর অনুসারীদের স্বরূপ আজ উম্মোচিত। বর্তমানেও একশ্রেণীর পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় তথাকথিত বদআক্বিদা সম্পন্ন লোকদেরকে ইসলামের মহান কান্ডারী ও দিশারী হিসেবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। হক্কানী ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা ওদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা আজ সময়ের দাবী। বিশিষ্ট লিখক মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী এ মহৎ কর্ম সম্পাদনে এগিয়ে এসেছেন, আমি তাঁকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস", গ্রন্থটি প্রামাণ্য ও তথ্য নির্ভর, এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠক সমাজ বহু অজানা ইতিহাসের সন্ধান পাবেন নিঃসন্দেহে। আমি লিখক, প্রকাশক সহ সকলকে মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ পাক এই খিদমত কবুল করুন আমিন।

০২/১০/২০০৮ইং

(মাওলানা) কাজী মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন আশরাফী
শায়খুল হাদিস
ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

سید حامد سعید کاظمی

رہائش: کاظمی ہاؤس، شاداب کالونی، نزد ایم۔ڈی۔اے چوک، ملتان۔ 061-541848
رابطہ دفتر: جامعہ انوار العلوم، قی بلاک، نیو ملتان۔ 061-550699 - 560699

تقریظ

رضا اسلامک اکیڈمی، چاٹگام، بنگلہ دیش نوجوانوں کی نہایت قابل قدر تنظیم ہے۔اس ملک میں علماء کرام دامت برکاتہم العالیہ نے نوجوانوں کی ایک ایسی شاندار کھیت تیار کی ہے جو اس ادارے، رضا اسلامک اکیڈمی کے تحت گرانقدر خدمات سرانجام دے رہی ہے۔اسلاف کرام کا شان عوام میں تعارف، ان کی تصانیف کا بنگلہ زبان میں ترجمہ اور پھر اسکی اشاعت، یہ تمام کام ایسے ہیں جو اپنے ملک اور مذہب کی ترویج کے لئے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ یہ نوجوان اتنے مشکل اور اہم کام کا بیڑا اٹھا کر اس کو بحسن خوبی آگے بڑھا رہے ہیں۔

انکا جذبہ، ان کی محنت، ان کی لگن، اور ان کی وارفتگی ان کے راست میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔

رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان کی یہ خدمات قبول فرمائے۔ان کے لئے منزل مراد کا حصول آسان بنائے اور ان کو ترقی واستحکام سے ہمکنار فرمائے۔آمین بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔

(علامہ) سید حامد سعید کاظمی
صدر۔جمعیۃ علماء پاکستان (پنجاب)
مدیر: ماھنامہ السعید

۲۷/ فروری/ ۲۰۰۰ء

مجاہد اہل سنت عالمی مبلغ اسلام خطیب ملت حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی مدظلہ العالی کا

تقریظ

رضا اسلامک اکیڈمی بنگلہ دیش کے سربراہ محترم مولانا محمد بدیع العالم صاحب رضوی نے اپنی عمر عزیز دین ومسلک حق کی خدمت میں بسر کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور اس کے لئے تحریر و تقریر میں وہ ہمہ دم مشغول ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض فضل وکرم کی بات ہے، اللہ کریم جسے یہ توفیق عطا فرمائے وہ بلاشبہ نیک بخت ہے۔

اس پرآشوب دور میں ہر باطل قوت اپنے تمام وسائل کے ساتھ اہل حق کے خلاف سرگرم عمل ہے، ایسے میں اہل ایمان کو بدمذہبوں کے بارے میں حقائق سے آگاہ کرنا یقیناً جہاد ہے۔بد عقیدوں ٹولوی نے دین اور حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے کو وتیرہ اپنایا ہوا ہے اور یہی ان کا روزگار ہے۔وہ اسلام دشمنوں سے اپنی اس دین فروشی کے عوض دنیا کمار ہے ہیں اور مسلمانوں کو راہ حق سے بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں۔اپنی غلط باتوں کو دہراتے رہنا ہی ان کا مذموم شغل ہے۔اہل حق کی طرف سے دئے گئے کسی جواب کو یہ خاطر میں نہیں لاتے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ حقائق پر وقتی طور پر پردہ تو ڈالا جاسکتا ہے مگر حقائق کو مٹایا نہیں جاسکتا اور حقائق سے چشم پوشی کرنے والے کوئی عزت نہیں پاتے۔

مولانا محمد بدیع العالم صاحب رضوی نے اپنے لئے یہ فریضہ بھی طئے کیا ہے کہ وہ حقائق کو اجاگر کرتے رہیں گے، زیر نظر کتاب کا مقصد بھی یہی ہے۔اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب کریم ﷺ کے صدقے ہم سب کو مسلک حق اہل سنت وجماعت پر استقامت عطا فرمائے اور ہر بد عقیدہ اور ہر بد عقیدگی سے بچائے، آمین۔

فقیر: کوکب نورانی اوکاڑوی غفرلہ
۲۱/ جمادی الاول ۱۴۲۱ھ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। মুসলমানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। মহাগ্রন্থ আল ক্বোরআন ও প্রিয় রাসুলের সুন্নাহ তথা হাদিস বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ। এদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। এদেশে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। তবে ধর্ম নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করা, ধর্মীয় আক্বিদা বিশ্বাসে আঘাত হানার অধিকার কারোরই নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমান দাবীদার এক শ্রেণীর ভ্রান্তবাদী লোকেরা আল্লাহ, রাসুল, ছাহাবা ও আউলিয়ায়ে কেরামসহ ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমন মন্তব্য ও মনোভাব প্রকাশ করেছে খোদাদ্রোহী নাস্তিক্যবাদী ইসলাম বিদ্বেষীরা পর্যন্ত এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন ও মন্তব্য করার সাহস করেনি। বিশেষতঃ ওহাবী, দেওবন্দী, নজদী মতবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যথাক্রমে বালাকোটের কথিত শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও তার খলিফা মৌলভী ইসমাইল দেহলভী প্রমুখরা তাদের রচনাবলী ও প্রকাশনায় এমন জঘন্যতম ঈমানবিধ্বংশী বক্তব্য ও মন্তব্য পেশ করেছে যা ইসলামও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের নামান্তর। এক শ্রেণীর ইতিহাস বিকৃতিকারীদের অপপ্রয়াসের ফলে সত্যিকার ইতিহাস আজ কলংকিত। আযাদী আন্দোলনের ইতিহাস, বালাকোটের ইতিহাস আজ অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির জালে আবদ্ধ। ইংরেজদের মদদপুষ্ট ওহাবী নেতারা আজ ইতিহাসে ইংরেজী বিরোধী আন্দোলনের কর্ণধার হিসেবে উপস্থাপিত। পক্ষান্তরে ইংরেজী বিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় বীর সৈনিক, মর্দে মুজাহিদরা আজ উপেক্ষিত। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, আমরা আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক সংগ্রামী মনিষীদের জীবন ও কর্ম জনতার সামনে তুলে ধরতে পারিনি। অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় এ জাতীয় ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কোন নির্ভরযোগ্য প্রামান্য ইতিহাস রচিত হয়নি, উদ্দেশ্যমুলকভাবে সত্যিকার ইতিহাসের বিপরীত মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন, মনগড়া, অবাস্তব কল্পকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। আজো তাদের এ ধরনের হীন মানসিকতার বিন্দুমাত্র অবসান ঘটেনি। জাতির কাছে তাদের প্রকৃত পরিচয় ও ভূমিকা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা আজ সময়ের দাবী। সংক্ষিপ্ত হলেও আমি এ গ্রন্থটিতে তাদের প্রকৃত পরিচয় প্রমাণ ভিত্তিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ওসব বাতিল পন্থীরা বিভিন্ন গ্রন্থে বহুস্থানে অসংখ্যা আপত্তিকর, বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রকাশ করেছে যা সংকলন করলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে। উদ্ধৃতিসহ কিছু মতামত ও বক্তব্য এ গ্রন্থে তুলে ধরেছি। সাম্প্রতিককালে এদেশীয় ওহাবী মতবাদী বাতিল পন্থীরা

তৎপর হয়ে উঠেছে। এরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সম্মানিত পীর মাশায়েখ, হক্কানী ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী বিধি-বিধান মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আক্বিদা বোধ-বিশ্বাস ইতিহাস-ঐতিহ্য সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদির উপর প্রকাশ্যে আঘাত হেনে চলছে। বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। ইমামে আহলে সুন্নাত, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)'র বিরুদ্ধে অশালীন কটুক্তি ও বিভ্রান্তিমূলক ভিত্তিহীন আপত্তিকর বিষেদগার করা ওদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। ঢাকা হতে প্রকাশিত, "আল বায়্যিনাত" মাসিক পত্রিকাসহ বাতিল পন্থীদের আরো কয়েকটি পত্র-পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়ত ও সুন্নী ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। অবাধ স্বাধীনতা যেন অসীম অধিকারের ফল হিসেবে প্রতিয়মান হচ্ছে। আমার লিখিত "ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস" ১ম খণ্ড গ্রন্থটি মূলতঃ আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা অপবাদের দাত ভাঙ্গা খণ্ডন। যা আঞ্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া কর্তৃক প্রকাশিত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাসিক মুখপত্র 'তরজুমান' এর বিভিন্ন সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে, তরজুমান কর্তৃপক্ষের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। রচনাটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পাঠক সমাজের খেদমতে ১ম খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ যাঁরা সুচিন্তিত মতামত ও মূল্যবান অভিমত প্রদান করেছেন সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। রেযা ইসলামিক একাডেমি বাংলাদেশ'র প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট সমাজ সেবক, ধর্মানুরাগী আলহাজ্ব খায়রুল বশর ছাহেব'র অর্থায়নে ইতিপূর্বে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থটি রচনায় যারা প্রয়োজনীয় কিতাবাদি ও বিভিন্ন সহযোগিতা দিয়েছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। পাঠক সমাজের ব্যাপক চাহিদার কারণে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের এই প্রয়াস। গ্রন্থ প্রণয়নে বহু আরবী উর্দু ও বাংলা গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি। প্রমাণ্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থটি লিখার চেষ্টা করেছি। অধিক সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ ও তথ্যগত ভুল থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ভুল ত্রুটি নজরে পড়লে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি একমাত্র অবলম্বন। পরবর্তী সংস্করণে পাঠক সমাজের পরম সানন্দে গৃহীত হবে। সত্য গ্রহণ ও ভ্রান্তি নিরসনে গ্রন্থটি কিঞ্চিত ও অবদান রাখলে অধমের এ ক্ষুদ্র খিদমত স্বার্থক মনে করবো। আল্লাহ্ এ দ্বীনি খিদমত কবুল করুন। যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন, সকলকে উভয় জাহানের সাফল্য নসীব করুন। আমিন। বেহুরমতে সাইয়্যিদিল মুরসালিন।

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

pdf By Syed Mostafa Sakib

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

॥ এক ॥

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা অপবাদ ও ভিত্তিহীন অভিযোগের খন্ডনে এ গ্রন্থ লেখার প্রয়াস পেলাম। সম্প্রতি ঢাকা হতে আল্লামা মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম সম্পাদিত মাসিক আল- বাইয়্যিনাত ১০বর্ষ ১ম সংখ্যা, সফর রবিউল আউয়াল -১৪২১ হিজরী, জুন-২০০০ ইং বিশেষ সংখ্যা ৮২তম এর সুওয়াল জওয়াব বিভাগে, কতিপয় প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তরে ১০৫ হতে ১৩১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রসঙ্গে দীর্ঘ লেখা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ লেখার বহুস্থানে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে দেড় সহস্রাধিক গ্রন্থের প্রণেতা, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে স্বকল্পিত মিথ্যা ভিত্তিহীন অপবাদ ও অভিযোগ করা হয়েছে। সুন্নী দাবীদার উক্ত পত্রিকায় আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে যে সব মন্তব্য ও বিরূপ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে ওহাবী-নজদী, বাতিল পন্থীরা পর্যন্ত তার বিন্দু মাত্র করার সাহস করেনি। সম্পূর্ণ লেখনি যেন ওহাবীয়তের প্রতিধ্বনি।

ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্ঠতা পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করে পত্রিকাটি সংখ্যাগরিষ্ট সুন্নী ওলামা মাশায়েখ, ছাত্র সমাজ সহ সর্বস্তরের সুন্নী মুসলমানদের ঘৃণা ক্ষোভ ও ধিক্কার অর্জন করেছে। প্রকাশিত লেখায় আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে, স্বীয় দাবীর সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য দলীল উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। দলীল বিহীন অভিযোগের কারণে উক্ত লেখার অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এতে আ'লা হযরত সম্পর্কিত প্রতিটি উক্তি বিভ্রান্তি মূলক, বেদনাদায়ক ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সার্থক উত্তরাধিকারী হক্কানী রব্বানী সুন্নী মতাদর্শী ওলামায়ে কেরামের প্রতি চরম শত্রুতা ও বিদ্বেষের পরিচায়ক। উক্ত জওয়াবের বক্তব্যগুলো খন্ডনযোগ্য, তাই নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির আলোকে উক্ত লেখা খন্ডন কল্পে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রথমে আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা অপবাদের খন্ডন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বালা কোটের কথিত শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর পরিচিতি, জীবন-কর্ম, বালাকোটে তার ভূমিকা ও তার সম্পর্কে ওলামায়ে ইসলামের মতামত তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনী গ্রন্থাবলী রচনা এক মহান দ্বীনি খিদমতঃ

উক্ত লেখায় ১০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে- "সম্ভবতঃ রেজা খান সাহেব অন্য মনস্ক হয়ে বহু সময় ব্যয় করে অযথা কিতাবের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন"।

খন্ডনঃ উপরোক্ত বর্ণনায় অন্য মনস্ক হয়ে, দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়, এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত (রহঃ) নিজেই বলেছেন তাঁর মন ও অন্তরাত্মা সর্বদা মদীনা ওয়ালা রাসুলের প্রেমাস্পদে অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় নিবেদিত। তিনি বলেন-

الروح فداك فزد حرقاايک شعله ديگربرزن عشقا

مورا تن من دهن سب پهونک دیا یه جان بهی پیارے جلا جانا-

(হে রাসূল!) আপনার প্রতি আমার প্রাণ উৎসর্গিত। প্রেমানল আরো বাড়িয়ে দাও। হে প্রেমানল। আর একটু প্রবাহিত হও হ্যাঁ! তুমি আমার শরীর, হৃদয়, ঐশ্বর্য সবই ফুঁ মেরে ভস্ম করে দিয়েছ। (এ আত্মা বাকী আছে) তাও জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও। সূত্রঃ এস্তেখাবে আ'লা হযরত পৃষ্ঠা-১৮

'আল-বাইয়্যিনাত' এ প্রকাশিত উক্ত লেখানুযায়ী (আ'লা হযরত রহঃ) বহু সময় ব্যয় করে অযথা কিতাবের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাহলে জবাব দাতার ধারণা মতে কিতাব রচনা, প্রকাশনা, গবেষণা, ইত্যাদি অযথা কাজ যদি হয়ে থাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পর থেকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে-তাবেয়ীন, বুজুর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামেলীনরা যুগে যুগে পৃথিবীর দেশে দেশে, আরবী, উর্দু, ফার্সী, হিন্দি, বাংলা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞানী, গুণী পন্ডিত বিশেষজ্ঞ, ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বুদ্ধি জীবি, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফকীহ ও মুফ্‌তীগণ, ইসলামের বিভিন্ন জটিল কঠিন বিষয় নিয়ে যুগ সমস্যার সমাধানে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে, অগণিত দিশেহারা বিভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দানে তাঁরা যে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থাবলী ও কিতাবাদী রচনা করেছেন তা কি অযথা কাজ করেছেন? তাঁরা কি মুল্যবান সময় অপচয় করেছেন? যাদের জ্ঞান গবেষণা ও সাধনার বদৌলতে ইসলামের সুবিশাল ইমারত বিনির্মিত তাঁদের বিরুদ্ধে এহেন কটুক্তি ধৃষ্ঠতার নামান্তর। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদিস, হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) (জন্ম - ১৯৪, ওফাত-২৬৫ হিজরী) কর্তৃক সংকলিত, বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বোখারী শরীফ। যার ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংখ্যাও ষাটের অধিক। (১) হাফেজ ইবনে হাজর (রঃ) (ওফাতঃ ৮৫২ হিঃ) কৃতঃ ফতহুল বারী। (২) আল্লামা আইনী (রঃ) (ওফাতঃ ৮৫৫ হিঃ) কৃত উমদাতুল ক্বারী। (৩) ইমাম কুস্তুলানী (রহঃ) (ওফাতঃ ৯২২ হিঃ) কৃত ইরশাদুস সারী, সহ কেবল বোখারী শরীফকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ বছর ধরে প্রচুর গবেষণার কাজ হয়েছে। এ সবই কি অযথা ও অনর্থক বৃথা কাজ? আ'লা হযরতের প্রতি কটুক্তির আড়ালে গোটা মুসলিম মিল্লাতের শীর্ষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আকাবীরদের মূলে আঘাত হানা হয়েছে উক্ত লেখায়। (১০৮ পৃষ্ঠায় আরো লিখা হয়েছে-)
"মুসলমান হক্কানী রব্বানী আলেম সমাজকে কাফের ফতোয়া দেয়া তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আশেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাবীদার আ'লা হযরত সাহেব হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মকবুল উম্মতদের উপর কুফুরী ফতোয়া দিয়ে নিজে কামেল ঈমানদার সাজতে চাচ্ছে? এই রেজা খান সাহেব ভুলে গেছে যে, অপরের জন্য গর্ত খুড়লে সে গর্তে নিজেকে পড়তে হয়। হযরত শহীদে আজম (রাঃ) এর উপর কুফরী ফতোয়া দিয়ে যে অমার্জনীয় অপরাধ ও ত্রুটি করেছে তা কষ্মিনকালেও ক্ষমার যোগ্য নয়। সে ও তার অনুসারীদের দ্বারা লিখিত কিতাবাদি থেকেও আলেমগণ শিরক ও কুফরী মূলক বাক্য উদঘাটন করেছে তা কি তারা একেবারে ভুলতে বসেছে?"
খন্ডনঃ লেখকের উল্লেখিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য লেখক স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি ও নিজের মতকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য প্রকৃত মতটি গোপন করেছে এবং আ'লা হযরত সম্পর্কে মিথ্যাপবাদ আরোপ করেছে, যা সত্যিই বিভ্রান্তি মূলক ও বেদনাদায়ক। নিম্নে প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরা হলো- আ'লা হযরত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মকবুল উম্মতদের মধ্যে কাকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন তা কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি। কোন মুসলমানকে কুফরী ফতোয়া দেয়া এটা ইসলামী শরীয়ত বিরোধী, উপমহাদেশের কোন পরম শ্রদ্ধেয় সম্মানিত, বুজুর্গ ব্যক্তির কথা দূরে থাক্ এমনকি একজন সাধারণ মুসলমানকেও আ'লা হযরত (রহঃ) অহেতুক ভিত্তিহীনভাবে কুফরী ফতোয়া দিয়েছেন, এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারবেন কি? আ'লা হযরত "যাদের খোদা" দ্রোহীতা, নবী দ্রোহীতা ও ইসলাম বিরোধী কটুক্তি প্রমাণিত হয়েছে শরীয়তের বিধান মতে, অকাট্য প্রমানাদির আলোকে, তাদেরকে কুফরী ফতওয়া দিয়েছেন। ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শে বিশ্বাসী একজন সত্যিকারের আলেমে দ্বীন হিসেবে মুসলিম মিল্লাতের ঈমান আক্বীদা সংরক্ষণে ওহাবী, নজদী, বাতিল অপশক্তির স্বরূপ উন্মোচনে কুফরী ফতোয়া দিয়ে ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ, নবী, রাসুল, সাহাবা, অলী, পীর-মাশায়েখ ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে যারা কটুক্তি করেছে, ইসলামী ঐক্যে যারা ফাটল সৃষ্টি করেছে, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মূলে যারা কুঠারাঘাত হেনেছে আ'লা হযরত কেবলমাত্র তথা কথিত ইসলাম নামধারীদেরকে, কুফরী ফতোয়া দিয়েছেন। আ'লা হযরত (রহঃ) ১৩২৪ হিজরীতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ফতোয়ার গ্রন্থ "হুসামুল হারামাঈন" রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি, খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী ভন্ডনবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী ও নজদী মতবাদের প্রচারক সমর্থক যথাক্রমে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, আশরাফ আলী থানবী, কাসেম নানুতবী, খলীল

আহমদ আম্বেটবীও তাদের প্রচারিত সমর্থিত আক্বীদা পোষণকারী ও সমর্থনকারীদেরকে কুফরী ফতোয়া দেন। এবং হারামাঈন শরীফাঈনের ৩০জনের অধিক শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, মুফতী, ফকীহ ও বিজ্ঞ ওলামারা এ ফতোয়ায় স্ব-স্ব মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শানে অবমাননাকারী উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের স্ব-স্ব রচনায় প্রিয় নবীর শানে রচিত ও লিখিত জঘন্যতম ঈমান বিধ্বংসী মন্তব্য ও বক্তব্যের আলোকে কাফির জিন্দিক, পথভ্রষ্ট, মুনাফিক ইত্যাদি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা আরো বলেছেন - যারা তাঁদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তারাও কাফির। সূত্রঃ হুসামুল হারামাঈন, পৃষ্ঠা-২৩

নবী দ্রোহীদের ব্যাপারে শরয়ী বিধানঃ

প্রিয় নবীর শানে কটুক্তিকারী নবীদ্রোহীদের কুফরী ফতোয়া দেয়া ইসলামী শরীয়তের বিধান। বিশ্ব বিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ ক্বাজী খানে নবী দ্রোহীদের বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اِذَا عَابَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَيْءٍ كَانَ كَافِرًا وَعَنْ اَبِيْ حَفْصِ الْكَبِيْرِ مَنْ عَابَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَعْرٍ مِنْ شَعْرَاتِهٖ فَقَدْ كَفَرَ وَذَكَرَى فِى الْاَصْلِ وَاِنْ شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَفَرَ-

অর্থাৎ যদি কেউ কোন বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দোষ বর্ণনা বা সমালোচনা বা তাকে কলঙ্কযুক্ত করে, সে কাফের হয়ে যাবে। হযরত আবু হাফস কবীর (রহঃ) হতে বর্নিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর কেশরাজি হতেও কোন একটিকে কলঙ্কময় করলে কাফের হয়ে যাবে। বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ "দুররুল মুখতার" ফতোয়ায়ে শামী নামক কিতাবের ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

اَلْكَافِرُ بِسَبِّ النَّبِى مِنَ الْاَنْبِيَاءِ لَايُقْبَلُ تَوْبَتُهٗ وَمَنْ شَكَّ عَنْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ كَفَرَ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রেরিত নবীদের থেকে যে কোন নবীকে গালি দিল তার তাওবা কবুল হবেনা এবং যে ব্যক্তি তার কুফরী হওয়া ও শাস্তির যোগ্য হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করল সেও কুফরী করল।

কিতাবুল খারাজের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) বলেন-

اَيُّمَارَجُلٍ مُّسْلِمٍ سَبَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْكَذَّبَهٗ اَوْ عَابَهٗ اَوْ تَنَقَّصَهٗ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَبَانَتْ مِنْهُ اِمْرَاتُهٗ-

অর্থাৎ যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে মন্দ বলে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিংবা মিথ্যাবাদী বলে, কিংবা দোষী বলে, বা অসম্মান সূচক কথা বলে, নিশ্চয় সে কাফের হবে এবং তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

নিম্নোক্ত ফতোয়া গ্রন্থ সমূহেও প্রিয় নবীর শানে বেআদবী প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের কুফরী ফতোয়া সহ তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হওয়া সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

* ফতহুল বারী কৃতঃ আল্লামা ইবনে হাজর আল-আসক্বালানী ১২তম খন্ড পৃষ্ঠা- ২৩৬।
* জাদুল মায়াদ, কৃতঃ ইবনুল কাইয়ুম আল জওযী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৩।
* আন্‌নেহায়া, কৃত শায়খ তাওসী (৩৮৫-৪৬০ হিঃ) পৃষ্ঠা-৭৩০।
* আল্‌লুময়াতুদ দামেসক্বিয়্যাহ্, কৃতঃ শায়খ শহীদ আহমদ ইবনে মক্কী আল-আমেলী, পৃষ্ঠা-২৭৭।
* জাওয়াহেরুল কালাম,কৃতঃ আল্লামা মুহাম্মদ হাসান নাজাফী (ওফাতঃ ১২৬৬ হিঃ) পৃষ্ঠ ৪৩২।

প্রিয় নবীর শানে ওহাবী, দেওবন্দীদের ঈমান বিধ্বংসী রচনাবলীর ব্যাপক প্রচার প্রসার হওয়া সত্ত্বেও একজন সত্যিকার আলেমেদ্বীন, কিভাবে নীরব থাকতে পারেন? ইসলামের নামে ছদ্মবেশী মুনাফিক, আলেম নামের কলঙ্ক ব্যক্তিরাই একমাত্র চুপ করে বসে থাকতে পারে। আ'লা হযরত তো নির্ভীক মর্দে মোজাহিদ, আশেকে রাসুল ব্যক্তিত্ব, যিনি বিভ্রান্তির নিরসনে কলম ধারণ করেন। যিনি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাসেম নানুতবী রচিত 'তাহজীরুন্নাস' প্রকাশনার ত্রিশ বৎসর পর, মৌলভী খলীল আহমদ আম্বেঠভী লিখিত 'বারাহীন এ ক্বাতিয়াহ' প্রকাশনার ষোল বৎসর পর, ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানীয় গুরুজন মৌলভী আশরফ আলী থানবী রচিত 'হিফজুল ঈমান' প্রকাশনার এক বৎসর পরও যখন ওহাবী দেওবন্দীরা তাদের প্রচার প্রকাশনাকে সংশোধন করেনি, সর্বত্র এগুলোর প্রতিবাদ ও খন্ডন হওয়া সত্ত্বেও এসব প্রকাশনা বন্ধ করেনি, বরং ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস হিসাবে যখন ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালাতে থাকে, তখন আ'লা হযরত (রহঃ) ১৯০৩ সনে "আলমু তামাদুল মুসতানাদ" ফতোয়া গ্রন্থ রচনা করেন। এতে ওহাবী দেওবন্দী উল্লেখিত ওলামাগণের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দেয়া হয়। উপরোক্ত ফতোয়া ১৩২৪ সনে ওলামায়ে হারামাঈনের নিকট পেশ করা হলে বিশ্ব বিখ্যাত ত্রিশোর্ধ ওলামায়ে কেরাম এ ঐতিহাসিক ফতোয়ার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ওলামায়ে হারামাঈনের এই ফতোয়া সম্বলিত অভিমতগুলো "হুসামুল হারামাঈন আলা মানহারিল কুফরি ওয়াল মায়ান" (কুফর ও মিথ্যার গ্রীবাদেশে হারামাঈন শরীফাঈন এর শানিত তরবারী) নামে প্রকাশিত হয়। অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল করীম ক্বাদেরী নঈমী কর্তৃক অনুদিত মাওলানা আব্দুল মান্নান এর সম্পাদনায় গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিতে ওসব ওহাবী দেওবন্দী, নজদী মতবাদের

সমর্থক প্রচারকরাই বুঝি মকবুল উম্মত?

ওহাবী মতবাদের উদ্ভাবক মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর স্বার্থক উত্তরসুরী মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সহ তাদের সমর্থক ও অনুসারীদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদার কারণে কুফরী ফতোয়া দেয়াটা কি অমার্জনীয় অপরাধ? কাজেই উক্ত জওয়াবের ফতোয়ানুযায়ী অভিযোগের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত আরব, আজম সহ গোটা মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম যারা ওহাবী, দেওবন্দী, নজদী আক্বিদার উদ্ভাবক, প্রচারক ও সমর্থক ও অনুসারীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, অসংখ্য কিতাবাদি প্রণয়ন করেছেন, তাঁরা সকলেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। নাউযুবিল্লাহ! নিম্নে ইসলাম নামধারী ওহাবী নজদীর বাতিল আক্বীদা ও তাদের ফিতনার স্বরূপ উন্মোচনে যে সব বরেণ্য উলামায়ে কেরাম কলম ধরেছেন সে সব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নাম পেশকরা হলো।

পৃথিবীর দেশে দেশে ওহাবীদের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থাবলীঃ

ঃ সাইফুল জিহাদ লেমুদ্দায়ীল ইজতিহাদ,
কৃতঃ আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল লতীফ শাফেয়ী (রহঃ) তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর ওস্তাদ
ঃ আস্‌সাওয়াই ওয়ার রাআদ,
কৃতঃ আল্লামা আফিফুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ হাম্বলী
ঃ তাহাক্কুমুল মুকাল্লিদীন বেমান ইদ্দায়া তাজদিদাদ্দীন,
কৃতঃ আল্লামা মুহাক্কিক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আফালিক হাম্বলী (রহঃ)।
ঃ আস্‌সারেফুল হিন্দ ফি উনুকিন নজদী,
কৃতঃ শেখ আতা আল মক্কী (রহঃ)
ঃ আস্‌সায়াফুল বাতের লিউনুকিল মুনকির আলাল আকাবের
কৃতঃ সৈয়্যদ আলভী ইবনে আহমদ হাদ্দাদ।
ঃ তাহরীদুল আগনীয়া আলাল ইস্তেগাছাতে বিল আম্বিয়া ওয়াল আউলিয়া,
কৃতঃ আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম মীরগণী (রহঃ)
ঃ আল-ইত্তিছার লিল আউলিয়া-ইল আবরার,
কৃতঃ সৈয়্যদ আলভী আহমদ ইবনে হাদ্দাদ (রহঃ)
ঃ মিছবাহুল আনাম ওয়াজালাউয যালাম
কৃতঃ আল্লামা সৈয়্যদ আলাভী ইবনে হাদ্দাদ (রহঃ)।
ঃ আছাওয়াইকুল ইলাহিয়্যাহ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

কৃতঃ আল্লামা সোলাইমান ইবনে আবদুল ওহাব (রহঃ) (মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর ভাই)।
ঃ সা'য়াদাতুদ্ দারাঈন,
কৃতঃ আল্লামা শেখ ইব্রাহিম আস্সামনুদী আল-মানসুয়ী (রঃ)
ঃ ফিতনাতুল ওহাবিয়্যাহ
কৃতঃ মুফতীয়ে মক্কা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ যিনী দাহলান মক্কী (রহঃ)
ঃ শাওয়াহিদুল হক্ব ফিত্তাওয়াস্সুল বেসাইয়্যেদিল খালক্ব,
কৃতঃ শেখ আল্লামা ইউসুফ নিবহানী (রহঃ)
ঃ আল-ফজরুস সাদিক,
কৃতঃ শেখ জামীল সাদকী আয্ যুহাদী আল-বাগদাদী (রহঃ)
ঃ ইজহারুল উকুক আন্ মানয়িত্ তাওয়াচ্ছুল মিন নবী ওয়াল অবিলীয়াচ্ছুদুক,
কৃতঃ শেখ আল মাশরেকী আল মালেকী আল জাযায়েরী (রঃ)
ঃ গাউসুল ইবাদ বিবয়ানির রাশাদ,
কৃতঃ শেখ মুস্তাফা আল-হাম্মামী আল মিসরী (রহঃ)
ঃ জালালুল হক্ব ফী কাশ্ফে আহওয়ালে আশরারিল খালক্ব,
কৃতঃ আশ্শেখ ইব্রাহিম হালিমী আলক্বাদেরী আল ইস্কান্দরী
ঃ ফী হুকমিত তাওয়াস্সুল বিল আম্বিয়া ওয়াল আউলিয়া,
কৃতঃ শেখ হামান আশশাত্তী আল হাম্বলী আদ্দামেস্কী (রহঃ)
ঃ আলবারাহীনুচ্ছাতে'য়া,
কৃতঃ আল্লামা শেখ সালাম আয্যামী (রহঃ)
ঃ উনওয়ানুল মাজদ ফী তারীখুন নজদ্
কৃতঃ আল্লামা মুখলেছুর রহমান চাটগামী মির্জাখিলী (রহঃ)
তিনি ইসমাঈল দেহলভীর রচিত "তাকবীয়াতুল ঈমান" কুফরী ধর্মনাশা কিতাব খণ্ডনে ফার্সী ভাষায় "তাফবীয়াতুল ঈমান রদ্দে তাকবীয়াতুল ঈমান" নামক অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এটা ভারত থেকে "তানকীদে তাকবীয়াতুল ঈমান", নামে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।
ঃ মুফিদুল ঈমান, কৃতঃ শাহ্ মখসুস উল্লাহ দেহলভী (রহঃ)।
ঃ হুজ্জাতুল আলম, কৃতঃ শাহ্ মুসা দেহলভী (রহঃ)।
ঃ তাহকীকে ইন্তিয়ানাহ্, কৃতঃ শাহ মুসা দেহলভী (রহঃ)।
ঃ আত্য়াবুল বয়ান,

কৃতঃ সদরুল আফাযীল আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ)
ঃ ইলায়ে কালিমাতুল হক্ব
কৃতঃ আল্লামা সৈয়্যদ পীর মেহের আলী শাহ (রহঃ)
ঃ ফাওজুল মুমিনীন, কৃতঃ আল্লামা ফজলে রাসুল বাদায়ুনী (রহঃ)
ঃ আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত,
কৃতঃ আল্লামা কাজী ফজল আহমদ লুধিয়ানী (রহঃ)
ঃ তাসহীহুল ঈমান, কৃতঃ আল্লামা মাহবুব আলী মুরাদাবাদী (রহঃ)
ঃ আনওয়ারে মুহাম্মদী, কৃতঃ আল্লামা মাসউদ আহমদ দেহলভী
ঃ তাকদীসুল ওয়াকিল, কৃতঃ আল্লামা গোলাম দস্তগীর কসুরী (রহঃ)
ঃ আল কাউকাবাতুশ শিহাবিয়া,
কৃতঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রহঃ)
ঃ আফতাবে মুহাম্মদী, কৃতঃ আল্লামা ফকীর মুহাম্মদ ঝিলম
ঃ হেদায়াতুল ওহাবীয়ীন,
কৃতঃ আল্লামা মুফ্তী নুরুল্লাহ মুরাদাবাদী
ঃ আক্বায়েদে সুন্নীয়া, কৃতঃ আল্লামা ইসমাঈল কাজী (রহঃ)
ঃ আবাতিলে ওহাবীয়া, কৃতঃ আল্লামা আহমদ আলী (রহঃ)
ঃ নূর ওয়া নার, কৃতঃ ডঃ মাসউদ আহমদ দেহলভী
ঃ তাহকীকুল ফতওয়া
কৃতঃ আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রহঃ)
(আজাদী আন্দোলনের অগ্নী পুরুষ)
ঃ ইমতিনাউন নাযীর,
কৃতঃ আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রহঃ) ফার্সী ভাষায় রচিত ৩৩৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত ইসমাঈল দেহলভীর ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ, এতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অতুলনীয় অদ্বিতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণাদির আলোকে বিশদ আলোকপাত হয়েছে
ঃ সাইফুল জাব্বার, কৃতঃ আল্লামা ফজলে রাসুল বাদায়ূনী (রহঃ)
ঃ তাযকিয়াতুল ঈমান, কৃতঃ আল্লামা নকী আলী খান বেরলভী (রহঃ)
ঃ সাবিলুন নাজাহ, কৃতঃ আল্লামা তোরাব আলী লাক্ষ্ণৌভী
ঃ দাফউল বুহতান, কৃতঃ আল্লামা ইউনুস
ঃ মুত্তাহাল মাক্বাল, কৃতঃ আল্লামা মুফতি সদরুদ্দীন দেহলভী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ কুউওয়াতুল ঈমান, কৃতঃ আল্লামা কারামাত আলী জৌনপুরী
ঃ মাসায়েলে আহ্‌লে সুন্নাত বজওয়াবে মাসায়েলে নজদীয়্যত,
কৃতঃ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী (উর্দূ)
ঃ আদ্ধিরী সে উজালে থক,
কৃতঃ আল্লামা আব্দুল হাকিম শরফ কাদেরী লাহোরী
ঃ তারিখে নজদ ওয়া হিজাজ,
কৃত আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম হাজারভী, লাহোর,
ঃ দেওবন্দ সে বেরেলী, কৃতঃ আল্লামা ডঃ কাউকাব নূরানী ওকাড়বী,
ঃ সুফাইদ ওয়া সিয়াহ্ কৃতঃ ডঃ আল্লামা কাউকাব নূরানী, ওকাড়বী, পাকিস্তান
ঃ নে'মাল ইস্তেবাহ, কৃতঃ ডঃ আল্লামা ইব্রাহিম খতীব
ঃ তাহ্‌কীকুল হক, কৃতঃ আল্লামা শাহ্ আহমদ সাঈদ নক্সবন্দী
ঃ নেজামুল ইসলাম, কৃতঃ আল্লামা মুহাম্মদ ওয়াজীহ
ঃ সফীনাতুন নাজাত, কৃতঃ আল্লামা মুহাম্মদ আসলামী, মাদ্রাজ
ঃ ইহকাকুল হক্ব, কৃতঃ আল্লামা সৈয়্যদ বদরুদ্দীন হায়দ্রাবাদী
ঃ সালাহুল মুমিনীন, কৃতঃ আল্লামা সৈয়্যদ লুৎফুল হক্ব
ঃ রুসুমুল খায়রাত, কৃতঃ আল্লামা খলীলুর রহমান মুস্তফাবাদী
ঃ ইজালাতুশ শুকুক, কৃতঃ আল্লামা হাকিম ফখরুদ্দীন ইলাহাবাদী
ঃ হাদীউল মুদিল্লীন, কৃতঃ আল্লামা করিমুল্লাহ দেহলভী
ঃ মিজানে আদালত কৃতঃ আল্লামা সুলতান কানকী
ঃ তানযিলুন নযীর, কৃতঃ আল্লামা কলন্দর আলী যোবায়দী
ঃ শরহে তোহফায়ে মুহাম্মদীয়া
কৃতঃ আল্লামা সৈয়দ শরফ আলী গুলশান
ঃ যুল ফুকারে হায়দরী, কৃতঃ হায়দর হাসান
ঃ খাইরুজ জাদ, কৃতঃ খাইরুদ্দীন মাদ্রাজী
ঃ তামবিহুদ, দোয়াল্লীন, জমিয়তে উলামায়ে দিল্লী ও হারামাঈন
ঃ আর্ রিওদ দাইয়্যানী, কৃতঃ আল্লামা নবী বখশ লাহোরী
ঃ ইসমাঈল দেহলভী আউর তাকবীয়াতুল ঈমান
কৃতঃ আল্লামা আবুল হাসান যায়েদ ফারুকী
ঃ ইজহারে হাক্বীক্বত, কৃতঃ আল্লামা হক গো
ঃ তোহফাতুল মিসকীন, কৃতঃ আল্লামা আবদুল্লাহ্ সাহারানপুরী

ঃ আফতাবে সুন্নাত, কৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ নূরী
ঃ আফতাবে সাদাক্বাত, কৃতঃ মাওলানা শরীফ খালেদ রেজভী
আয়নায়ে দেওবন্দ, কৃতঃ আবু সাঈদ কাজী,লাহোর
ঃ আবাতীলে ওহাবীয়া, কৃতঃ মাওলানা নেজাম উদ্দীন মূলতানী
ঃ ইবলীস থা দেউবন্দ, কৃতঃ মাওলানা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী
ঃ ইহকাকে হক্ব ওয়া ইবতালে বাতিল
কৃতঃ মাওলানা নবী বখস হালওয়ায়ী, লাহোর
ঃ এযালাতুল আওহাম, কৃতঃ মাওলানা নকী আলী খান বেরলভী (রহঃ)
ঃ আল উসূলুল আরবা ফী তারদীদিল ওয়াহাবীয়া,
কৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান জান সিরহিন্দি
ঃ এতলায়ে হালাতে ওহাবীয়া,
কৃতঃ কাজী ফজল আহমদ লুধিয়ানভী
ঃ এজহারে হক্ব, কৃতঃ মাওলানা জাহের শাহ্ ক্বাদেরী (পুস্ত ভাষায়)
ঃ উসুলির রাশাদ তাসহীহে মাবানীয়ীল ফাসাদ,
কৃতঃ মাওলানা নকী আলী খান বেরলভী (রহঃ)
ঃ আকাবিরে দেওবন্দ আপনে আয়নে মে,
কৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান আলী রিজভী
ঃ আকাবিরে দেওবন্দ কা তাকফীরি আফসানা
কৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান আলী রিজভী
ঃ ইহলাকুল ওহাবীয়ীন, কৃতঃ মাওলানা সৈয়দ আমীর আজমিরী
ঃ আত্‌তাব্‌শীর বিরদ্দিত তাহযীর,
কৃতঃ আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমী (রহঃ)
ওহাবী নেতা কাসেম নানুতবী রচিত-তাহযীরুন্ নাস খন্ডনে লিখিত
ঃ আত্ তাহরীমুশ শরইয়্যাহ্ আল ইমামাতিল ওহাবীয়া,
কৃতঃ আবদুল মাসউদ সৈয়্যদ মাহমুদ শাহ মুহাদ্দিস হাজারভী
ঃ আত্‌তাহ্‌কীকাত লিদাফ্‌য়ীত তালবীসাত,
কৃতঃ সদরুল আফাযিল আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ)
ওহাবী দেওবন্দীদের রচিত আলমুহান্নাদ এর খন্ডনে লিখিত
ঃ বওয়ারীকে মুহাম্মদীয়া লিরাজমীশ শায়াতানীন নজদীয়া,
কৃতঃ আল্লামা শাহ্ ফজলে রাসুল বাদায়ূনী (রহঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ বরকে উসমানী বর ফিতনায়ে শায়তানী,
কৃতঃ মাওলানা হাসান আলী রিজভী
ঃ আল বারাহীনুল হানাফিয়্যা লিদাফয়ীল ফিত্নাতিন নাজদীয়্যা
কৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ ক্বাদেরী
ঃ এহলাকুল ওহাবীয়ীন বিতাওহীনে কুবুরীল মুসলিমীন,
কৃতঃ মাওলানা ওমরুদ্দীন হাজারভী,
এতে আ'লা হযরত (রঃ) এর অভিমত সন্নিবেশিত আছে।
ঃ তাযকীয়াতুল ঈমান রদ্দে তাকভীয়াতুল ঈমান
কৃতঃ মাওলানা নকী আলী খান বেরলভী (রহঃ)
ঃ তাকদীসুল মুরসালীন আন তাওহীনিল ওহাবীয়ীন,
কৃতঃ মাওলানা সৈয়্যদ দিদার আলী শাহ্ আল ওয়ারী
ঃ তানযীহুল ফুয়াদ আন সুউয়ীল ইতিক্বাদ,
কৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ আদিল কানপুরী
ঃ জা-আলহক্ব, কৃতঃ আল্লামা মুফ্তী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী
ঃ আল হক্কুল মুবীন, কৃতঃ আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমী (রহঃ)
ঃ খুন কী আঁসু, কৃতঃ আল্লামা মুস্তাক আহমদ নেযামী (রহঃ)
ঃ দেওবন্দী হাক্বায়েক্ব, কৃতঃ মাওলানা হাজী মুহাম্মদ সাদেক
ঃ যালযালা, কৃতঃ আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
ঃ লাতায়েফে দেউবন্দ,
কৃতঃ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাশেমী মিয়া
ঃ নজদী তাহরীক, কৃতঃ মুফতী আবদুল মান্নান আজমী
ঃ ওহাবী মজহাব, কৃতঃ মাওলানা জিয়াউল্লাহ কাদেরী, লাহোর
ঃ ওহাবী মজহাব কী হাক্বীক্বত,
কৃতঃ মাওলানা জিয়াউল্লাহ কাদেরী

ওহাবী-নজদী, দেওবন্দী সহ প্রত্যেক শ্রেণীর বাতিলপন্থীদের বাতুলতা উন্মোচনে তাদের কুফরী ও ধর্মনাশা আক্বীদা সম্পর্কে সরলপ্রাণ মুসলমানকে সজাগ ও সতর্ক করার জন্য যুগে যুগে রচিত হয়েছে অসংখ্য কিতাবাদি, সব কিতাবের নাম উল্লেখ করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র্য পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন হবে।

আমি আব্দুল ওহাব নজদী, ইবনে তাইমিয়া সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভীর সমর্থক ও অনুসারী ওহাবী দেওবন্দী খারেজী নজদীদের প্রতি উপরোক্ত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে

গবেষণা করার অনুরোধ করছি। কেবলমাত্র আ'লা হযরত (রহঃ) কি তাদের কে কুফরী ফতোয়া দিয়েছেন? নাকি যুগে যুগে অসংখ্য হক্কানী মুজতাহিদ ইমাম ও উলামায়ে কেরামগণ, সকলেই একই দায়িত্ব পালন করেছেন। বিষয়টি গবেষণা ও অনুসন্ধান করলে বেরিয়ে আসবে। লেখকের বর্ণনা মতে উল্লেখিত সকল উলামারাই কি ঈমান রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে ভূমিকা পালন করে, অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন? চিন্তা করুন তিনি দাবী করেন যে, আ'লা হযরত (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা লিখিত কিতাবাদি থেকেও আলেমগণ শিরক ও কুফরী মূলক বাক্য উদঘাটন করেছেন- "তাদের এ লেখাও নিতান্ত সত্যের অপলাপ ও ভিত্তিহীন। আ'লা হযরত (রহঃ) রচিত কোন কিতাবাদি থেকে কোন শির্ক ও কুফরী বাক্য পাওয়া গেছে মর্মে তারা কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি। তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের কিতাবাদিতেও এ ধরনের কোন উক্তি প্রকশিত হতে পারেনা। তবে সঠিক অর্থের পরিবর্তে অপব্যাখ্যা ও বিকৃত অর্থ গ্রহণ ও উপস্থাপনে সিদ্ধহস্তরা অপব্যাখ্যার সুযোগে কুফরী মূলক বাক্য উদঘাটন করা অমূলক নয়। কোরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা পেশ করতে যারা পিছ পা হয় না, তাদের পক্ষে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রচনাবলীর অপব্যাখ্যা বা কুফরীর গন্ধ খুঁজে সমালোচনার সৃষ্টি করা অসম্ভব কিছু নয়।

আল বাইয়্যিনাত, নামক গালিনামায় মিথ্যা বানোয়াট ভিত্তিহীন অভিযোগ পরম্পরায় আরো লিখেছে-

"আহমদ রেজা খান সাহেব কোন যোগ্যতাধারী ব্যক্তিত্ব যে উনি হযরত সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রঃ)কে'না হক্ব বলতে পারেন? আর আহমদ রেযা খান সাহেব কাউকে হক্ব বললেই তিনি হক্ব আর না হক্ব বললেই না হক্ব সেটা কুরআন - সুন্নাহর কোথায় আছে? উপরন্ত আরো প্রশ্ন যে, আহমদ রেজা খান সাহেব নিজেই যে হক্ব তারই বা দলীল কুরআন সুন্নাহর কোথায় আছে?

খন্ডনঃ তথাকথিত আল্লামা নামধারী কর্তৃক সম্পাদিত উক্ত পত্রিকায় আলা হযরত (রহঃ) এর যোগ্যতাকে অস্বীকার করা ও আপত্তিকর মন্তব্য করা তার অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের পরিচায়ক। বিশ্বের জ্ঞানী গুনী পন্ডিত গবেষক, দার্শনিক, ওলামা মাশায়েখ হযরাতে কেরাম আপন পর সকলেই এক বাক্যে যার জ্ঞান গবেষণা সাধনা, প্রজ্ঞা, পান্ডিত্য, যোগ্যতা ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী দ্বীনি খেদমতের স্বীকৃতি দিয়েছেন, কলম সম্রাট, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, যুগের আবু হানিফা ইত্যাদি সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেছেন যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ইসলামের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে ১০৫টির অধিক বিষয়ে দেড় সহস্রাধিক গ্রন্থাবলী রচনা করে ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ, তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উথাপন করা তাঁর অনন্য অসাধারণ ব্যক্তিত্বের

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনের নামান্তর। আল্লামা নামধারী জ্ঞান পাপী আলবাইয়্যিনাত ওয়ালারা আ'লা হযরতের ইলমী যোগ্যতাকে স্বীকার না করলেও কিছু আসে যায় না, দলমত নির্বিশেষে আপন-পর শত্রু মিত্র অনেকেই আক্বিদাগত মতদ্বৈততা সত্ত্বেও আ'লা হযরতের প্রতিভার স্বীকৃতি দানে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান অভিমত প্রদান করেছেন। সে সব অভিমতের ধারাবাহিক বর্ণনা উপস্থাপন করতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে, আমি শুধু পাঠক সমাজের জ্ঞাতার্থে বিভ্রান্তির অপনোদনে, যে সব জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ আ'লা হযরতের দ্বীনি খেদমতের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন উদ্ধৃতিসহ তাদের যৎকঞ্চিৎ নাম আলোকপাত করবো, এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী প্রণীত "ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলম ওয়াদানেস্কী নযরমে" উর্দু ভাষায় লিখিত কিতাবটি ও আমার লিখিত আ'লা হযরত এক অসাধারণ মনিষা গ্রন্থটি দেখুন।

আ'লা হযরত (রহঃ)'র যোগ্যতা ও দ্বীনি খিদমতের স্বীকৃতি দিয়েছেন যারা

শেখ মুহাম্মদ মুখতার বিন আতারেদ আলজাদী, মসজিদে হেরম সূত্রঃ আলা হযরত কি শখছিয়ত কি বয়ান কৃতঃ আল্লামা আবু দাউদ মুহাম্মদ ছাদেক

* শেখ আহমদ আবুল খায়ের বিন আবদুল্লাহ মিরদাদ, খতীব মসজিদে হেরম সূত্রঃ প্রাগুক্ত
* আল্লামা ডঃ ইকবাল (রহঃ) সূত্রঃ মাক্কালাতে ইয়াওমে রেযা ৩য় খন্ড
* রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকৃত আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রহঃ) শেতালু শরীফ ছিরিকোট পাকিস্তান, সূত্রঃ ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলম ওয়া দানিস্কী নযরমে পৃঃ ১২১ পয়গামাতে ইওমে রেযা পৃঃ ৩১
* ডঃ স্যার জিয়া উদ্দীন, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, সূত্রঃ প্রাগুপ্ত পৃঃ ৮১
* রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকৃত আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ ছাহেব (মা.জি.আ.) ও রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকৃত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ছাবের শাহ্ ছাহেব (মা.জি.আ.) শেতালু শরীফ, ছিরিকোট পাকিস্তান, সূত্রঃ আলা হযরত কনফারেন্স স্মরণিকা -২০০০ পৃঃ ৭
* আল্লামা আলা উদ্দীন সিদ্দিকী, চেয়ারম্যান ইসলামী মোশওয়ারা কাউন্সিল, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর করাচি ইউনির্ভার্সিটি সূত্রঃ মাকালাতে ইওমে রেযা পৃঃ ১৭
* ডঃ ইশতিয়াক হোসাইন কোরাইশী সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, করাচী ইউনির্ভাসিটি,

সূত্রঃ খয়াবানে রেযা লাহোর পৃঃ ৪৩

* ডঃ জমিল জালভী, ভাইস চ্যান্সেলর, করাচী ইউনির্ভার্সিটি সূত্রঃ মাআরেফে রেযা পৃঃ ৪৭
* শেখ ইমতিয়াজ আলী ভাইস চ্যান্সেলর, পাঞ্জাব ইউনির্ভার্সিটি লাহোর, সূত্রঃ খায়াবানে রেযা লাহোর পৃঃ ৪৪
* প্রফেসর কাররার হোসাইন, ভাইস চ্যান্সেলর, বেলুচিস্তান ইউনির্ভার্সিটি, ভাওয়ালপুর সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৫
* প্রফেসর মুখতার উদ্দিন আহমদ ডীন আর্টস ফ্যাকাল্টি মুসলিম ইউনির্ভার্সিটি আলীগড়, সূত্রঃ আল মিজান ইমাম আহমদ রেযা সংখ্যা পৃঃ ৩৩৫
* সৈয়দ আওসাফ আলী- হামদর্দ ইউনিভার্সিটি, নিউদিল্লী, সূত্রঃ আল মিজান, ইমাম আহমদ রেযা সংখ্যা বোম্বাই পৃঃ ২০
* প্রফেসর আসগর ছাওদায়ী, প্রিন্সিপাল, ইকবাল কলেজ শিয়ালা কোট, সূত্রঃ পয়গামাতে রেজা পৃঃ ৪৩
* প্রফেসর আল্লামা ডঃ তাহের আল ক্বাদেরী ডাইরেক্টর, এদারায়ে মিনহাজুল ক্বোরআন লাহোর পাকিস্তান। সূত্রঃ মাওলানা আহমদ রেযা কা ইলমী নযম, পৃঃ ১৫
* ডঃ জহুর আহমদ আজহার চেয়ারম্যান আরবী বিভাগ, পাঞ্জাব ইউনির্ভার্সিটি লাহোর সূত্রঃ মাসিক হেজাজ জদীদ নভেম্বর -১৯৯১
* বিচারপতি কদির উদ্দীন আহমদ সাবেক গভর্ণর সিন্ধু প্রদেশ, সূত্রঃ ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলম ওয়া দানিস্কী নযরমে পৃঃ ১০৩
* ডঃ হাবিবুর রহমান লুধিয়ানভী, পিএইচ ডি গবেষক, আল আযহার ইউনিভার্সিটি মিশর, সূত্রঃ তাযকিরা-এ-আক্বাবিরে আহলে সুন্নাত কৃতঃ আল্লামা আবদুল হাকিম শরফ ক্বাদেরী প্রকাশ-১৯৭৬
* ডঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ সাবেক চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ পাকিস্তান। সূত্রঃ পয়গামাতে ইওমে রেযা পৃঃ ৩৫
* ডঃ আবদুল লাই সিদ্দীকি, সূত্রঃ খয়াবানে রেযা পৃঃ ৪৪
* প্রফেসর মুহাম্মদ তাহের ফারুকী, চেয়ারম্যান উর্দু বিভাগ, পেশওয়ার ইউনিভার্সিটি প্রাগুক্ত।
* প্রফেসর সেলিম চিশতি, সূত্রঃ নেদায়ে হক্ব পৃঃ ৩১
* ডঃ এবাদত বেরলভী সূত্র প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪
* ডঃ গোলাম মোস্তফা খান, প্রধান উর্দু বিভাগ, সিন্ধু ইউনিভার্সিটি,

pdf By Syed Mostafa Sakib

* সৈয়দ আওসাফ আলী হামদর্দ ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লী ভারত, সূত্রঃ আল মিজান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃঃ ২০
* প্রফেসর আজিজ আহমদ, হাল ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ড সূত্রঃ ফাযেলে বেরলভী ওলামায়ে হোযায কি নযরমে পৃঃ ২০৬
* ডঃ খলিলুর রহমান আজমী, চেয়ারম্যান উর্দু বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়, সূত্রঃ ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলম ওয়া দানিস্কী নযরমে পৃঃ ৯৩
* ডঃ হামিদ আলী খান, আরবী বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়, সূত্রঃ আল মিজান, পৃঃ ৪৪৭
* প্রফেসর আসগর, প্রিন্সিপাল ইকবাল কলেজ শিয়ালকোট, সূত্রঃ পায়গামাতে ইওমে রেজা পৃঃ ৪৩
* মুহাম্মদ সাঈদ নুরী, সেক্রেটারী জেনারেল, রেযা একাডেমী বোম্বাই, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪
* ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা আল ক্বাদেরী (রহঃ) সূত্রঃ দিওয়ানে আজীজ পৃঃ ৩৬, ৩৭
* ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী সূত্রঃ আ'লা হযরত কনফারেন্স স্মরণিকা ৯৯
* ডঃ সৈয়দ নবীর হাসনাইন সিব্বী, সূত্রঃ ফাযেলে বেরলভী আওর তরকে মোয়ালাত পৃঃ ১১৮
* ডঃ আবদুল ওয়াহিদ, লন্ডন, সূত্রঃ উর্দু ইনসাইক্লোপিডিয়া লাহোর পাকিস্তান, পৃঃ ১৮৬
* ওয়াসিম সজ্জাদ, চেয়ারম্যান, সিনেট হুকুমতে পাকিস্তান, সূত্রঃ মাআরেফে রেজা করাচী পৃঃ ১৩-১৯৯০
* ডঃ মুহাম্মদ ফারুক আবদুস সাত্তার সিটি মেয়র, করাচী, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮-১৯৮৯ সন
* প্রফেসর করম হোসাইন, এ ফারায়ে তাহকিকাত-এ-ইসলামী ইসলামাবাদ পাকিস্তান সূত্র মাআরেফে রেজা পৃঃ ৬৭
* আল্লামা সৈয়দ হামেদ সাঈদ কাযেমী প্রেসিডেন্ট, জমিয়তে উলামা পাঞ্জাব পাকিস্তান সূত্রঃ আ'লা হযরত কনফারেন্স স্মরণিকা - ২০০০ প্রকাশনায়ঃ আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন পৃঃ ২৯
* আল্লামা সৈয়দ শাহ তুরাবুল হক ক্বাদেরী প্রেসিডেন্ট, জমাতে আহলে সুন্নাত করাচী, পাকিস্তান সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০

* আল্লামা ডঃ কাউকাব নূরানী উকাড়বী, চেয়ারম্যান, গুলজারে হাবীব ট্রাস্ট, করাচী পাকিস্তান সূত্রঃ প্রাগুক্তঃ ৩১
* হাজী মুহাম্মদ হানিফ তৈয়ব, সেক্রেটারী জেনারেল, জমিয়তে উলামা পাকিস্তান, সাবেক পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী পাকিস্তান, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২
* আল্লামা আবদুল ওয়াহিদ রব্বানী প্রিন্সিপাল, দারুল উলুম রব্বানীয়া, মুলতান পাকিস্তান সূত্র প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩
* পীরে তরীক্বত, আলহাজ্ব আবদুল বারী শাহ ছাহেব (ম.জি.আ.) সূত্রঃ গ্রাগুক্ত
* অধ্যক্ষ আল্লামা আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন আল ক্বাদেরী, খতিব, জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ চট্টগ্রাম। সূত্রঃ প্রাগুক্ত ১১
* অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এমএ জলিল, মহাসচিব আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১১
* আল্লামা কাজী মুফতি আমিনুল ইসলাম হাশেমী, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১২
* অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আল্লামা আজিজুল হক আলক্বাদেরী, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১২
* শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩
* ডঃ মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১২
* ডঃ আ,ন,ম, মুনির আহমদ চৌধুরী অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩
* অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস সিকদার, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৯
* আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সিনিয়র সহসভাপতি আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ১৭
* আলহাজ্ব এম এ ওহাব আলক্বাদেরী, চেয়ারম্যান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া সূত্র প্রাগুক্ত -১৭
* আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সেক্রেটারী জেনারেল আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪
* আল্লামা আলহাজ্ব মুফতি মোহাম্মদ ইদ্রিস রেজভী, সূত্রঃ আলা হযরত কনফারেন্স স্মরণিকা - ২০০০ প্রকাশনায় আলা হযরত ফাউন্ডেশন পৃঃ ৯৫
* আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান সূত্রঃ প্রাগুক্ত
* শায়খুল হাদিস আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী সূত্র প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৬
* আল্লামা কাজী মুফতি মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ সূত্রঃ প্রাগুক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

* শায়খুল হাদিস অধ্যক্ষ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন (ম.জি.) ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা চট্টগ্রাম সূত্রঃ কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান কৃতঃ আ'লা হযরত (রহঃ) বঙ্গানুবাদ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ১ম প্রকাশ ১৯৯৫ অভিমতঃ পৃঃ ৫ প্রাগুক্ত পৃঃ ১০
* অধ্যক্ষ আল্লামা আলহাজ্ব মুফতি মুযাফ্ফর আহমদ (রহঃ) সূত্রঃ মুহাম্মদ প্রাগুক্ত পৃঃ ৬
* ডঃ আ,ন,ম, রইস উদ্দীন, অধ্যাপক ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৭
* এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, লেকচারার আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৮
* অধ্যক্ষ মাওলানা শেখ আবদুল করিম সিরাজ নগরী মৌলভী বাজার সিলেট
* অধ্যক্ষ মুফতি মাওলানা আবদুল করিম নঈমী, ফরিদপুর,
* মাওলানা মুহাম্মদ ছগীর ওসমানী, আলহাজ্ব মাওলানা মোশকাত আহমদ রিজভী সূত্রঃ আ'লা হযরত কনফারেন্স স্মরণিকা-২০০০ পৃঃ ২৭
* মাওলানা হাফেজ আবদুস সাত্তার অধ্যক্ষ মাওলানা ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব
* মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ সোলাইমান আনসারী সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৭
* পীরে তরীকৃত আলহাজ্ব বেলায়েত হোসেন আলক্বাদেরী সূত্র প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫
* স,উ,ম, আবদুস সামাদ, গবেষক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সূত্র প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮
* হযরত মাওলানা জয়নুল আবেদীন জুবাইর, সদস্য সচিব, ইসলামী ফ্রন্ট, সূত্রঃ প্রাগুক্ত ২৬
* অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল আলম খান-
* অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮

আ'লা হযরতের যোগ্যতা ও পান্ডিত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনন্য প্রসিদ্ধির অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা আজ সর্বত্র সমাদৃত। তাঁর জ্ঞান ও পূর্ণতা আজ কেবল সুন্নী মতাদর্শী সুধীজনের নিকট স্বীকৃত নয়। বরং যারা তাঁর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে তাদের নিকট ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা তাঁর ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রযোজ্য

ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ-وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

অর্থঃ এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান দান করেন, এবং আল্লাহ্ বড় অনুগ্রহশীল।

সূত্রঃ সুরা জুম'আহ্ পারা-২৮ আয়াত-৪, রুকু-১

নিম্নে সেসব ব্যক্তিগণের প্রামান্য উদ্ধৃতি বর্ণনার প্রয়াস পাব যারা তাঁর প্রতি আক্বিদাগত বৈরীভাব পোষণ সত্বেও তার দ্বীনি খেদমত ও ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করেননি বরং বিভিন্নভাবে তাঁকে সম্মানিত করেছেন এ ক্ষেত্রে দেওবন্দী ওলামাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দেওবন্দী ওলামাদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরত

*** মাওলানা আশরাফ আলী থানবীঃ**

আমার অন্তরে আহমদ রেযার প্রতি অসীম সম্মান রয়েছে, তিনি আমাদেরকে কাফির বলেন, কিন্তু ইশ্‌কে রসুলের ভিত্তিতেই বলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে তো বলেন না, সূত্রঃ সাটান লাহোর (২৯ এপ্রিল ১৯৬২) মাআরিফে রেযা -১৯৯১-সন পৃঃ ২৫০)

*** মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ হাসান ছাহেবঃ**

মুহাম্মদ বাহাউল হক কাসেমী বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ হাসান ছাহেব (খলিফায়ে আজম আশরাফ আলী থানবী) আমাকে বার বার বলেছেন যে, হযরত থানবী ছাহেব বলতেন যে, মৌলভী আহমদ রেযা খান ছাহেব বেরলভীর পিছনে নামাজ পড়ার যদি আমার সুযোগ হতো পড়ে নিতাম, সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫১।

*** মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফিঃ**

মাওলানা কাউসার নিয়াজী বলেন, মুফতিয়ে আজম পাকিস্তান, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফি দেওবন্দী হতে আমি একটি ঘটনা শুনেছি যে, তিনি বলেন, যখন হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব ওফাত করলেন, কেউ এসে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীকে সংবাদ দিলেন, মাওলানা অনিচ্ছায় হাত উঠালেন দোয়া করতেছেন উপস্থিত লোকদের কেউ জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তো গোটা জীবন, আপনাকে কাফির বলেছেন আপনি তাঁর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতেছেন! তিনি বলেন, মাওলানা আহমদ রেযা খান আমাদেরকে কুফরী ফতওয়া এ জন্যে দিচ্ছেন যে, তাঁর বিশ্বাস ছিলো আমরা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শানে গোস্তাখী করেছি, তিনি নিশ্চিৎ জেনেও আমাদেরকে কুফরী ফতোয়া না দিলে তিনি নিজে কাফির হয়ে যেতেন। সূত্র প্রাগুক্তঃ পৃঃ ২৫১

*** মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ কেফায়ত উল্লাহ দেহলভীঃ**

এতে কোন কথা নেই যে, মাওলানা আহমদ রেজার জ্ঞান অনেক প্রশস্ত ও গভীর ছিলো। সূত্রঃ সাপ্তাহিক হুজুম, নয়াদিল্লী ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৮ পৃঃ ৬

*** মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্দলভীঃ**

মাওলানা কাউসার নিয়াজী বলেন, আমি সহীহ বোখারী শরীফের পাঠ, প্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলেম শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্দলভী (মরহুম) এর নিকট গ্রহণ করেছি কোন কোন সময় আ'লা হযরতের আলোচনা হতো। তিনি বলতেন, আ'লা হযরত এর ক্ষমা তো তাঁর ফতোয়ার কারণেই হয়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, ওহে আহমদ রেযা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর প্রতি তোমার এত অধিক মহব্বত ছিলো এতো বড় বড় আলেমদেরকেও তুমি ক্ষমা করনি, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৯

* মাওলানা এজাজ আলী দেওবন্দীঃ

যেমন আপনারা অবগত আছেন যে, আমরা দেওবন্দী। বেরলভী ইলম ও আক্বায়েদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, এতদসত্বেও এ অধম একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বর্তমান যুগে যদি কোন মুহাক্কিক আলেমেদ্বীন থাকে তিনি হলেন আহমদ রেজা খান বেরলভী। সূত্রঃ রেসালা আন নূর- থানাবুন পৃঃ ৪০ শাওয়াল ১৩৪২ হিজরী।

* মাওলানা শব্বির আহমদ ওসমানীঃ

মাওলানা আহমদ রেযা খানকে কুফরীর অপরাধে মন্দ বলা নিতান্দ মন্দ কাজ। কেননা তিনি অনেক বড় আলেম এবং উচু মানের গবেষক, মাওলানা আহমদ রেযার ওফাত ইসলামী বিশ্বের এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা। সূত্রঃ রেসালা হাদী দেওবন্দ পৃঃ ২০ জিলহজ্ব ১৩৬৯ হিঃ মাআরিফে রেযা পৃঃ ২৫২

* মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীঃ

যখন আমি তিরমিযী শরীফ এবং অন্যান্য হাদিসের কিতাগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখতেছিলাম তখন প্রয়োজনে হাদিসগুলোর টিকা টিপ্পনী দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আমি শিয়া হযরাত ও আহলে হাদিস এবং দেওবন্দী হযরতগণের কিতাবগুলো দেখলাম, কিন্তু পরিতৃপ্ত হলাম না। অবশেষে এক বন্ধুর পরামর্শে মাওলানা আহমদ রেযা বেরলভীর কিতাবগুলো দেখলাম, এতে আমি সন্তুষ্ট হলাম, আমি খুব ভালভাবে হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো চমৎকারভাবে লিখতেছিলাম, বাস্তবিকই বেরলভী হযরতগণের শীর্ষ আলেম, মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেবের লেখনীগুলো অত্যন্ত মজবুত, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেব একজন উচুমানের আলেমেদ্বীন ও ফকীহ। সূত্রঃ রেসালায়ে দেওবন্দ, পৃঃ ২১ জমাদিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

* মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভীঃ

এ অধীন, মাওলানা আহমদ রেযা খান এর কয়েকটি কিতাব দেখেছি, তা দেখে আমি হতভম্ভ হলাম। বাস্তবিকই মাওলানা বেরলভী ছাহেব (মরহুম) সম্পর্কে গতকাল পর্যন্ত একথা শুনে আসছিলাম যে, তিনি শুধু বিদআতীদের মুখপত্র এবং শুধু কয়েকটি শাখা মাসআলায় তাঁর অবদান সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখনই জানতে পারলাম, তা কখনো নয়, তিনি বিদয়াতীদের প্রতিনিধি নহেন বরং তিনি ইসলামী জগতের একজন স্কলার এবং কর্মের রাজা হিসেবেই দৃষ্টি গোছর হয়। যেমনিভাবে মাওলানা মরহুমের লেখনীগুলোতে গভীরতা

পাওয়া যায় তেমনি গভীরতা আমার সম্মানিত ওস্তাদ জনাব মাওলানা শিবলী ছাহেব এবং হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) ও হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব দেওবন্দী এবং হযরত মাওলানা শায়খুত তাফসীর আল্লামা শব্বির আহমদ ওসমানী এর কিতাবগুলোর মধ্যেও নেই। সূত্রঃ মাসিক নদওয়া আগষ্ট ১৯১৩ খৃঃ পৃঃ ১৭ মাআরেফে রেজা পৃঃ ২৫৩

* মাওলানা মুহাম্মদ শিবলী নোমানীঃ

মৌলভী আহমদ রেযা খান ছাহেব যিনি স্বীয় আক্বায়েদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন কিন্তু এতদসত্বেও তাঁর ইলমী বৃক্ষ এতটুকু সুউচ্চ ছিল যে, বর্তমান যুগের সকল আলেমেদ্বীন সে মৌলভী আহমদ রেযার সামনে কোন বিশেষত্ব রাখেনা এ অধীন ও তাঁর কয়েকটি কিতাব দেখেছি, যার মধ্যে "আহকামে শরীয়ত" ও অন্যান্য কিতাবাদিও দেখেছি। সূত্রঃ রেসালা আন্‌নদওয়া, অক্টোবর ১৯১৪ পৃঃ ১৭

* মাওলানা মুবতুজা হাসন দরবাঙ্গীঃ

যদি খান ছাহেব (আলা হযরত) এর মতে কতেক ওলামায়ে দেওবন্দ বাস্তবিকই এরূপ হয় যেরূপ তিনি ওদেরকে মনে করেছেন, তাহলে দেওবন্দী ওলামাদেরকে কুফরী ফতোয়া দেয়া তাঁর উপর ফরজ ছিলো, যদি তিনি ওদেরকে কাফির না বলতেন, তিনি নিজে কাফির হয়ে যেতেন। সূত্র প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭

* মাওলানা আবুল কালাম আজাদঃ

মাওলানা আহমদ রেযা খান একজন সত্যিকার আশেকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বিদায় নিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নবুয়তের মানহানির অপবাদ কল্পনাতীত। সূত্রঃ তাহকীকাত কৃতঃ মুফতি শরিফুল হক আমজাদী, মাকতাবা আলহাবীব মসজিদে আজম এলাহাবাদ পৃঃ ১৭

* শাহ মঈন উদ্দীন নদভীঃ

মাওলানা আহমদ রেজা খান (মরহুম) ছাহেব, জ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত লেখকদের অন্যতম। দ্বীনি উলুম বিশেষতঃ ইলমে, ফিক্‌হ ও হাদিস শাস্ত্রে তীক্ষ্ণ গভীরতা ছিলো। মাওলানা যখনই গভীর গবেষণার সাথে ওলামাদের জিজ্ঞাসার উত্তর লিখতেন তখন তাঁর জ্ঞানের পূর্ণতা দুরদর্শিতা কুরআনী চিন্তাধারা মেধা ও প্রজ্ঞার অনুমান করা হতো। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ গবেষণাধর্মী ফতোয়া শত্রু মিত্র সকলের নিকট অধ্যয়নের উপযোগী। মাসিক মাআরিফ আজমগড়, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

* জনাব গোলাম রসুল মেহেরঃ

সতর্কতা সত্বেও নাত্বকে পূর্ণতায় পৌঁছানো বাস্তবিকই আ'লা হযরতের পূর্ণতা। সূত্রঃ ১৮৫৭ কি মুজাহিদ পৃঃ ২১১

pdf By Syed Mostafa Sakib

* মাওলানা আতা উল্লাহ শাহ বোখারীঃ

খতমে নবুয়ত আন্দোলনের লক্ষ্যে পাকিস্তান মুলতান কাসেম বাগ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বোখারী প্রদত্ত এক ভাষনে বলেন-

ভাইয়েরা! মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব ক্বাদেরী এর স্বভাব ইশ্‌কে রসুলে সুরভিত ছিলো, তিনি এতো বেশী কঠোর ছিলেন, বিন্দুমাত্র খোদা দ্রোহীতা ও নবীদ্রোহীতা বরদাশত করতেন না। যখনই তিনি আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দের কিতাবাদি দেখলেন তখন তাঁর দৃষ্টিতে দেওবন্দ ওলামাদের এমন অনেক উদ্ধৃতি নজরে পড়েছে যা থেকে নবীর প্রতি বেয়াদবীর গন্ধ এসেছে। তাই তিনি নিতান্ত ইশ্‌কে রসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)এর ভিত্তিতেই দেওবন্দ ওলামাদের কাফির বলেছেন। এতে তিনি নিশ্চিত সত্যের পক্ষে। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুক। আপনারাও সকলে এক সাথে বলুন মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) উপস্থিত জনতাকে তিনি কয়েকবার (রাহমুতাল্লাহি আলায়হি) দোয়া পাঠ করিয়েছেন।

সূত্রঃ প্রগুক্ত মাআরিফে রেযা - পৃঃ ২৫৬

* মাওলানা হোসাইন আলী বাচরভীঃ

মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী বর্ণনা করেন, হযরত মাওরানা হোসাইন আলী বাচরভী মৌলভী গোলাম উল্লাহ খান এর ওস্তাদ রাওয়ালপিন্ডি পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব বেরলভী লেখাপড়ায় বিদ্যান ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। সূত্রঃ মাহনামা, আলফুরকান, লক্ষ্ণৌ আগষ্ট, ডিসেম্বর ১৯৮৭ সন পৃঃ৭৩

* মুহাম্মদ বাহাউল হক কাসেমীঃ

নিকট অতীতের প্রসিদ্ধ মনিষীদের মধ্যে জনাব মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেব (রহঃ) বেরলভী যদিও কতেক লোকদের কুফরী ফতোয়া দেয়ার কারণে তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দৃঢ় চেতা প্রত্যয়ে ফিক্‌হী মানদন্ড প্রতিষ্ঠা রাখতে পারেননি, তবুও তিনি মৌলিক দৃষ্টিকোণে কুফরীর মানদন্ড নির্ধারণে ফোকহায়ে উম্মতের সমকক্ষ ছিলেন। সূত্রঃ মুহাম্মদ বাহাউল হক কাসেমী কৃতঃ উসওয়ায়ে আকাবির লাহোর ১৯৬২ পৃঃ ২০

* মাওলানা খলিলুর রহমান সাহারান পুরীঃ

১৩০৩ হিজরী সনে মাদরাসাতুল হাদিস, পিলীভেত এর ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে সাহারানপুর লাহোর, কানপুর, জৌনপুর, রামপুর, বদায়ুন এর ওলামাদের উপস্থিতিতে মুহাদ্দিস সুরতীর ইচ্ছানুসারে আ'লা হযরত ইলমে হাদিস বিষয়ে উপর্যপরি তিনঘন্টা পর্যন্ত তত্ত্ব নির্ভর প্রামান্য তকরীর করেন। জলসায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম তাঁর তকরীর হতবাক হয়ে শুনেছেন এবং তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন।

মাওলানা খলিলুর রহমান বিন মাওলানা আহমদ আলী সাহারান পুরী তকরীর শেষে, হঠাৎ উঠে আ'লা হযরতের হস্তদ্বয় চুম্বন করলেন এবং বললেন-এ সময় যদি সম্মানিত পিতা থাকতেন তিনিও প্রাণভরে সম্মান জানাতেন। এটা তাঁর পাওনা ও ছিল মুহাদ্দিস সুরতী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী মনগিরী ও এটা সমর্থন করেছেন।

সূত্রঃ মাকালা-কৃত মাওলানা মাহমুদ আহমদ ক্বাদেরী প্রণীত তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত, মাহনামা আশরাফিয়া মুবারকপুর

* হাকিম আবদুল হাই রায় বেরেলীঃ

জন্ম ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিঃ বেরেলী, স্বীয় পিতার নিকট জ্ঞানার্জন, এক যুগ ধরে তাঁর সান্নিধ্য লাভে ইলমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন, অসংখ্য বিষয় বিশেষতঃ ফিক্‌হ ও উসুল শাস্ত্রে সমসাময়িকদের উপর অগ্রগামিতা। পাঠার্জনের সমাপ্তি ১২৮৬। সূত্রঃ নুযহাতুল খাওয়াতির ৮ম খণ্ড দায়িরায়ে মাআরিফে আলউসমানিয়া হায়দ্রাবাদ-১৯২০

* মাওলানা আবদুল বাকী ছাহেবঃ

বেলুচিস্তান প্রদেশের এক প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম, মাওলানা আবদুল বাকী ছাহেব প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মসউদ আহমদ ছাহেব বরাবর প্রেরিত এক পত্রে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন-বাস্তবিকপক্ষে আ'লা হযরত মুফতি ছাহেব কেবলা উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। কিন্তু কতিপয় নিন্দুকরা তাঁর বিশুদ্ধ প্রকৃত ও অসীম জ্ঞান সমুদ্র সম্বন্ধে বিস্মিত হয়ে তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বিস্তার করেছে। তাঁর সম্পর্কে অনবগত লোকেরা তা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে এবং একজন মুজাহিদ আলেমেদ্বীন মুজাদ্দিদ সম্পর্কে বেয়াদবী প্রদর্শনে লিপ্ত হয়। অথচ ইলমের দৃষ্টিকোণে ওরা এসব বুজুর্গদের একদশমাংশ ও নয়। সূত্রঃ প্রফেসর ডঃ মসউদ আহমদ ফাযেলে বেরলভী ওলামায়ে হেজাজ কি নযরমে।

* মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীঃ

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, পরিচালক নদয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ প্রশংসা ও নিন্দা সূচক অনেক বাক্য লিখেছেন নিম্নে যে সব উদ্ধৃতি আ'লা হযরতের মর্যাদা ও উচ্চতার প্রমান বহন করে তা অনুবাদ করা হলো।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন, ১২৮৬ হিজরীতে নিজ পিতার সাথে হজ্বে গমন করেন। অতঃপর ১২৯৫ হিজরীতে দ্বিতীয়বার সফর করেন। এ সফরে সৈয়দ আহমদ যিনী দাহলান শাফেঈ মক্কী, শায়খ আবদুর রহমান ছেরাজী মুফতি হানফীয়া মক্কা মোকাররমা, শায়খ হোসাইন বিন ছালেহ জামালুল লায়ল থেকে হাদিসের সনদ লাভ করেন। এরপর ভারত বর্ষে আসেন, দীর্ঘযুগ ধরে রচনা গবেষণা ও পাঠদানের খেদমত আ াম দেন। কয়েকবার হারামাঈন শরীফাইন সফর করেন, আরবের ওলামাদের সাথে কতিপয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিক্‌হী ও তর্ক শাস্ত্রে মতবিনিময় করেন। হারামাঈন শরীফাইনে অবস্থানকালে তিনি কিছু রেসালা লিখেন। ওলামায়ে হারামাইনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেন, ওনারা তাঁর আলোকিত জ্ঞান ফিক্‌হী প্রজ্ঞা ও বিরোধপূর্ন মাসয়ালায় তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, জ্ঞানের গভীরতা লিখনীর দ্রুততা ও স্মৃতি শক্তির তীব্রতা দেখে হতবাক হন। তিনি হিন্দুস্থানে ফিরে এসে ফতোয়া দানের গুরুভার বহন করেন। বিরুদ্ধবাদীদের খন্ডনে অনেক কাজ করেছেন। তিনি সৈয়দ আলে রসুল মারহারভীর নিকট বায়আত ও খেলাফত গ্রহণ করেন, তিনি তাজিমী সিজদা হারাম জানতেন।

এ বিষয়ে তিনি "আয্‌যুবদাতুয যাকীয়া লেতাহরীমে সুজুদীত তাহিয়্যাহ, রচনা করেন এ কিতাব তাঁর জ্ঞানের পূর্ণতা ও দলিল গ্রহণের দক্ষতার প্রমাণ স্বরূপ। তিনি অধিক অধ্যাবসায়ী" গভীর বুৎপত্তি সম্পন্ন আলেম ছিলেন। রচনা ও সংকলনে পূর্ণ চিন্তাধারার অধিকারী। তাঁর রচনাবলী ও পুস্তকাদি এর সংখ্যা তাঁর কতেক জীবনী রচয়িতাদের মতে পাঁচশত। তাঁর সবচেয়ে বড় কিতাব "ফতোয়ায়ে রিজভীয়াহ" কয়েকখন্ডে বিন্যস্ত। ফিক্‌হে হানাফী ও এতদসম্পর্কিত খুটিনাটি বিষয়াদি অবগতির দৃষ্টিকোণে সেই যুগে তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল।

তাঁর ফতোয়া এবং "কিফলুল ফকিহীল ফাহিম ফি আহকামি কিরতাসিদ দারাহীম" (১৩২৩ হিঃ মক্কা মোকাররমা) এর ন্যায়বান স্বাক্ষী। গণিত শাস্ত্র, হায়াত, নুযুম, তাওকীত, রমল, যফর বিষয়ে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। তিনি বহু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

সূত্রঃ নুযহাতুল খাওয়াতির ৮ম খন্ড, পৃঃ ৪১ প্রকাশ "দায়িরাহ"-ই আল মাআরিফ আলউসমানিয়া হায়দ্রাবাদ-১৯৭০

সূত্রঃ মা'রেফে রেযা ১৯৯১ সন ইন্টারন্যাশনাল এডিশন।

<u>* মাওলানা মাহেরুল কাদেরীঃ</u>

মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী (মরহুম) দ্বীনি শাস্ত্রে পূর্ণতার আধিকারী ছিলেন, দ্বীনি প্রজ্ঞা ও মর্যাদার পাশাপাশি অনলবর্ষী কবিও ছিলেন।

সূত্রঃ মাহনামা, ফারান করাচী, মার্চ - ১৯৭৬

<u>* মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ ছাহেবঃ</u>

(তাবলীগি জামাতের প্রতিষ্ঠাতা) মুহাম্মদ আরেফ রিজভী জিয়ায়ী লিখেছেন যে, করাচীর একজন আলেমেদ্বীন, যার সম্পর্ক দেওবন্দী মসলকের সাথে তিনি বলেন, তাবলিগী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ সাহেব বলেন, তোমরা কেউ যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এর প্রতি মহব্বত শিখতে চাও, তাহলে মাওলনা বেরলভীর নিকট থেকে শিক্ষা নাও।

সূত্রঃ (প্রফেসর) মুহাম্মদ মসউদ আহমদ ফাযেলে বেরলভী আওর তরকে মাওয়ালাত, ১৯৭২ লাহোর পৃঃ ১০০

<u>* মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসানঃ</u>

(১) كتاب القول البديع واشتراط المصر للجميع

এর ২৪ পৃষ্ঠায় মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব এর বিশদ লেখনী উল্লেখ রয়েছে এবং শেষে লিখিত আছে

كتبه عبده المذنب احمد رضا البريلوى عفى عنه-

উক্ত লিখার নিচে রয়েছে

الجواب صحيح	الجواب صحيح
رشيد احمد	بنده محمود عفى عنه
محدث گنگوهى	مدرس اول مدرسه ديوبند

মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ফতোয়ায়ে রশিদিয়ায় আ'লা হযরত বেরলভী (রঃ) এর কতিপয় ফতোয়া ও কয়েকটি মাসআলা হুবহু বর্ণনা করেছেন এবং গাঙ্গুহী সাহেব কয়েকটি ফতোয়ার সত্যতার স্বীকৃতি ও দিয়েছেন।

সূত্রঃ কাজী শমসুদ্দীন আহমদ কুরহিশী, ইত্তেহাদে উম্মত দেওবন্দী বেরলভী কা আহাম তাকাযা, প্রকাশ রাওয়ালপিন্ডি, ১৯৮৪ পৃঃ ৪১

<u>মাওলানা সৈয়দ যাকারিয়া শাহ্ বিনোরী পেশোওয়ারীঃ</u>

জনাব তাজ মুহাম্মদ মযহার সিদ্দিকী মজলিসে রেযার নামে প্রেরিত এক পত্রে লিখেছেন, পেশাওয়ারের এক সভায় মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ্ বিনোরী দেওবন্দী'র সম্মানিত পিতা মাওলানা সৈয়দ জাকারিয়া শাহ্ বিনোরী পেশাওয়ারী বলেন-

"আল্লাহ তা'য়ালা হিন্দুস্তানে আহমদ রেজা বেরলভীকে যদি সৃষ্টি না করতেন হিন্দুস্তানে হানফীয়ত বিলুপ্ত হয়ে যেতো। সূত্রঃ প্রফেসর মুহাম্মদ মসউদ ফাযেলে বেরলভী আওর তরকে মোয়ালাত, প্রকাশ লাহোর- ১৯৭২ পৃঃ ১০০

<u>* মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ কাশ্মিরীঃ</u>

মুলতান খায়রুল মাদারিস এর প্রধান মুদাররিস, মুহাম্মদ শরীফ কাশ্মিরী, মুফতি গোলাম সরওয়ার ক্বাদেরী (এম এ ইসলামিক ল ভাওয়ালপুর ইউনিভার্সিটি) এর সাথে দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পর তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা বেরলভীদের একজন আলেম মাওলানা আহমদ রেযা খান, তাঁর মতো কোন আলেম আমি বেরলভীদের মধ্যে দেখিনি এবং শুনিনি তাঁর দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। তাঁর গবেষণা ওলামাদেরকে হতভম্ভ করে তোলে।

সূত্রঃ মুফতি গোলাম সরওয়ার ক্বাদেরী আশ্ শাহ আহমদ রেযা বেরলভী। প্রকাশঃ শাহিওয়াল পৃঃ ৮২

pdf By Syed Mostafa Sakib

* মাওলানা আবদুল মাজেদ দারিয়াবাদীঃ

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী আ'লা হযরতের প্রসিদ্ধ খলিফা হযরত শাহ আবদুল আলিম সিদ্দিকী মিরিটি (রঃ) (হযরত মাওলানা শাহ আহমদ নূরানীর পিতা) এর দ্বীনি খিদমতে প্রভাবিত হয়ে বর্ণনা করেন,

আদালতের ন্যায্য ফয়সালা হচ্ছে এই যে, বেরলভী সম্প্রদায়ের প্রতিজনই একরঙে রঙিত, মাওলানা আবদুল আলীম সিদ্দিকী (মরহুম) বেরলভী সম্প্রদায়ের একজন হয়েও অসংখ্য দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সূত্রঃ সাপ্তাহিক সিদ্‌কে জদীদ, লক্ষ্ণৌ ২৫ এপ্রিল ১৯৫৬ সন।

* মুফতি ইনতেজামুল্লাহ শিহাবী আকবরাবাদীঃ

হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান মরহুম যুগের শীর্ষ আলেম ফিকহ'র, খুটিনাটি বিষয়ে তাঁর পূর্ণ মাত্রায় দক্ষতা ছিল, ডঃ মৌলভী আবদুল হক ছাহেব এর সম্পাদনায় "সংকলিত কামুসুল কুতুব" গ্রন্থ পরিচিতিতে মাওলানার রচনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্রঃ মাকালাতে ইওমে রেযাঃ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৫সন প্রকাশ লাহোর।

* মাওলানা ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদীঃ

মাওলানা আহমদ রেযা খান আমাদের বিরোধীতায় আপন স্থানে রয়েছেন কিন্তু তাঁর দ্বীনি খেদমতে আমরা গর্বিত। অমুসলিমদেরকেও আমরা বড় গর্বের সাথে আজো বলতে পারি যে, পৃথিবীর সকল জ্ঞান বিজ্ঞান যদি কোন একজন ব্যক্তির মধ্যে একত্র থাকে তাহলে সেটা মুসলমানদের মধ্যেই আছে। দেখো! মুসলমানদের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা খান এর মতো ব্যক্তিত্ব আজো বিদ্যমান রয়েছে, যিনি বিশ্বের সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী। দুঃখজনক হলো তাঁর বিদায়ের সাথে সাথে আমাদের গর্ববোধও বিদায় নিলো। সূত্রঃ মাওলানা কাউকাব নূরানী উকাড়বী কৃতঃ সুফাইদ ওয়া সিয়াহ- প্রকাশ লাহোর ১৯৮৯ পৃঃ ৭৫

* মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবর আবাদীঃ

মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব বেরলভী, স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং ডেপুটি নজির আহমদ এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সুউচ্চ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, তাঁর অগাধ পান্ডিত্যের স্বীকৃতি গোটা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত।সূত্রঃ মাহনামা বুরহান দিল্লী এপ্রিল ১৯৭৪ সন।

* মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরীঃ

মৌলভী আহমদ রেজা খান ছাহেব শিয়াকে নিতান্ত মন্দ জানতেন, কাওয়ালীকে খারাপ মনে করতেন, বায় বেরেলীতে একজন শিয়া তাফযিলী ছিলো, তার সাথে মৌলভী আহমদ রেযা খান এর সর্বদা দ্বন্দ্ব চলতো। সূত্রঃ ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন আনসারী 'হায়াতে তৈয়্যবা' প্রকাশ লাহোর ১৯৮৪ পৃঃ ২৩২

* মাওলানা মুফতি মাহমুদঃ

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর সভাপতি মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব এর পিতা মাওলানা মুফতি মাহমুদ ছাহেব, বেরলভী মতাদর্শের আহলে সুন্নাত সমর্থন এভাবে করেন যে, আমি আমার মতাদর্শীদের এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, তারা যদি বেরলভী হযরাতের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য বা হাঙ্গামা চালায়, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমার মতে এরূপ আচরণকারীরা নেযামে মোস্তফা প্রতিষ্ঠার শত্রু হিসেবে বিবেচিত হবে।

সূত্রঃ রোজনামা আফতাব, মুলতান ৯ মার্চ ১৯৭৯ পৃঃ- ১

* মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী দেওবন্দীঃ

সৈয়দ আলতাফ আলী বেরলভী বর্ণনা করেন, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী দেওবন্দী একবার বলেছেন, উর্দু ভাষায় কুরআন পাকের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট তরজুমা হচ্ছে মওলানা আহমদ রেযা খান এর প্রণীত তাফসীর। যে শব্দ তিনি একত্র করেছেন এর চেয়ে উত্তম শব্দের কল্পনাও করা যায়না। সূত্রঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুরীদ আহমদ চিশতী কৃতঃ খয়াবানে রেযা লাহোর, ১৯৮৬ পৃঃ ১২১

* হাফেজ বশির আহমদ গাজী আবাদীঃ

জনসাধারণে একটি ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, হযরত ফাযেলে বেরলভীর প্রণীত নাতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা-এ-শরীয়তের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি, এটা নিছক বিভ্রান্তি। যার সাথে সত্যের দুরতম সম্পর্ক ও নেই। সূত্রঃ আল্লামা সৈয়দ নূর মুহাম্মদ ক্বাদেরী কৃতঃ আ'লা হযরত কি শায়েরী পর এক নযর, প্রকাশ লাহোর ১৪০১ হিজরী পৃঃ ৩৭

উপরোক্ত মন্তব্য ও বক্তব্যগুলো পড়ুন, চিন্তা করুন! অনুধাবন করুন! দেওবন্দী তাবলীগি ওহাবী মতাদর্শী হয়েও ওরা আ'লা হযরতের বহুমুখী দ্বীনি খেদমত ও অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে আ'লা হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কার্পন্যে করেননি আর বর্তমানে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভাবক, আবদুল ওহাব নজদীর সুযোগ্য উত্তরসুরী, বালাকোটের কথিত শহীদে আজম, উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের প্রবর্তক, প্রচারক, সৈয়দ আহমদ বেরলভী, যিনি তার প্রধান খলিফা ইসমাইল দেহলভীর অজস্র ঈমান বিধ্বংশী ধর্মনাশা কুফরী আক্বিদা প্রকাশিত হওয়ার পরও মুরীদ ও খলিফার দপ্তর থেকে ইসমাইল দেহলভীকে বাদ দেননি তার কুফরী আক্বিদাকে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করা প্রচার করা, তাকে সমর্থনের নামান্তর। সেই ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে বড় পীর সংস্কারক,

pdf By Syed Mostafa Sakib

'আমিরুল মোমেনীন' খলিফাতুল মোসলেমীন, মুজাদ্দিদ ও শহীদে আজম হিসাবে দাবী করা ওহাবী মতবাদে অন্তর্ভূক্তির শামিল। 'আল বাইয়্যিনাত' ওয়ালাদের নিকট অনুরোধ? সুন্নী দাবীদার হয়ে আ'লা হযরত (রহঃ) এর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হলে তাঁর প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা ও তাঁর প্রজ্ঞা পান্ডিত্যের স্বীকৃতি দিতে না জানলে, ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী মুরব্বীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। দ্বীনের প্রকৃত দিশারী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শিখুন, তরিকৃতের নামে, নোংরামী ভন্ডামী, শটতা ও আমিত্ব পরিহার করুন, আমিত্বের তাড়নায় এ পর্যন্ত ৪২টি লকব উপাধি নামের সাথে যুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন হাবীবুল্লাহ ও দাবী করেছেন না জানি কোন সময় নবীয়ূল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ দাবী করে বসেন, অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন ভন্ড নবী হিসেবে আত্ম প্রকাশের অশনি সংকেত। আল্লাহ পাক আমাদের কি এসব নাপাক ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করুন।

যেই আ'লা হযরতের জীবন কর্ম নিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে তিনি কতটুকু যোগ্যতাধারী ব্যক্তিত্ব, মনে হয় সমালোচনাকারীরা বুঝতে অক্ষম।

নিম্নোক্ত সম্মানিত সৌভগ্যবান ব্যক্তিবর্গ আ'লা হযরত (রহঃ) এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন ও করছেন।

আ'লা হযরত (রহঃ)'র জীবন কর্মের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনকারীদের নামের তালিকাঃ

(১) প্রফেসর ডঃ হাফেজ আবদুল বারী সিদ্দিকী, আরবী বিভাগ সিন্ধু ইউনিভার্সিটি।
(২) প্রফেসর ডঃ মজিদ উল্লাহ ক্বাদেরী, করাচী ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান
(৩) ডঃ ওশাসানিয়াল, কলম্বো ইউনিভার্সিটি আমেরিকা
(৪) ডঃ তৈয়ব আলী রেযা মিসবাহী, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ভারত
(৫) ডঃ আবদুন নঈম আজিজি রুহিইলক্যান্ড ইউনিভার্সিটি ভারত
(৬) ডঃ সিরাজ আহমদ বসতবী, কানপুর, ইউনিভার্সিটি ভারত
(৭) ডঃ গোলাম ইয়াহিয়া মিসবাহী, বেনারস ইউনিভার্সিটি ভারত
(৮) প্রফেসর মুহাম্মদ ইসহাক মদনী, করাচী ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান
(৯) প্রফেসর আশিক ছিগতাই করাচী ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান
(১০) প্রফেসর সৈয়দ রইস আহমদ করাচী ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান
(১১) তানযীমুল ফেরদৌস, সিন্ধু ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান
(১২) প্রফেসর হাফেজ মুহাম্মদ রফিক পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর পাকিস্তান

(১৩) সৈয়দ শাহেদ আলী নূরানী, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর পাকিস্তান
(১৪) প্রফেসর শাহেদ আখতার হাবিবী, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ভারত
(১৫) সৈয়দ আরেফ আলী বোম্বাই ইউনিভার্সিটি বোম্বাই ভারত
(১৬) আনসারী আবদুর রশিদ, পুন ইউনিভার্সিটি মহারাষ্ট্র ভারত
(১৭) মোখতার আহমদ রুহিইল ক্যান্ড ইউনিভার্সিটি (বেরেলী) ভারত
(১৮) এইচ এম খালেদ আল হামিদী, জামেয়া মিল্লীয়া ইউনিভার্সিটি নয়াদিল্লী ভারত
(১৯) সৈয়দ জমীল উদ্দিন, জমীল (সাগর ইউনিভার্সিটি সাগর)
(২০) সৈয়দ আবু তাহের এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি ভারত
(২১) সৈয়দ জুলফিকার আলী পাটনা ইউনিভার্সিটি (পাটনা)
(২২) আবদুল মুযতাবা রিজভী, (হিন্দু ইউনিভার্সিটি বেনারস) ভারত
(২৩) নওশাদ আলম হানফী, বিহার ইউনিভার্সিটি (বিহার)
(২৪) মাওলানা জাবির মিসবাহী মগ্ধা ইউনিভার্সিটি (বিহার)
(২৫) মাওলানা মুহাম্মদ আফতাব আলম মিসবাহী (মগ্ধা ইউনিভার্সিটি বিহার)
(২৬) মাওলানা গোলাম মোস্তফা আনজুম আল কাদেরী মায়সুর ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাজ্য)
(২৭) প্রফেসর মুহাম্মদ আনোয়ার খান সিন্ধু ইউনিভার্সিটি জামশুরু (সিন্ধু)

সূত্রঃ ইমাম আহমদ রেযা কনফারেন্স স্মরণিকা করাচী, ১৯৯৪ ইং ১৪১৫ হিঃ পৃঃ ৮০-৮১

আ'লা হযরত জ্ঞানের ইনসাইক্লোপিডিয়া

আ'লা হযরত (রহঃ) প্রণীত রচনাবলী তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার জলন্ত স্বাক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে মুফতি এজাজ অলী খান ওফাত ১৩৯৩ হিঃ ১৯৭৩ খৃঃ আ'লা হযরত (রহঃ) এর রচনাবলী সম্পর্কে লিখেছেন-

صاحب التصانيف العالية والتاليفات الباهرة التى بلغت اعدادها فوق الالف

অর্থঃ বিভিন্ন উচ্ছাঙ্গের গ্রন্থের প্রণেতা ও সংকলক হিসাবে তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা সহস্রাধিকে উপনীত হয়েছে।

প্রফেসর ডঃ মসউদ আহমদ কতৃক 'কানযুল ইলম' নামে আ'লা হযরত প্রণীত এক হাজার রচনাবলীর নাম বিষয় ও প্রকাশকের নাম উল্লেখসহ একটি তালিকা শীঘ্রই প্রকাশ হতে যাচ্ছে। সূত্রঃ মা'আরেফে রেজা ১৯৯১

নিম্নোক্ত শতাধিক বিষয়ে আ'লা হযরত পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, অধিকাংশ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন প্রত্যেক বিষয়ে নুন্যতম একটি হলেও তথ্যভিত্তিক নির্ভরযোগ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

গ্রন্থ রচনা করেছেন-

১. ইলমুল কোরআন
২. ইলমুল কিরআত
৩. ইলমুত তাজবীদ
৪. তাফসীর
৫. উসুলে তাফসীর
৬. হাদিস শরীফ
৭. আসানীদে হাদিস
৮. উসুলে হাদিস
৯. আসমাউর রেজাল
১০. জারাহ্ ও তা'দিল
১১. তাখরীজে আহাদিস
১২. লুগাতে হাদিস
১৩. ইলমুল আনসাব
১৪. রদ্দাত
১৫. ইলমুল ফিক্হ
১৬. উসুলে ফিক্হ
১৭. রসমুল মুফতি
১৮. ইলমুল আক্বায়েদ
১৯. ইলমুল মা'য়ানী
২০. ইলমুল বয়ান
২১. ইলমুল কালাম
২২. ইলমুল মানতিক
২৩. ফরায়েজ
২৪. ফযায়েল
২৫. ইলমুল বদী
২৬. ইলমুল ফালসাফা
২৭. লুগাত
২৮. কানুন
২৯. আখলাক
৩০. উ'রূপ ওয়া মুহাওয়ারাহ্
৩১. রিয়াযী
৩২. ইলমুল হিসাব
৩৩. জবর ওয়া মোকাবেলা
৩৪. ইলমুল মিরাছ
৩৫. ছরফ
৩৬. নাহাব
৩৭. সিয়র
৩৮. তারিখ (ইতিহাস)
৩৯. জুগরাফিয়্যাহ
৪০. সিয়াসিয়াত
৪১. শোমারিয়াত
৪২. মা'দিনিয়াত
৪৩. ত্বব্ইয়াত
৪৪. ইক্বতিসাদিয়াত
৪৫. মায়াশিয়াত
৪৬. আরযিয়াত
৪৭. ফালাকিয়াত
৪৮. হাইয়াত
৪৯. কিমিয়া
৫০. যিযাত
৫১. তিব্ব
৫২. তাওকীত
৫৩. আওকাফ
৫৪. তাকসীর
৫৫. রামাল
৫৬. জাফার
৫৭. নুজুম
৫৮. তাভীজাত
৫৯. লুগারিছিমাত
৬০. মুছাল্লাছে কুরভী
৬১. মুছাল্লাছে মুসাত্তাহ
৬২. মুরাব্বায়াত
৬৩. যায়েরদাহ্ ওয়া যায়েছাহ্
৬৪. আদব
৬৫. ইনশা
৬৬. নছর আরবী
৬৭. নছর উর্দু
৬৮. নছর ফার্সী
৬৯. নছর হিন্দী
৭০. নজম আরবী

৭১. নজম উর্দু
৭২. নজম ফার্সী
৭৩. নজম হিন্দী
৭৪.মাহ্লিয়াত
৭৫. আওজান
৭৬. তা'বীর
৭৭. হিন্দাসা
৭৮. হিসাব সিত্তিনী
৭৯. আরূজ ওয়া কাওয়াফী
৮০. বালাগাত
৮১. ইসতিখরাজে তারিখ
৮২. ফন্নে তারিখে আদাদ
৮৩. ইরিছমাতিকী
৮৪. আকর
৮৫. রসমুল খত (নাসতালিখ লিখন পদ্ধতি)
৮৬. নাফসিয়্যাত
৮৭. মাওসুমিয়্যাত
৮৮. তালিকাত
৮৯. হাশিয়া নেগারী
৯০. ইলমুল আমওয়াল
৯১. ওমরানিয়্যাত
৯২. সাহাফাত
৯৩. সুলুক
৯৪. তাসাউফ
৯৫. মুনাজারা ওয়া মানায়া
৯৬. তাকাবুলে আদইয়ান
৯৭. জাদল
৯৮. সুতিয়াত
৯৯. লিসানিয়াত
১০০. তরিক্বত
১০১. আযকার
১০২. না'ত (আরবী,উর্দু,ফার্সী,হিন্দী)

বাতিল আক্বিদা প্রমাণিত হওয়ার পর না হক্ব বলা ঈমানী দায়িত্ব

না হক বা বাতিল আক্বিদা প্রমাণিত হওয়ার পর না হক্ব বলা ও বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা, হক্কানী ওলামাদের ঈমানী দায়িত্ব। আ'লা হযরত হযরত (রহঃ) সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখদের ভ্রান্ত আক্বিদা প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে না হক বলেছেন, এ নির্দেশ কোরআন-হাদিসে বিদ্যমান থাকা সত্বেও আলেম ওলামাদের কুৎসা রটনার দায়িত্বে অবিরাম নিয়োজিত 'আল বাইয়্যিনাত' ওয়ালাদের চোখে তা পড়েনা মিশকাত শরীফ কিতাবুল ইলম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে

قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ-

অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভাল লোকেরাই (কিতাব ও সুন্নাহর) এ ইল্মকে গ্রহণ করবেন, যারা তা হতে সীমালংঘনকারীদের রদবদল, বাতিল লোকদের মিথ্যা আরোপ ও জাহেল মুর্খদের (অযথা) তাবীলকে (কদর্থকে) দূর করবেন। দ্বীনের ছদ্মবরণে সীমালংঘনকারী, কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যাকারী, বিকৃতিকারী, মনগড়া ভিত্তিহীন উক্তিকারী ওহাবী, দেওবন্দী, বাতিল আক্বিদা

pdf By Syed Mostafa Sakib

পোষণকারী সমর্থনকারীদেরকে না হক্ব বলা যে কোন হক পন্থী সত্যান্বেষী ঈমানদার মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। আ'লা হযরত (রহঃ) সহ যুগে যুগে হক্কানী ওলামারা মুসলমানদের ঈমান আক্বিদা রক্ষার জন্য বাতিলদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, আল্লাহর নির্দেশিত প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রদর্শিত, ছাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন তবে তাবেয়ীন আউলিয়া কেরামের অনুসৃত, ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা বিশ্বাসের উপর আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) এর জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত, তিনি শুধু নিজে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা নয় বরং তাঁর অনুসৃত পদাঙ্ক অনুসরণে যুগ যুগ ধরে মুসলিম মিল্লাত হক বা সত্য পথের সন্ধান পাবে। তাঁর রচনাবলী অনন্তকাল ধরে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য নির্ধারণে দিশারীর ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে। তাই "আল বাইয়্যিনাত" কর্তৃক আ'লা হযরত (রহঃ) এর উপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদ মূলক উক্তি আহমদ রেজা খান সাহেব নিজেই যে হক্ব তারই বা দলীল কুরআন সুন্নাহ'র কোথায় আছে? উক্ত অবাঞ্ছিত উক্তির অসত্যতা প্রমাণিত হল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ

– رواه الترمذى

অর্থাৎ বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। সকলেই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল জান্নাতী হবে, ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন- এয়া রাসুলাল্লাহ! জান্নাতী দল কোনটি? রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করলেন, যে দলের মতাদর্শের উপর আমি এবং আমার ছাহাবাগণ প্রতিষ্ঠিত। উপরোক্ত হাদিসে হক্বের মানদন্ড নির্ধারিত হয়েছে। এখন আমি না হক্ব আক্বিদার উপর প্রতিষ্ঠিত। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর প্রধান খলিফা ইসমাইল দেহলভীর কুফরী আকিদা সহ ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী পন্থিদের, আংশিক বাতিল আক্বিদা তুলে ধরবো এরপর সৈয়দ আহমদ বেরলভী সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ওহাবী মতবাদের উদ্ভাবক আবদুল ওহাব নজদীর "কিতাবুত তাওহীদ" এর মর্মানুসারে ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর প্রথম খলিফা ইসমাইল দেহলভীর লিখিত 'তাকভীয়াতুল ঈমান' নামক ধর্মনাশা গ্রন্থ সহ আরো কতিপয় গ্রন্থের কুফরি আক্বিদা নিম্নরূপঃ-

ওহাবী দেওবন্দীদের কতিপয় কুফরী আক্বিদা

(১) نبی کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چائے

অর্থঃ নবীর সম্মান কেবল বড় ভাইয়ের অনুরূপ করা চাই, সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৫৮

(২) اللہ چاھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کروڑوں پیدا کرڈالے

অর্থঃ আল্লাহ্ চান তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সমান কোটি কোটি সৃষ্টি করতে পারেন। সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃষ্ঠাঃ ১৬

(৩) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر کرمٹی میں مل گئ

অর্থঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন।

সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৫৯

(৪) نبی رسول سب نا کارہ ھیں

অর্থঃ সকল নবী রসুল নিষ্কর্ম। সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ২৯

(৫) نبی کی تعریف صرف بشر کی سی کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو

অর্থঃ নবীর প্রশংসা কেবল মানুষের ন্যায় করো বরং এতেও সংক্ষিপ্ত করো,

সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫

(৬) بڑے یعنی نبی اور چھوڑے یعنی باقی سب بندے بے خبر اور نادان ھیں

অর্থঃ বড় অর্থাৎ নবী এবং ছোটরা অর্থাৎ অন্যান্য সব বান্দারা অসচেতন এবং মুর্খ,

সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৩

(৭) بڑی مخلوق یعنی نبی اور چھو ڑی مخلوق یعنی باقی سب بندے اللہ کی شان کے اگے چمارسے ذلیل ھیں

অর্থাৎ বড় সৃষ্টি অর্থাৎ নবী এবং ছোট সৃষ্টি অর্থাৎ অন্য সব বান্দাগণ আল্লাহর শানের মোকাবিলায় চামার অপেক্ষা নিকৃষ্ট সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ১৪

(৮) جس کانام محمد یا علی ھے(صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کسی چیز کا مختار نہیں نبی اور ولی کچہ نہیں کرسکتے-

অর্থঃ যার নাম মুহাম্মদ অথবা আলী তার কোন কিছু করার এখতিয়ার নেই নবী ও অলী কিছু করতে পারেনা। সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৪১

(৯) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حواس ہوگئے-

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অনুভূতিহীন হয়ে গেছেন।

সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৫

(১০)رسول کے چا ھنے سے کچہ نہیں ھوتا

অর্থঃ রসুলের চাওয়ার দ্বারা কিছু হয় না। সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃষ্ঠাঃ ৫৬

(১১)گاؤں میں جیسا درجہ چودھری زمین دار کاھے ویسا درجہ امت میں نبی کاھے-

অর্থঃ গ্রামে চৌধুরী ও জমিদারের যেরূপ মর্যাদা রয়েছে উম্মতের মধ্যে নবীর মর্যাদাও অনুরূপ। সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৬১

(১২)الله کے روبرو سب انبیاء واولیاء ایگ ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ھیں-

অর্থঃ আল্লাহর সম্মুখে সকল নবী ও অলীগণ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বস্তু অপেক্ষা তুচ্ছ। সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪

(১৩)نبی اور ولی کو الله کی مخلوق اور بندہ جان کر وکیل اور سفارشی سمجھنے والا مدد کے لئے پکارنے والا نذر نیاز کرنے والا مسلمان اور کافر ابو جھل شرك میں برابر ھیں

অর্থঃ নবী এবং অলীকে আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দা জেনে উকিল এবং সুপারিশকর্তা ধারণাকারী। সাহায্যের জন্য আহবানকারী, নযর মান্নতকারী, মুসলমান এবং কাফির আবু জাহিল শিরকের মধ্যে সমান। সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৭,২৭

(১৪)الله کے ولیوں کو الله کی مخلوق سمجه کر بھی پکارنا شرگ ھے

অর্থঃ আল্লাহর অলীদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি মনে করেও আহবান করা শির্ক।

সূত্রঃ তাকভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৭

(১৫)الله تعالی جھوٹ بول سگتاھے

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন, সূত্রঃ ফতোওয়ায়ে রশিদিয়া ১ম খন্ড পৃঃ ১৯

(১৬)الله تعا لی کو پھلے سے علم نھیں ھوتا که بندے کیا کریں گے جب بندے کرتے ھیں تو الله کو علم ھوتا ھے

অর্থঃ বান্দা কি করবে তা প্রথম থেকেই আল্লাহর জানা হয়না, যখন বান্দা করে তখন আল্লাহর জানা হয়। সূত্রঃ তাফসীর বালাগাতুল খায়রান পৃঃ ১৫৭, ১৫৮

(১৭)شیطان اور ملک الموت کا علم حضور اکرم صلی الله

علیه رسلم سے زیادہ ھے

অর্থঃ শয়তান এবং মালাকুল মওতের ইলম হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ইলমের চেয়ে বেশী। সূত্রঃ বারাহিনে কাত্বি- আঃ পৃঃ ৫১

(১৮)الله تعالی کے نبی کو اپنے انجام اور دیوا رکے پیچھے کا بھی علم نھیں

অর্থঃ আল্লাহর নবীর স্বীয় কর্মফল এবং দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই।

সূত্রঃ বারাহিনে ক্বাতি-আ পৃঃ ৫১

(১৯) حضور اکرم صلي الله علیه وسلم کو الله تعالی نے جیسا اور جتنا علم غیب عطا فرمایا ھے ویسا علم جانو روں پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ھے

অর্থঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আল্লাহ তায়ালা যেমন এবং যতটুকু অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন তদ্রূপ জ্ঞান প্রাণী সমূহ পাগল এবং শিশুদেরও অর্জিত আছে।

সূত্রঃ হিফযুল ঈমান পৃঃ ৭

(২০)نما زمیں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم گی طرف خیال کا صرف جانا بھی بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھے بھت براھے

অর্থঃ নামাজে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রতি কেবল স্মরণ যাওয়া গরু গাধার স্মরণে নিমজ্জিত হওয়ার চেয়েও নিতান্ত খারাপ।

সূত্রঃ সিরাতে মুস্তাকিম পৃঃ ৮৬

(২১)لفظ رحمة للعالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صفت خاصه نھیں ھے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں کو رحمة للعالمین که سکتے ھیں-

অর্থঃ রাহমাতুল্লীল আলামীন শব্দ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর বিশেষ গুণ নয়। হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ছাড়াও অন্য বুজুর্গদেরকে রাহমাতুল্লীল আলামীন বলা যাবে। সূত্রঃ ফতোওয়ায়ে রশিদিয়া ২য় খন্ডঃ পৃঃ ১২

(২২)خاتم النبین کا معنی اخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ھے علم والوں کے نزدیگ یه معنی درست نھیں- حضور اکرم کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئي نبی پیدا ھو تو خاتمیت محمدی میں کچه فرق نھیں ائےگا

অর্থঃ খাতামুন্নবীয়্যিন অর্থ শেষ নবী মনে করা সাধারণ মানুষের ধারণা, জ্ঞানীদের নিকট অর্থ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সঠিক নয়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর যুগের পরও যদি কোন নবী সৃষ্টি হয় (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) সর্বশেষ নবী হওয়াতে কোন পার্থক্য আসবেনা। সূত্রঃ তাহজীরুন্নাস পৃঃ ৩-২৫

(۲۳)حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوبند کے علماء گے تعلق سے اردو زبان ائی

অর্থঃ হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) দেওবন্দের ওলামাদের সম্পর্কের মাধ্যমে উর্দু ভাষা শিক্ষা করেছে। সূত্রঃ বারাহিনে কাত্বি আ- পৃঃ ২৬

(۲٤)نبی کا ہر جھوٹ سے پاك اور معصوم ہونا ضروری نہیں

অর্থঃ নবীর জন্য প্রত্যেক মিথ্যা হতে পবিত্র এবং নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়।

সূত্র তাসফিয়াতুল আকাইদ পৃঃ ২৫

(۲٥)نبی کو طاغوت (شیطان) بولنا جائز ہے

অর্থঃ নবীকে তাগুত (শয়তান) বলা জায়েজ। সূত্রঃ তাফসীরে বালাগাতুল খায়রান পৃঃ ৪৩

(۲٦) دیو بندی ملاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط سے گرنے سے بچالیا

অর্থঃ দেওবন্দী মোল্লারা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে পুলসিরাতে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। সূত্রঃ বালাগাতুল খায়রান পৃঃ ৮

(۲۷)لااله الا الله اشرفعلی رسول اللہ اور اللهم صل علی سیدنا ونبینا اشرفعلی کہنے میں تسلی ہے کوئی خرابی نہیں অর্থাৎ لا اله الا الله اشرفعلی رسول اللہ এবংاللهم صل علي سيدنا ونبینا اشرفعلی বলতে প্রশান্তি আছে, কোন ক্ষতি নেই। সূত্রঃ রেসালা আল ইমদাদ পৃঃ ৩৫ আল ফুরকান ৩য় খন্ড পৃঃ ৫৮

(۲۸)میلاد نبی منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنی کھنیا کا جنم دن مناتے ہیں

অর্থঃ মিলাদুন্নবী উদযাপন করা তদ্রুপ হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উদযাপনের অনুরূপ।

সূত্রঃ ফতোয়ায়ে মিলাদ শরীফ পৃঃ ৮ বারাহিনে কাত্বি আ- পৃঃ ১৪৮

(۲۹)حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اوردجال دونوں بالذات حیات سے متصف ہیں جو خصوصیت نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی دجال کی ہے

অর্থঃ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং দাজ্জাল উভয়ই সত্বাগত জীবন দ্বারা গুনান্বিত, নবীর যে বিশেষত্ব দাজ্জালের ও অনুরূপ। সূত্রঃ আবে হায়াত পৃঃ ১৬৯

(۳۰)اللہ کو مانو اس کے سوا کسے کو نہ مانو

অর্থঃ আল্লাহকে মানো তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে মানবেনা।

সূত্রঃ তাকুভীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৫৬

(۳۱)نبی کو اپنا بھائی کہنا درست ہے

অর্থঃ নবীকে নিজের ভাই বলা সঠিক সূত্রঃ বারাহিনে কাত্বি আ- পৃঃ ৩

(۳۲)درود تاج نا پسندیدہ ہے اور پڑھنا منع ہے

অর্থঃ দরুদ তাজ পাঠ করা অপছন্দনীয় এবং পড়া নিষেধ। সূত্রঃ ফাযায়েলে দরুদ শরীফ পৃঃ ৭৩ তাযকিরাতুর রশিদ ২য় খন্ড পৃঃ ১১৭

(۳۳) دیوبند یوں کے ایك بڑے (سید احمد بریلوی) کوحضرت علی (رضی اللہ عنہ) نے اپنے ہاتہ سے نہلایا اورحضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) نے (اس برھنہ کو) اپنے ہاتہ سے کپڑے پہنائے

অর্থঃ দেওবন্দীদের বড়জন (সৈয়দ আহমদ বেরলভী)কে হযরত আলী (রাঃ) নিজ হাতে গোসল দিয়েছেন এবং হযরাত ফাতেমা (রাঃ) (সে বিবস্ত্র) তাকে নিজ হাতে কাপড় পরিয়েছেন। সূত্রঃ সিরাতে মুস্তাকিম ফার্সী পৃঃ ১৬৪ উর্দু পৃঃ ২৮০

(۳٤)میلاد شریف - معراج شریف - عرس شریف - ختم شریف سوم -چهلم- فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب سب ناجائز غلط -بدعت اور کافروں ہندؤں کا طریقہ ہیں

অর্থঃ মিলাদ শরীফ, মিরাজ শরীফ, ওরস শরীফ, খতম শরীফ, চেহলাম, ফাতেহাখানি, ঈসালে ছওয়াব নাজায়েজ, ভ্রান্ত বিদয়াত কাফির ও হিন্দুদের নিয়ম।

সূত্রঃ ফতোওয়ায়ে আশরাফীয়া ২য় খন্ড পৃঃ ৫৮ ফতোওয়ায়ে রশিদিয়া পৃঃ ১৪৪, ১৫০ ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৩,৯৪ ৩য় খন্ড।

(۳٥)معروف دیسي کوا کھانا ثواب ہے

অর্থঃ ভাল দেশী কাক খাওয়া পূন্যময়। সূত্রঃ ফতোওয়ায়ে রশিদিয়া পৃঃ ১৩০ খন্ড ২য়

(۳٦)نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے

অর্থঃ জানাযা নামাজের পর দোয়া প্রার্থনা করা নাজায়েজ। সূত্রঃ ফতোয়া মুফতি জমীল আহমদ থানবী জামেয়া আশরফীয়া লাহোর

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ যেসব কিতাব থেকে বর্ণিত হয়েছে সেসব কিতাবের নাম ও রচয়িতাদের নাম নিম্নরূপঃ

কিতাবের নাম	রচয়িতার নাম
❑ হিফযুল ঈমান	মৌলভী আশরাফ আলী থানবী
❑ ফতোয়ায়ে রশিদিয়া	মৌলভী রশিদ আহমদ ছাহেব গাঙ্গুহী
❑ আবে হায়াত	মৌলভী মুহাম্মদ কাছেম ছাহেব নানুতবী
❑ তাহ্জীরুন্নাস	মৌলভী মুহাম্মদ কাছেম ছাহেব নানুতবী
❑ বারাহিনে কাত্বি-আ	মৌলভী খলিল আহমদ ছাহেব আম্বেটবী
❑ তাকভীয়াতুল ঈমান	মৌলভী শাহ ইসমাইল দেহলভী বালা কোটি

সিরাতে মুস্তাকিম শাহ ইসমাইল ছাহেব দেহলভী বালাকোটি, সৈয়দ আহমদ বেরলভীর বাণী সংকলন ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক লিখিত

❑ তাফসীরে বালাগাতুল খায়রান	হোসাইন আলী ওয়া বাচয়ানী
❑ তাহফীয়াতুল আকায়েদ	মুহাম্মদ কাসেম ছাহেব নানুতবী
❑ রেসালায়ে আল ইমদাদ	আশরাফ আলী ছাহেব থানবী

از – دیوبند سے بریلی (حقائق) مرتبہ – علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی
سن اشاعت – ششم دسمبر ۱۹۹۸

উপরোক্ত আক্বিদা সমূহ ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদের পদলেহী ইংরেজদের মদদ পুষ্ট ওহাবী নজদীদের এসব ধর্মনাশা মন্তব্য ও বক্তব্যে পবিত্র কালজয়ী জীবনাদর্শ আল ইসলামের বিরুদ্ধে এক সুগভীর চক্রান্ত। তাই আ'লা হযরত এসব বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান, তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেন, সকল প্রকার বাতিল ও তাগুতি অপশক্তির বিরুদ্ধে আ'লা হযরত ছিলেন এক আপোষহীন সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ। তিনি সেই কালজয়ী ব্যক্তিত্ব যিনি, কাদিয়ানী, শিয়া, রাফেজী, খারেজী, আহলে হাদিস আহলে কোরআনসহ সকল প্রকার ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কলমী জেহাদ পরিচালনা করেন, তাদের বিষদাত ভেঙ্গে দেন। তাদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী উপস্থাপন করেন।

আল বাইয়্যিনাত ১২৯ পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

"তিনি (সৈয়দ আহমদ বেরলভী) যদি দলীল বিহীন ফতোয়ার কারণে কাফির সাব্যস্ত হন তাহলে একই কারণে আহমদ রেযা খান সাহেব তার চেয়েও বড় কাফের বলে গণ্য হবে। কারণ হযরত শহীদে আযম সাইয়্যিদ আহমদ শাহীদ বেরেলভী (রহঃ)কে যতলোক কাফির ফতোয়া দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী লোক আহমদ রেযা খান সাহেবকে কাফির, গোমরাহ, বিদয়াতী, কাজ্জাব, দালাল, কাদিয়ানী, রাফেজী, শিয়া, ধোকাবাজ, ফিৎনাবাজ, বদকার,

অপবাদকারী পথভ্রষ্ট, খিনজির ইত্যাদি বলে ফতোওয়া দিয়েছে"

একটি ধর্মীয় পত্রিকায় এ ধরনের ডাহা মিথ্যা কথা শালিনতা বিবর্জিত কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য কিভাবে প্রকাশ হতে পারে তা ভাবতে অবাক লাগে। উপরোক্ত এক গাদা মিথ্যাচার উদ্ভট কথা মালার সাথে সত্যের দূরতম সম্পর্কও নেই। উক্ত বক্তব্য নিন্দনীয়ই নয় প্রতিটি উক্তি বিভ্রান্তিকর ও ষড়যন্ত্র মূলক। আমি সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ভ্রান্ত আকিদা ও কুফরী আক্বিদার প্রতি সমর্থন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উপরে উল্লেখ করেছি। নিম্নে আমি আ'লা হযরত (রহঃ) এর বিরুদ্ধে আরোপিত বানোয়াট ভিত্তিহীন অপবাদগুলোর খন্ডন করছি, সকল প্রকার বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে ঈমানী দায়িত্ব পালনকারী মহান দ্বীনি ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে উপরোক্ত বিশেষণ আরোপ করা প্রকাশ্য দিবালোকে সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকারের নামান্তর। বিশ্বের কোন সুন্নী ওলামরাতো দূরের কথা এমনকি দেওবন্দী ওলামারা পর্যন্ত আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করেনি বরং সকলেই একবাক্যে আ'লা হযরতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, দেওবন্দী হযরাতের মন্তব্য থেকে তা জানতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে।

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরত (রহঃ)'র ভূমিকাঃ

আ'লা হযরত কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কুটকৌশল ও অপতৎরতা সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতকে সজাগ করেন। কুরআন, হাদিস, এজমা, কিয়াসের আলোকে তথ্যবহুল নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তাদের কুফরী উম্মোচন করেন। অসংখ্য ফতোয়ার ভিত্তিতে কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করে প্রিয় নবীর খতমে নবুয়ত ও কাদিয়ানীদের কুফরী প্রমানে তিনি ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেন-

(১)جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة

"জাযাউল্লাহি আদুয়াহ বিআবায়িহি খতমিন নবুওয়্যাহ" এ গ্রন্থটি ১৩১৭ হিজরীতে লিখিত ১২০টি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা তিনি এতে খতমে নবুয়ত প্রমান করেছেন, খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদেরকে কাফির ফতোয়া দিয়েছেন।

(২)السوء والعقاب على المسيح الكذاب

"আস্সউল একাব আলাল মসীহিল কাজ্জাব" এ গ্রন্থটি ১৩২০হিজরীতে লিখিত।

(৩)قهر الديان على مرتد بقا ديان

"কাহারুদ্দায়্যান আ'লা মুরতাদ বিকাদিয়ান" ১৩২২ হিজরীতে গ্রন্থটি লিখিত, এতে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অসংখ্য কুফরি উক্তি তার স্বরচিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٤)حسام الحرمين على منحر الكفر والمين

"হুসামুল হারামাঈন আ'লা মানহারিল কুফরি ওয়াল মায়ন" ১৩২৪ হিজরীতে গ্রন্থটি লিখিত, এতে তিনি ওলামায়ে হারামাইন শরীফাইনের অভিমত ও ফতোয়া সন্নিবেশিত করেন।

(٥)المبين حتم النبين

"আল মুবিন খাতমুন নবীয়্যিন" ১৩২৬ হিজরীতে এ গ্রন্থটি লিখিত।

(٦)الجراد الديانى على المر تدالقاديانى

"আল জরাদুদ দ্দায়্যানী আলাল মুরতাদিল কাদিয়ানী" এ গ্রন্থটি ১৩২৬ হিজরীতে লিখিত। মির্জা গোলাম আহমদের ৬৯টি কুফরি উক্তির যথার্থ খন্ডনসহ তথ্য নির্ভর প্রমানাদি এতে আলোকপাত হয়েছে।

এছাড়া আ'লা হযরত প্রণীত, 'ফতোওয়ায়ে রিজভীয়াহ,' ৬ষ্ঠ খন্ড ৫১, ৫৯ পৃষ্ঠায় 'আহকামে শরীয়ত' ১ম খন্ড ১২২, ১২৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ফতোওয়া উল্লেখ করা হয়েছে। আ'লা হযরতের মতে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুরতাদ, তাদের জবেহকৃত পশু অপবিত্র ও মৃত, তা ভক্ষণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কাদিয়ানীদেরকে যাকাত দেয়া হারাম, তাদেরকে যাকাত দিলে তা আদায় হবেনা। কাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলমানদের জন্য ফরজ। তাদের কেউ রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যাওয়া, মৃত বরণ করলে জানাযায় যাওয়া মুসলমানদের কবরস্থানে তাদেরকে দাফন করা ও তাদের কবরস্থানে যাওয়া ইত্যাদি অকাট্যভাবে হারাম, হারাম। বিস্তারিত দেখুন ফতোওয়ায়ে রিজভীয়াহ।

শিয়া ও রাফেজীদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরত(রহঃ)'র ভূমিকাঃ

আ'লা হযরত শিয়া ও রাফিজীদের কুফরি আকিদা খন্ডন ও তাদের স্বরূপ উন্মোচনে কয়েকটি কিতাব রচনা করেন।

(١)ردّالرفضة

"রদ্দুর রাফাযাহ রচনাকাল" ১৩২০হিঃ ১৯০২ খৃঃ (রাফেজীদের বিরুদ্ধে)

(٢)اعالى الافادة فى تعزية الهند وبيان الشهادة

"আলীউল ইফাদা ফী তাজিয়াতিল হিন্দ ওয়া বয়ানুশ শাহাদা" ১৩২১ হিঃ ১৯০৩ খৃঃ

(٣) الرائحة العنبرية عن الجمرة الحيدرية

"আর রাইয়িহাতুল আমবরিয়া আনিল জামরাতিল হায়দারিয়া" - ১৩০০ হিঃ ১৮৮২ খৃঃ

(٤)البشرى العاجلة فى تخف اجلة

"আল বুশরা আল আজিলা ফি তোহ্ফি আযিলা" ১৩০০ হিঃ ১৮৮২ খৃঃ

(٥)الادلة الطاعة

"আল আদিল্লাতুত তাআ-ত"

(আযানের অভ্যন্তরে শিয়াদের কলেমা-ই-খলিফা, বর্ধিত করণের কঠোর ভাষায় খন্ডন)

(٦)المتعة الشمعة الشيعة الشفقة

তাফযীল ও তাফসীর সম্পর্কে সাতটি প্রশ্নের জবাব) আল মুতআতুশ শাম'আ আশশিয়াতুশ শাফাকাহ্ ১৩১২হিঃ

(٧)شرح المطا لب في بحث ابي طالب

"শরহুল মাতালিব ফি বাহছে আবি তালিব" (১৩১৬ হিঃ)

সূত্রঃ প্রফেসর ডঃ মসউদ আহমদ কর্তৃক আরবী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ الامام احمد رضا خاں محك حبه علامة السنة وبغضه علامة البدعة "আ'লা হযরত কনফারেন্স স্মরণিকা ২০০০ এ প্রকাশিত পৃষ্ঠাঃ ৮৪। আ'লহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান লিখিত ফিৎনা ফাসাদের নতুন ইন্ধন-

মাসিক তরজুমান সফর সংখ্যা - ১৪১৯ হিঃ

দেওবন্দী চিন্তাধারার সংগঠন 'আন্জুমান সিপাহে সাহাবা' পাকিস্তান এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হক নওয়াব ঝঙ্গভীর উক্তি এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য।

তিনি বলেন- হিন্দুস্থানে বিংশ শতাব্দীতে যে সব আলেম শিয়াদের প্রতি কুফরির ফতোয়া আরোপ করেছেন তম্মধ্যে বেরলভী চিন্তাধারার আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সূত্রঃ মাওলানা হক নওয়াব ঝঙ্গভী কী জাদ্দও জাহদ আওর উন্কা নসবুল আইন ১৯৯০ ইং সনে ঝঙ্গ এ মুদ্রিত ২১ পৃষ্ঠা।

ওহাবী নজদী খারেজী তাবলীগিদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরত (রহঃ)'র ভূমিকাঃ

আ'লা হযরত (রহঃ) ওহাবী, দেওবন্দী, নজদী, খারেজী, তাবলীগি, আক্বিদার খন্ডনে, তাদের ধর্মনাশা উক্তির প্রতিবাদে অসংখ্য কিতাবপত্র রচনা করেন। নিম্নে আংশিক তুলে ধরা হল।

ঃ আল মুতামাদুল মুস্তানাদ রচনাকাল-১৩০৩ হিঃ প্রকাশকাল ১৩২০হিঃ/১৯০২ খৃঃ

ঃ ফতোয়া আল হারামাঈন বি রাজফি নাদওয়াতিল মাঈন ১৩১৭ হিঃ / ১৮৯৯ খৃঃ

ঃ ফতোয়া আল কুদওয়া লি কাশফি দাফিনিন্নাদওয়া ১৩১৭ হিঃ/১৮৯৯ খৃঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ হুসামুল হেরমাঈন আ'লা মানহারিল কুফরি ওয়াল মায়ন ১৩২৪হিঃ/১৯০৬ খৃঃ
ঃ মুবিনুল হুদা ফি নফীয়ী ইমকানিল মুস্তফা-১৩২৪হিঃ ১৯০৬ খৃঃ
ঃ ইকামাতুল কিয়ামাহ-১২৯৯ হিঃ/১৮৮১ খৃঃ
ঃ মুনিরুল আইনাঈন ফি হুকমি তাক্বিবিলি ইব হামাঈন ১৩০১হিঃ ১৮৮৩ খৃঃ
ঃ আনওয়ারুল ইনতিবাহ ফি হাল্লি নাদায়ী ইয়া রাসুলাল্লাহ ১৩০৩ হিঃ ১৮৮৫ খৃঃ
ঃ বারাকাতুল ইমদাদ লি আহলিল ইসতিমদাদ- ১৩১১হিঃ/ ১৮৯৩ খৃঃ
ঃ আল আমনু ওয়াল উলা লি ইনায়াতিল মুস্তফা বিদাফাইল বালায়া, ১৩১১ হিঃ/১৮৯৩খৃঃ
ঃ আযকাল আহলাল বি ইবতাল মা আহাদাসান্নাসু
ফি আমর জামায়াতি সানিয়া ১৩০৫ হিঃ ১৮৮৭ খৃঃ
ঃ সুয়ুফুল আনওয়া আলা যামাযেমুন্নাদওয়া
ঃ আল জাযাউল মুহিয়্যা লানাতু কানাহিয়া, ১৩২০হিঃ/১৯০২ খৃঃ
ঃ সামসামে সুন্নীয়ত বেগুলুয়ে নাজদিয়্যাত
ঃ সাওয়ালাতে উলামা ওয়া জাওয়াবাতে নাদ্ওয়াতুল উলামা
ঃ আন্নিরুশ শিহাবী আলা তাদলীসিল ওয়াহাবী।
ঃ এহলাকুল ওয়াহাবিয়ীন আ'লা তাউহীনে কুবুরিল মুসলেমীন।
ঃ ইতিয়ানিল আরওয়াহ লিদিয়ারিহিম, বাদার রাওয়াহ ১৩২১ হিজরী
ঃ ইসলাহুন নযীর - ১৩২১ হিঃ
ঃ ইযহারুল হক্কুল যলী, ১৩২০ হিঃ গায়রে মুকাল্লিদদের ১৯৬টি প্রশ্নের উত্তর।
ঃ ইকামাতুল কিয়ামাহ আন ত্বাআনিল কিয়ামিন নবী তিহামাহ্ ১২৯৯ হিজরী
ঃ আকমালুল বাহসি আল আহলিল্ হাদিস, ১৩২১ হিঃ
ঃ আনহারুল আনোয়ার - ১৩০৫ হিঃ
ঃ আল ইহলাল বেফায়জিল আউলিয়া বাদাল বেছাল, ১৩০৩ হিজরী
ঃ বযলুল জাওয়ায়েজ আলাদ দোয়ায়ি বাদা সালাতিল জানায়িজ,
১৩১১ হিজরী (জানাযা নামাজের পর দোয়ার বৈধতা প্রমান)
ঃ বারিশে বিহারী বর ছদফে বিহারী ১৩১৫ হিজরী এক নদভীর পত্রের খন্ডন
ঃ আল বারিকাতুশ শারিকাহ আলাল মারিকাতিল মাশারিকা ১৩২৪ হিজরী
ঃ বরীকুল মানার বেসুমুয়িল মাজার, ১৩৩১ হিজরী
ঃ পর্দা দর আমর তসরী, ১৩২৬ হিজরী
ঃ আল জাযাউল মুহায়্যা লিগিলমাতি কানহিয়া, ১৩২০ হিজরী দেওবন্দী আক্বিদার খন্ডন।
ঃ আল হুজ্জাতুল ফায়িহা লিতিবিত তায়্যিন ওয়াল ফাতিহা, ১৩৩৭ হিজরী।

ঃ হল্লে হাতায়িল হত্বে, ১২৮৮ হিজরীতে মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর পত্রের খন্ডন (আরবী ভাষায় লিখিত)
ঃ খোলাসায়ে ফাওয়ায়েদে ফাতওয়া - ১৩২৪ হিজরী
ঃ খোলস ফাওয়ায়েদে ফাত্ওয়া - ১৩১৭ হিজরী
ঃ সাওয়ালাতে হাক্বায়েক নুমা বরদরসে নদওয়াতুল উলামা, ১৩১৩ হিজরী
ঃ আস্ঃ সাহমুশ শিহাবী আলা খিদায়ীল ওয়াহাবী, ১৩২৫ হিজরী
ঃ সামসামিল কাউয়ুম আলা তাজিন নাদাওয়া আবদুল কাউয়ুম- ১৩২১ হিজরী
ঃ ফায়হুন নিসরিন বজাওয়াবিল আস আলাতিল ইশ্রিন- ১৩১১ হিজরী
ঃ গজওয়া লেহাদমে সামাক দারিন্নাদওয়া- ১৩১৩ হিজরী
ঃ আল কাউকাবাতুশ শিহাবিয়্যাহ ফি কুফরিয়্যাতি আবিল ওয়াহাবিয়্যা
ঃ মুরসালাতে সুন্নাত ওয়া নাদওয়া- ১৩১৩হিজরী
ঃ মুর তাযিয়ুল ইজাবাত লিদুয়ায়িল আমুআাত- ১২৯৬ হিজরী
ঃ মাআরিকুল যারুহ আলাত তাওয়াহুবিল মাকবুহ - ১৩২০ হিজরী
ঃ আননায়্যারুশ শিহাবী আলা তাদলিসিল ১৩০৯ হিজরী
ঃ নাহয়ুস সালামাহ ফি হুকমে তাকবিলিল ইবহামাইন ফিল ইকামাহ, ১৩৩ হিজরী।

॥ দুই ॥

সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জন্ম ও শিক্ষাঃ

সৈয়দ আহমদ বেরলভী ১লা মহরম ১২০১ হিজরীতে রায় বেরেলীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মুহাম্মদ ইরফান প্রথমে ছেলের নাম রাখেন মীর আহমদ পরবর্তীতে তিনি সৈয়দ আহমদ নামে প্রসিদ্ধ হন।

সৈয়দ সাহেব যখন চার বৎসর বয়সে উপনীত হন তখন হিন্দুস্তানের প্রচলিত প্রথানুসারে তাকে মক্তবে ভর্তি করা হল, কিন্তু লেখা পড়ার প্রতি তার আগ্রহ ছিলনা "মির্যা হায়রত দেহলভী" এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

বুজুর্গ সৈয়দ বাল্যকালে অস্বাভাবিক নিরবতার কারণে প্রথম শ্রেণীর নির্বোধ হিসেবে গণ্য হলো।

লোকদের ধারণাহলো যে, তাকে শিক্ষা দান করা অনর্থক। সূত্রঃ হায়াতে তৈয়্যবা পৃঃ ৩৮৭ তিনি আরো বলেছেন, তার মেধার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া যাবেনা, কেবল এটুকুই বলা যথেষ্ট মনে করছি যে, তার বাল্যকাল কেন, এমনকি পূর্ণ যৌবন কালেও লেখা পড়ার প্রতি তার স্বভাব ধাবিত হয়নি। সূত্রঃ হায়াতে তৈয়্যবাহ্ পৃঃ ৩৮৯)

pdf By Syed Mostafa Sakib

করীমার বিস্মৃতিঃ

করীমার প্রথম পংক্তি كريما به بخشأ برحال ما বিশেষ প্রার্থনা সূচক এ সংক্ষিপ্ত পংক্তিটি ও তিনদিনে সৈয়দ সাহেবের মুখস্থ হল, এতেও কোন কোন সময় كريما শব্দ ভুলে যান কখনো برحال ما শব্দ স্মরণ থেকে বিস্মিত হয়ে পড়ে। সূত্রঃ মির্জা হায়রত দেহলভী হায়াতে তৈয়্যবাহ্ পৃঃ ৩৯০

সৈয়দ সাহেবের জন্মগত নির্বোধতায় পিতামাতাসহ ওস্তাদরা পর্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো, পরিশেষে তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হল, এ সময়ে তিনি যা অর্জন করেছেন তা তার দুধু ভাই'র বর্ণনা থেকে শুনুন। "তিনি তিন বৎসরের দীর্ঘ সময়ে কুরআনুল করীমের কয়েকটি সূরা পাঠ শিক্ষা করেছেন এবং আরবী বর্ণমালা লিখন শিখেছেন। সূত্রঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কৃতঃ মখজানে আহমদী পৃঃ ১২

জনাব গোলাম রসুল মেহের, ভক্তির অতিশয্যে সৈয়দ ছাহেবকে কাফিয়াও মিশকাত শরীফের দক্ষ পাঠক হিসেবে প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। প্রকৃত সত্য স্বীকারে বাধ্য হন যে, অধিক প্রচেষ্টার পরও সৈয়দ ছাহেবের মনোযোগ জ্ঞানার্জনের প্রতি ধাবিত হয়নি, তিন বৎসর পর্যন্ত মক্তবে গিয়ে কুরআনুল করীমের কয়েকটি সূরা মুখস্ত করেছেন এবং পৃথক বর্ণ লেখা ছাড়া আর কিছু আয়ত্ব হল না। তার বড় ভাই সৈয়দ ইব্রাহিম ও সৈয়দ ইসহাক বার বার লেখা পড়ার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু সম্মানিত পিতা এ তাগিদকে নিতান্ত অহেতুক মনে করেছেন।

সূত্রঃ গোলাম রসুল মেহের কৃতঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৬১

জীবিকার সন্ধানেঃ

পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্ততঃ দু বৎসর পর তিনি জীবিকার সন্ধানে লক্ষ্ণৌ ভ্রমনের ইচ্ছা করলেন, ১৯ বছর বয়সে প্রথমবার রায় বেরেলী হতে লক্ষ্ণৌ গেলেন, যেটা শিয়া সুন্নী মতভেদের কেন্দ্র ছিল।

শিয়া সুন্নী সম্পর্কে অনবিহিতঃ

তখনো সৈয়দ সাহেব শিয়া সুন্নী বিরোধের প্রেক্ষাপট ও ঝগড়ার মূলকারণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। শিয়া সুন্নী মূলনীতি ও আক্বিদা বিশ্বাস সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না, সাধারণ পড়ুয়া ব্যক্তিদের ন্যায় দু চারটি বিষয় তার জানা থাকলেও ধর্মীয় বিষয়ে তার কোন গভীরতা ছিলনা। সূত্রঃ মির্জা হায়রত দেহলভীঃ হায়াতে তৈয়্যবাহ্ পৃঃ ৩৯৫

পীরের চেয়ে মুরীদ যোগ্যঃ

সৈয়দ সাহেব যেহেতু শিক্ষার প্রতি অমনযোগী ছিলেন, বিধায় দ্বীনের প্রচার এবং অন্যকে প্রভাবিত করার বিশেষ যোগ্যতা তার ছিলনা এ প্রসঙ্গে শেখ একরাম লিখেছেন, "ওয়াজ ও তাবলীগের ক্ষেত্রে সৈয়দ সাহেবের সেই যোগ্যতা ছিলো না যা শাহ ইসমাইল শহীদের ছিল"। সূত্রঃ মওজে কাউসার পৃঃ ১৭

সমসাময়িক বুজুর্গদের চেয়ে বড় হওয়ার দাবীঃ

সৈয়দ সাহেবের এটাও ধারণা ছিলো যে, তিনি সম সাময়িক আউলিয়ায়ে কেরামদের চেয়ে অধিক কামিল ও মর্যাদাবান ছিলেন অধিকাংশ সময় এ ধারণা প্রকাশ ও করতেন, কখনো বলতেন, আমি দিল্লীর মাশায়েখদের চেয়ে উত্তম।

মাওলানা জাফর থানেশ্বরী লিখেছেন যে, আমি একদিন মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) এর বাসগৃহে উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় তার কাছে মৌলভী রশীদ উদ্দীন খান উপবিষ্ট হয়ে আলাপরত আছেন, আমি দীর্ঘক্ষন অপেক্ষমান ছিলাম যখনই মাওলানা রশীদ উদ্দীন খান সাহেব চলে যাবেন আমি মাওলানার সাথে কিছু বলব। এমতাবস্থায় আমার প্রতি এলহাম হল যে, যদি তুমি ওদের প্রতি মনোনিবেশ কর আমি তোমাকে সাহায্য করবো না। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুরতুযা খান এর গবেষণা লক্ষ্য করুন।

উক্ত এলহাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে সৈয়দ সাহেবের মর্যাদা মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) এর চেয়ে বড় ছিলো।

সূত্রঃ জাফর থানেশ্বরী কৃতঃ সাওয়ানেহে আহমদী পৃঃ ১২১

হযরত খাজা কুতুব উদ্দীন (রহঃ)'র চেয়ে বড় হওয়ার দাবীঃ

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ সাহেবের ভাগিনা জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ আলীর উক্তি প্রনিধানযোগ্য।

একদিন মোরাক্বাবার জগতে তার সাথে হযরত বখতিয়ার কাকী (রহঃ) এর রুহের সাক্ষাত হল, এমন সময় সৈয়দ সাহেব দেখতে পেলেন যে, একটি পবিত্র নুর খাজা সাহেবের মাথার উপর ছায়া বিস্তার করছে এমন সময় তাকে এটাও দেখানো হল যে, তার মাথার উপর দুটি পবিত্র নুর ছায়া বিস্তার করছে।

সূত্রঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কৃতঃ মাখজনে আহমদী পৃঃ ২৫

খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী যার রুহানী ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে আউলিয়ায়ে কেরামের এক বৃহত্তম অংশ ধন্য, এ মহান সাধককে খাটো করে নিজের প্রশংসায় স্বয়ং ব্যস্ত হয়ে পড়া, মুরাকাবার মতো আধ্যাত্মিক জগতের পবিত্র বিষয় সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের সন্দেহ সৃষ্টির নামান্তর নয় কি?

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিল্লীর মাশায়েখ হযরাত হতে উত্তম হওয়ার দাবীঃ

সৈয়দ সাহেব স্বীয় বুজুর্গী ও আত্মমর্যাদার প্রচার প্রকাশে বড়ই আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি মোরাক্বাবা ও মোয়ামালাতের জগতে দিল্লীর মাশায়েখদের রুহ সমূহের প্রতি মনোনিবেশ করেছি তখন আমি নিজেকে সকল মাশায়েখ এর চেয়ে পরিপূর্ণ ও উত্তম পেলাম। সূত্রঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কৃতঃ মাখজানে আহমদী পৃঃ ২৫

একটি স্বপ্নের দাবীঃ

সৈয়দ সাহেব একদিন স্বপ্নযোগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রাঃ)কে দেখলেন, হযরত আলী (রাঃ) তাকে নিজ হাতে গোসল দিলেন, নিজ হাতে সৈয়দ সাহেবকে উত্তমভাবে যেভাবে পিতামাতা স্বীয় সন্তানকে গোসল দিয়ে থাকে, গোসল করালেন। ফাতেমা (রাঃ) তাকে উত্তম পোষাক পরিধান করালেন। সূত্রঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কৃতঃ মাখজানে আহমদী পৃঃ ২৪

উপরোক্ত স্বপ্নের বর্ণনায় প্রত্যেক পাঠক সমাজে নিম্নবর্ণিত ধারণা সৃষ্টি হবে,

(১) সৈয়দ সাহেবের মুরীদরা এ স্বপ্নকে সত্য মনে করে থাকে এবং সৈয়দ সাহেবের বুজুর্গীর সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করে।

(২) সৈয়দ সাহেব স্বীয় বুজুর্গী প্রমাণে আপন মুরীদদের সামনে এ ধরনের উদ্ভট স্বপ্নের কথা উপস্থাপনে লজ্জাবোধ করেন নি।

মূলকথা হল, সৈয়দ সাহেব স্বীয় বুজুর্গী ও উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। এ কারণে মুরীদদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী যেহেতু গোসল দিয়েছেন হযরত ফাতেমা পোষাক পরিধান করিয়েছেন এর দ্বারা তার বুজুর্গী বৃদ্ধি পাবে, মুরীদের ভক্তি বিশ্বাস ও বাড়বে এ ধারনায় লজ্জাকেও হার মানিয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)'র বংশের বিরুদ্ধে অভিযোগঃ

একথা আশ্চর্য্যের যে, মুসলমান শির্ক থেকে তাওবা করবে, শির্ক তো মুশরিকরা করে থাকে, কিন্তু সৈয়দ সাহেবের পবিত্র হাতে মুসলমানরা শির্ক থেকে তাওবা করেছে তাও কিন্তু হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) এর বংশের লোকেরা। মাওলানা থানেশ্বরী লিখেছেন "তিনি (সৈয়দ আহমদ) দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে সর্বপ্রথম পালত জেলায় যেখানে শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও শাহ আহলুল্লাহ এর নিকটাত্মীয়দের বসবাস ছিল, রওয়ানা হলেন। উক্ত বংশের ছোট বড় নারী পুরুষ স্বাধীন, গোলাম সকলেই তার হাতে

বায়আত গ্রহণে ধন্য হন, সর্বপ্রকার শির্ক বিদয়াত থেকে তাওবা করে একেশ্বর বাদী এবং সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেল"। সূত্রঃ মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী কৃত সাওয়ানেহে আহমদী পৃঃ ৮৫

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ'র বংশধারাঃ

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রহঃ) এর বংশধারা তাঁর ইন্তেকালের পর মুশরিক হয়ে গিয়েছিল এ মর্মে কোন সাক্ষ্য পেশ করা যাবেনা, তবে দুঃখজনক যে, তাঁরা নাকি সৈয়দ সাহেবের হাতে শির্ক থেকে তাওবা করেছেন।

দাওয়াতের দৃশ্যঃ

সৈয়দ সাহেবের অনুসারীরা বিনা কারণে অন্যদের সমালোচনা করে থাকে যে, অন্য সব বুজুর্গরা তাঁদের মুরীদ ও অনুসারীদের নিয়মিত দাওয়াত গ্রহণ ও নজরানা উসুলে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু সৈয়দ সাহেবের দিবা রাত্রির কর্মসূচীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, সৈয়দ সাহেব, দাওয়াত গ্রহণ ও নজরানা উসুলে সদা ব্যস্ত ছিলেন, প্রতীয়মান হয় যে, সৈয়দ সাহেব, দাওয়াত খাওয়া ও নজরানা উসুলে সকলের অগ্রগামী ছিলেন, প্রথমে দাওয়াতের একটি ঝলক লক্ষ্য করুন! অতঃপর নাজরানার তামাশা দেখুন।

অধিকতর মাওলানা আবদুল হাই'র নিকট খাবার রান্না করা হতো, তিনি প্রতিদিনই মাত্রাতিরিক্ত আথিথেয়তা প্রদর্শন করতেন, সৈয়দ সাহেব বারণ করলে তিনি বলতেন, হযরত আপনার নগন্য আরাম ও বিশ্রামের জন্য আমার ঘরও যদি বুকিং হয়ে যায় তা আমি সৌভাগ্য মনে করবো। সূত্রঃ গোলাম রসুল মেহের কৃতঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১২৭

মাওলানা আবদুল হাই আলেম হওয়া সত্বেও আড়ম্বর পূর্ণ দাওয়াতের ব্যবস্থা করে অতিরিক্ত অপচয় করে কোরআনের বিধান উপেক্ষা করেছেন। পবিত্র কুরআনে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কবরস্থানে দাওয়াতঃ

মাগরীবের সময় সমকনী পৌঁছলে সেখানে 'শেখ ওমর' নামে এক বুজুর্গ ব্যক্তির কবর ছিল তাঁর আওলাদের একজন মেয়ে লোক কবরস্থানে দায়িত্ববান ছিলেন, তিনি সকল সৈন্যদের জন্য খাবার তৈরী করলেন, এর মধ্যে খিচুড়ি মাংস এবং রুটিও ছিলো।

সূত্রঃ গোলাম রসুল মেহের কৃতঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৩৯৫

খাবারের দাওয়াতো ছিলো দরগাহ এর মোতাওয়াল্লীয়ার পক্ষ থেকে দরগাহের ভিতরে, কিন্তু কারো কোন আপত্তি ছিলো না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাওয়াত ও নাজরানাঃ

সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম বড় গুরুত্ব সহকারে দাওয়াত দিলেন অন্যান্য হাদিয়া ছাড়াও একটি মহিষও সৈয়দ সাহেব সমীপে নজরানা দিলেন, যা দেখতে অস্বাভাবিক মোটা তাজা ছিল দেখতে হাতির বাচ্চা মনে হচ্ছিল।

সূত্রঃ গোলাম রসুল মেহের কৃতঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৩৯৫

ইংরেজের দাওয়াতঃ

সৈয়দ সাহেবের ভাগিনা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী লিখেছেন যে, যখন এশার নামায সম্পন্ন হলো প্রহরীরা আরজ করলো, কিছু সৈন্য আমাদের দিকে আসছে ইত্যিবসরে দেখতে পেলো যে, ঘোড়ার উপর আরোহী একজন ইংরেজ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য নিয়ে নৌকার সন্নিকটে দন্ডায়মান, জিজ্ঞাসা করলেন, পাদ্রী সাহেব (ধর্ম গুরু) কোথায় যাচ্ছেন? সৈয়দ সাহেব উত্তর দিলেন, আমি এ স্থানে আছি আপনি আসুন! ইংরেজ তৎক্ষনাৎ ঘোড়া থেকে নেমে স্বীয় মস্তক থেকে সাহেবী টুপি খুলে সৈয়দ সাহেবের নিকট হাজির হলেন, আরজ করলেন, আমি আমার কর্মচারীদেরকে আপনার কাফেলার আগমনী সংবাদ অবগতির জন্য নিয়োজিত রেখেছি আজকেই সংবাদ পেয়েছি আপনি কাফেলাসহ এদিকে আগমন করেছেন। এ শুভসংবাদ শুনে আমি প্রস্তুতকৃত খাদ্য নিয়ে আপনার খেদমতে হাজির হলাম।

সূত্রঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কৃতঃ মাখজনে আহমদী পৃঃ ২৭

তিনি যদি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে থাকেন, ইংরেজ কর্তৃক খাবার নিয়ে তার আগমনের অপেক্ষায় দন্ডায়মান কেন? যেখানে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে আপোষহীন ভূমিকার কারণে আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ)কে, আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে অন্ধকার প্রকোষ্টে দিনাতিপাত করে তিলে তিলে মূল্যবান জীবন বিসর্জন করতে হয়েছে সেখানে সৈয়দ সাহেবের প্রতি ইংরেজদের এত অন্তরঙ্গ প্রীতি ও আথিতেয়তা প্রদর্শনের মহড়া কেন? এটা কি প্রকাশ্য ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের বাহানা গোপনে ইংরেজদের সাথে তার সুসম্পর্কের প্রমান নয় কি?

আর্থিক অনটন ও নাজরানা গ্রহণঃ

সৈয়দ সাহেব আর্থিক অভাব অনটনে জীবন অতিবাহিত করেন। জীবিকা অর্জনের জন্য লক্ষ্ণৌ সফর করলেন, সেখানেও সফল হননি এক ভদ্রলোক নিজ ঘর থেকে দৈনিক দুবেলা

খাবার দানে সম্মত হন, সৈয়দ সাহেব নিয়মিত যেতেন এবং খাবার নিয়ে আসতেন। পরে কতিপয় ওহাবী সমর্থকরা উদ্দেশ্যে প্রনোদিতভাবে যখন তার বেলায়ত প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন সবদিক থেকে হাদিয়া নজরানা আসা শুরু হল, যদ্ধারা তিনিও তার ভক্তরা সানন্দে দিনাতিপাত করতে থাকেন, নজরানা চাঁদা ও সাদকা উসুলের স্বতন্ত্র অন্য কোন আমদানী তার ছিল না, আর্থিক অনটনের এ যুগসন্ধিক্ষণে তিনি দূর দূরান্ত থেকে কোন নজ রানা ও দান সাদকা আসার অপেক্ষায় থাকতেন, নৈরাশ হয়ে পড়লে কর্জ নিয়ে দিনাতিপাত করতেন, জনাব গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন, তিনি তার এক বন্ধু শাহ মীর থেকে দুশত টাকা কর্জ নিয়েছেন। নজরানার টাকা আসলে তা পরিশোধ করেন।

সূত্রঃ গোলাম রসুল মেহের প্রণীত সিরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১২৩

কিন্তু তিনি যখন পিতৃভুমি গেলেন তখন নজরানা আসা অনেক কমে গেল। কষ্টের সাথে দিন চলতে লাগল মাওলানা জাফর থানেশ্বরী লিখেছেন,

নিজ দেশে পৌছার পর নজর নেওয়াজের আমদানী ও বন্ধ হয়ে গেল।

সূত্রঃ মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী কৃতঃ সাওয়ানেহে আহমদী পৃঃ ৯৩

বিধবা বিবাহঃ

সৈয়্যদ সাহেবের বুজুর্গী বর্ণনায় ইসলামী খেদমতের আড়ালে বিধবা রমনীদের বিবাহের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করা হয়, যে সময়ে মুসলিম মহিলাদের দ্বিতীয় বিবাহ দোষের মনে করা হতো সৈয়দ সাহেব সেই সুন্নাতকে নাকি পুনরুজ্জীবিত করেছেন! কিন্তু লক্ষনীয় হচ্ছে যে, সৈয়দ সাহেবের মুখে দ্বিতীয় বিবাহের শব্দ তখনই উচ্চারিত হয় যখন তার বড় ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক ইন্তেকাল করল এবং তার যুবতী স্ত্রী সৈয়্যদা ওলীয়া বিধবা হলেন, সৈয়দ সাহেব সেই সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, সৈয়দ সাহেব তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন, পূর্বের স্বামী যেহেতু জ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিকতার অধিকারী ছিলেন সেহেতু সৈয়দা ওলীয়া সৈয়দ সাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দিলেন। সৈয়দ সাহেবের জীবনী লেখক সৈয়্যদা ওলীয়ার প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করতে গিয়ে বলেন তিনি দ্বিতীয় বিবাহকে দোষ মনে করে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন সত্বেও সৈয়দ সাহেব পর্যায়ক্রমে দু-তিন মাস প্রচেষ্ঠার পর বড় ভাইয়ের যুবতী বিধবা স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন।

সূত্রঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কৃতঃ মাখজানে আহমদী পৃঃ ৪৫

মাওলানা আশরাফী আলী থানবী কর্তৃক সত্যায়িত কিতাব "আরওয়াহে সালাছা"-এ-উক্ত বিবাহ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, সৈয়দ সাহেব শাদী করেছেন, নামাজে কিছুক্ষণ বিলম্বে আসলে মৌলভী (আবদুল হাই) সাহেব চুপ রইলেন। হয়ত নতুন শাদী হওয়ায় কিছুক্ষণ দেরী হল

pdf By Syed Mostafa Sakib

পূর্বের দিনও অনুরূপ ঘটেছিল যে, সৈয়দ সাহেবের এত দেরী হল যে, প্রথম তাকবীর চলে গেল, মৌলভী আবদুল হাই সালাম ফিরার পর বললো যে, আল্লাহর ইবাদত হবে নাকি বিবাহের আনন্দ! সূত্রঃ আশরাফ আলী থানবী কৃতঃ আরওয়াহে সালাছা পৃঃ ১৪২

অর্থাৎ সৈয়দ সাহেব এ বিবাহে এতো অধিক মুগ্ধ হলেন যে, একনিষ্ট মুরীদ মাওলানা আবদুল হাইকে পর্যন্ত মুখ খুলতে হল, সৈয়দ সাহেবের এ ধরনের সুন্নত পুনরুজ্জীবনে পর শাহ ইসমাইল স্বীয় বিধবা স্ত্রী রোকেয়াকে জোরপূর্বক আবদুল হাই বুড়হানবীর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। সূত্রঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কৃতঃ মাখজানে আহমদী পৃঃ ৪৫

তাদের দাবী হলো এ দুটি বিবাহে হিন্দুস্থানের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। হাজার হাজার বিধবা রমনীদের দ্বিতীয় বিবাহ সংগঠিত হলো, কিন্তু অবস্থা ও বাস্তব ঘটনাবলী এ দাবীর সমর্থন করেনা। বরং প্রদীপের নীচে অন্ধকার মনে হল, সৈয়দ সাহেবের তিনজন স্ত্রী ছিলো, সৈয়দা জোহরা, সৈয়্যদা ওলীয়া, সৈয়্যদা ফাতেমা। তিনজনের মৃত্যু তারিখ নিম্নরূপঃ

(১) সৈয়্যদা জোহরা মৃতঃ ৪ শাওয়াল ১২৭৯ হিজরী ২৫ মার্চ ১৮৬৩ খৃঃ

সূত্রঃ গোলাম রসুল মেহের কৃতঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৮২২

(২) সৈয়্যদা ওলীয়া মৃতঃ ১৮ রজব ১২৬২ হিঃ ১২ জুলাই ১৮৪৬ খৃঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২৩

(৩) সৈয়্যদা ফাতেমা মৃতঃ ১৯০০ খৃঃ। এর সম্পর্ক শিয়ার ইসমাইলী ফিরকার সাথে ছিলো, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২৪

সৈয়দ সাহেবের ইন্তেকালের পর সৈয়্যদা জোহরা ৩২ বৎসর সৈয়দা ওলীয়া ১৬ বৎসর সৈয়দা ফাতেমা ৬৯ বৎসর পর্যন্ত বিধবা ছিলেন। কোন বিবাহ করেননি। অনুরূপ অবস্থা সৈয়দ সাহেবের দু কন্যাদের ছিলো।

(১) সৈয়্যদা সায়েরার বিবাহ সৈয়দ ইসমাইল বিন ইসহাকের সাথে হয়েছিল। দুজনের মৃত্যুর তারিখ নিম্নরূপঃ সৈয়দ ইসমাইল বিন ইসহাক ৭ জমাদিউল আউয়াল ১২৮০ হিঃ ২০ অক্টোবর ১৮৬২ খৃঃ মৃত্যু বরণ করেন, সৈয়্যদা সায়েরা তারপর ২৮ রজব ১৩০১ হিঃ ২৬মে ১৮৮৪ সোমবার দিবসে ইন্তেকাল করেন। সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২৪

(২) দ্বিতীয় কন্যা সৈয়্যদা হাজেরার বিবাহ সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফের সাথে হল। সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ ১৬ শাওয়াল ১২৬৬ হিজরী ২৫ আগষ্ট ১৮৫০ খৃঃ ইন্তেকাল করেন। সৈয়দা হাজেরা এর পর ৬ রবিউস সানী ১২৭৬ হিঃ ৬ নভেম্বর ১৮৫৯ খৃঃ ইন্তেকাল করেন। সৈয়্যদা সায়েরা ২১ বৎসর সৈয়্যদা হাজেরা ১০ বৎসর পর্যন্ত বিধবা ছিলেন, দ্বিতীয় বিবাহ করেননি এতে সুন্নাত পুনরুজ্জীবনের বিষয়ের বাস্তবতা উম্মোচিত হল এবং ভিত্তিহীন উক্তির স্বরূপ উদঘাটিত হল, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২৪

হেরম শরীফের মুয়াজ্জিনকে (রাযীম) শয়তান আখ্যা দেয়া হলঃ

সৈয়দ সাহেব মক্কায় মোকাররমায় পৌছেন, দিবারাত্রি বায়তুল্লাহ শরীফের ছায়াতলে অতিবাহিত করেছেন, তখন সৈয়দ আহমদ সাহেবের এক মুরীদ মৌলভী আবদুল হক, স্বল্পজ্ঞানী ও তীক্ষ্ণ মেজাজের লোক ছিলেন, মাওলানা আবদুল ফাত্তাহ গুলশান আবাদী লিখেছেন যে, তারা হেরম শরীফের মুয়াজ্জিনকে রাযীম তথা শয়তান বলেছেন। ফজরের আজানের শুরুতে হেরম শরীফের চতুর্দিক মিনারার উপর মুয়াজ্জিন উচ্চস্বরে দরুদ সালামের শব্দ উচ্চারণ করতেন। (মৌলভী আবদুল হক) তাকে রজীম (শয়তান) বলেছেন। সূত্রঃ আবদুল ফাত্তাহ গুলশান আবাদী কৃতঃ তোহফায়ে মোহাম্মদীয়া পৃঃ ১১৮

বর্তমানেও আজানের আগেও পরে দরুদ সালাম পাঠকারীদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ সাহেবের অনুসারীরা বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন, নাজায়েজ, শরীয়ত বিরোধী, মন্তব্য করে থাকেন। এ বিষয়ে আল্লামা ডঃ কাউকাব নূরানী লিখিত আমার অনুদিত আজান ও দরুদ শরীফ পুস্তকটি দেখুন।

হেরম শরীফে পৃথক জামাতঃ

সৈয়দ সাহেব প্রতিটি বিষয়ে নিজস্ব স্বতন্ত্র মতামত প্রকাশ করার প্রচেষ্টা চালাতেন। হেরম শরীফে ও এ অবস্থা হয়েছিল যে, গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন, সৈয়দ সাহেব স্বীয় মুরীদদের নির্দেশ দিলেন যে, যখন অন্য লোকদের জামাত শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা জামাতে দাড়াবে। সূত্রঃ গোলাম রসুল মেহের কৃতঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ২২২

জামাত ত্যাগের যে কোন কারণ হতে পারে, আমরা প্রথমতঃ জামাত ত্যাগ করাকে অধিক ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ মনে করি। এটাও হতে পারে যে, ইমাম ছাহেবের আক্বিদা সৈয়দ সাহেবের আক্বিদা বিরোধী ছিল। এ কারণে প্রথম জামাত বর্জন করেছেন। সে সময়ে পবিত্র মক্কা ভূমিকাতে তুর্কী শাসকদের রাজত্ব ছিল, যারা ধর্ম বিশ্বাসে সুন্নী আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে এ ধারণাটি শক্তিশালী মনে হয়। সূত্রঃ হাক্বায়িকে তাহরিকে বালাকোট কৃতঃ শাহ হোসাইন গরদিযী পৃঃ ৬৩

ইংরেজদের সাথে সম্পর্কঃ

সৈয়দ সাহেব হজ্ব থেকে ফিরার পর শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন, এ পর্যায়ে ইংরেজদের শাসনকালে জিহাদের জন্য চাঁদা এবং লোক সংগ্রহের জন্য সর্বত্র ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু ইংরেজরা তার কাজে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, এতে প্রতীয়মান হল যে, ইংরেজরা সৈয়দ সাহেবের কর্ম তৎপরতায় এ মর্মে সজাগ ও নিশ্চিত ছিলো যে, তিনি যত সব করেছেন তা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিলোনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যথায় ইংরেজ অধ্যুষিত সমাজে চাঁদা সংগ্রহ, জিহাদের সরঞ্জামাদি সহ লোক সংগ্রহের তৎপরতাকে ধূর্ত ইংরেজরা কোন মতেই মেনে নিতো না। প্রকৃত পক্ষে ইংরেজদের সাথে সৈয়্যদ সাহেবের সম্পর্ক ও ঘনিষ্টতা শিখদের সাথে জিহাদের প্রস্তুতির অনেক পূর্ব থেকেই ছিল, যখন থেকে সৈয়দ সাহেব আমীর খানের সৈন্যদলে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন (যাকে পরবর্তীতে নওয়াব টুংকু বলা হয়েছে)

মির্জা হায়রত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ১২৩১ হিজরী পর্যন্ত সৈয়্যদ আহমদ সাহেব আমীর খানের অধীনে কর্মরত ছিলেন। সৈয়দ সাহেবের জিহাদ ছিলো শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, এ প্রসঙ্গে জনাব শেখ মুহাম্মদ একরাম লিখেছেন যে, ইংরেজরা সেই সময় সৈয়দ সাহেবের প্রকাশ্য জিহাদ এবং তার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। সূত্রঃ মওজে কাউসার কৃতঃ শেখ মোহাম্মদ একরাম পৃঃ ১৮

আরো একজন আহলে হাদিস মতাবলম্বী মাওলানা ফযল হোসাইন বিহারীর উক্তি এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য, তিনি শাহ ইসমাইল স্বীয় শায়খে তরীক্বত সৈয়দ আহমদ সাহেবকে ইমাম স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমানদের একটি দলের সাথে জিহাদের জন্য পাঞ্জাবে পৌঁছেন। ইংরেজ গভর্ণমেন্ট তাদের এহেন ইচ্ছার প্রতিফলনে কোন প্রকার অন্তরায় ও কঠোরতা সৃষ্টি করেনি। সূত্রঃ আল হায়্যাত বাদাল মামাত কৃতঃ মাওলানা ফযল হোসাইন বিহারী পৃঃ ২৩

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজ সরকার সৈয়দ সাহেবকে শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজ অধ্যুষিত এলাকায় জিহাদের জন্য চাদা সংগ্রহ ও লোক সমবেত করার নিমিত্তে খুশী মনে অনুমতি দিয়েছিল। সৈয়দ সাহেব কর্তৃক ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ বিরোধীতার আশংকাও যদি দেখা দিতো তারা কখনো এ ধরনের জিহাদের অনুমতি দিতো না, এবং সৈয়দ সাহেবের প্রতি ইংরেজ সরকার এতটুকু আস্থাবান ছিলো যে, অভিযোগ করা সত্বেও তারা সেদিকে দৃষ্টিপাত করেনি এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন যে, আজিমাবাদ (পাটনায়) কিছু শিয়ারা ইংরেজ শাসককে অভিযোগ করলো যে, সৈয়দ সাহেব যিনি বহু লোক নিয়ে এখানে এসেছেন, আমরা শুনেছি তার ইচ্ছে হলো জিহাদ করা এবং তিনি বলেছেন আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। ইংরেজ শাসক এটাকে বিদ্বেষ প্রসুত মনে করল এবং তাকে সতর্ক করে দেয়া হল যেন আগামীতে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিদ্বেষমূলক কথা বর্ণনা করা না হয়।

সূত্রঃ সিরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ কৃতঃ আবুল হাসান আলী নদভী ১ম খন্ড ২৪২

অভিযোগ সত্বেও ইংরেজ শাসক তা খন্ডন করেছিল এবং অভিযোগকারীকে সতর্ক করা হল যেন ভবিষ্যতে সৈয়দ সাহেবের শানে এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা না হয়।

সেই সব লোক যারা সৈয়দ সাহেবকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কর্ণধার ও আপোষহীন

সংগ্রামী মুজাহিদ হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন তাদের দাবী সত্যের অপলাপ ও বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়, তাদের দাবী নিতান্ত মনগড়া ভিত্তিহীন ও ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর। সৈয়দ আহমদ সাহেবের প্রধান খলিফা ইসমাইল দেহলভী সৈয়্যদ সাহেবের অনুসরণে ইংরেজদের প্রতি কতটুকু অনুগত ও আন্তরিক ছিলেন দেখুন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী লিখেছেন-

এটাও বিশুদ্ধ বর্ণনা যে, কলিকাতা অবস্থানকালে যখন একদিন মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদ ওয়াজ করতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি মাওলানার কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করল যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সঠিক কিনা? এর উত্তরে মাওলানা বললেন, এমন নিরপেক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে কোনভাবে জিহাদ করা সঠিক নয়।

সূত্রঃ মাওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী কৃতঃ সাওয়ানেহে আহমদী পৃঃ ১৭১

কলিকাতায় মাওলানা ইসমাইল সাহেব যখন জিহাদ প্রসঙ্গে ওয়াজ শুরু করেছেন এবং শিখদের জুলুম নির্যাতনের ধরণ বর্ণনা দিচ্ছেন তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া কেন দেননি? তিনি উত্তর দিলেন ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোনভাবে ওয়াজিব নয়।

প্রথমতঃ আমরা তাদের অধীনস্ত প্রজা, দ্বিতীয়তঃ আমাদের ধর্মীয় বিধানাবলী পালনে তারা বিন্দু মাত্র হস্তক্ষেপ করছেনা ওদের রাজত্বে আমাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা রয়েছে বরং কেউ ওদের উপর আক্রমন করলে আক্রমনকারীদের প্রতিরোধ করা মুসলমানের উপর ফরজ। যেন নিজেদের সরকারের উপর কোন প্রকার ক্ষুত আসতে পারে না।

সূত্রঃ মির্জা হায়রত দেহলভী কৃতঃ হায়াতে তৈয়্যবাহ পৃঃ ৪২৩

বর্ণিত উদ্ধৃতির আলোকে পরিষ্কার প্রতিভাত হল যে, যেই যুগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল সময়ের দাবী এবং সর্বস্তরের জনগন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার লক্ষ্যে বলিষ্ট নেতৃত্ব ও ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলো।

একারণেই ইংরেজ দৌরাত্ব ও তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির উত্থান ঠেকাতে একটি সঠিক জবাব পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রশ্নকারী ব্যক্তি ইসমাইল দেহলভী সমীপে প্রশ্ন রেখেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলো, তিনি প্রশ্নকারীর মর্ম অনুধাবন করা সত্বেও সঠিক সমাধান দানে ব্যর্থ হন, বরঞ্চ জবাব দিলেন কেউ ইংরেজদের উপর আক্রমণ করলে মুসলমানদের উপর তা প্রতিরোধ করা ফরজ। দেখুন ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নমুনা। ইংরেজ প্রীতি ও চরম আনুগত্য প্রদর্শনে এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে? যিনি ইংরেজদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর করনীয় দায়িত্ব সাব্যস্ত করেছেন। এ ধরনের ইংরেজ ভক্ত বুজুর্গদেরকে সত্যিকার সুন্নী ওলামারা যখন ইংরেজদের মদদপুষ্ট

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুচর ও বৃটিশের বেতনভুক্ত দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেন তখন তাদের অন্তরে কষ্ট লাগে। জনাব শায়খ একরাম লিখেছেন, যখন তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে গমন করতেন কোন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো আপনি এতদুরে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে কেন যাচ্ছেন? ইংরেজরা যারা এ রাষ্ট্রে শাসক এরা কি দ্বীন ইসলামের শত্র নয়? ওদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে হিন্দুস্তান রাষ্ট্রকে মুক্ত করুন, এখানে লক্ষ জনতা আপনার সহযোগি ও সাহায্যকারী হবে। সৈয়দ সাহেব উত্তর দিলেন ইংরেজ সরকার যদিওবা ইসলামের অস্বীকারকারী কিন্তু মুসলমানদের উপর কোন প্রকার নির্যাতনও সীমালংগন করছেনা এবং মুসলমানদেরকে ধর্মীয় ফরজ এবং আবশ্যকীয় ইবাদত থেকেও বাধা দিচ্ছেনা।

সূত্রঃ মাওজে কাউসার কৃতঃ শায়খ মুহাম্মদ একরাম পৃঃ ২

কত স্পষ্ট প্রশ্ন! কিরূপই স্পষ্ট জবাব! এরপরও যারা সৈয়দ সাহেবকে ইংরেজ শত্রুতার কণ্ঠস্বর প্রমান করতে চায় তাদের ভিত্তিহীন উক্তি মস্তিস্ক বিকৃতির নামান্তর বৈ কি?

মাওলানা মনজুর নোমানীর সম্পাদিত লক্ষ্নৌ থেকে প্রকাশিত মাসিক আল ফুরকান এর বর্ণনা শুনুন।

প্রসিদ্ধ কথা হলো, তিনি ইংরেজ বিরোধিতার কোন ঘোষণা করেননি বরং কলিকাতা ও পাটনায় ওদের সাথে সহযোগিতার কথা প্রকাশ করেছেন এবং এটাও প্রসিদ্ধ যে, ইংরেজরা অনেক ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য ও করেছেন।

সূত্রঃ মাওলানা মনজুর নোমানী কৃতঃ আল ফুরকান লক্ষ্নৌ শহীদ নম্বর ১৩৫৫ পৃঃ ৭৬

মাওলানা জাফর থানেশ্বরী সৈয়দ সাহেবের অবদান চিত্রায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন, সৈয়দ সাহেব কর্তৃক ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা কখনো ছিলনা। তারা ওদের স্বাধীন তৎপরতাকে নিজেদেরই তৎপরতা মনে করতেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সময় ইংরেজ সরকার যদি সৈয়দ সাহেবের বিরোধী হতো সৈয়দ সাহেব হিন্দুস্তান থেকে কোন প্রকার সাহায্যই পেতেন না। সেই সময় শিখদের ক্ষমতা খর্ব হওয়াটাই ইংরেজ সরকারের আন্তরিক কাম্য ছিল।

সূত্রঃ সাওয়ানেহে আহমদী কৃতঃ মাওলানা জাফর থানেশ্বরী পৃঃ ১৩৯

দেওবন্দী মতাদর্শের শীর্ষ মাওলানার নির্ভরযোগ্য উক্তি এক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন! জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনী স্বীয় "নকশে হায়াত" গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড ১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যখন সৈয়দ সাহেবের ইচ্ছা হলো ইংরেজরা শান্তিমনে নিশ্চিত হলো, এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রস্তুতিকল্পে সৈয়দ সাহেবকে সাহায্য করলো।

দেওবন্দ শায়খুল হাদিসের বর্ণনা কি মিথ্যা? তিনি সত্য গোপন করেছেন! নাকি প্রকৃত

বিষয়ে অনবগত ছিলেন? এ প্রকারের প্রশ্নমালা তখনই অন্তরে সৃষ্টি হবে যখন সৈয়দ সাহেব এর জিহাদকে শিখদের পরিবর্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালনার প্রয়াস চালানো হয়।

তখনকার সময় ইংরেজদের সামনে মুসলমান ও শিখ দুটি বৃহৎ শক্তি ছিল, ইংরেজরা বড় ধুর্ততার সাথে সৈয়দ সাহেবের কাজে সহযোগিতা করে ছিলেন যেন দুটি স্থানীয় শক্তি পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে পড়ে, একটি শক্তি যদি নিঃশেষ হয়ে যায় ইংরেজরা একচেটিয়া অন্য শক্তিকে নির্মুল করা সহজ হবে। আর যদি উভয় শক্তি নির্মূল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ও ইংরেজরাই লাভবান হবে, সৈয়দ সাহেবের আন্দোলনে ইংরেজদের তাৎক্ষনিক উপকার সাধিত হয়েছে। মুসলমান এবং শিখদেরদৃষ্টি ইংরেজ থেকে সরিয়ে একে অন্যের পিছনে লেগে পড়লো ফলে ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হল।

সত্য সমাগত বাতিল অপসৃতঃ

সত্য গোপন করলে গোপন হয় না একদিন সত্য প্রকাশিত হবেই। সৈয়দ সাহেব নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন প্রয়াসে, ইংরেজদের সাথে নিজের সম্পর্কের কথা গোপন করার যত চেষ্টাই করুক কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সফল হননি। তাঁর স্বরূপ উম্মোচিত হয়েছে সৈয়দ সাহেব যেখানে গিয়েছেন তার ইংরেজ প্রীতির কথা প্রথমেই ওখানে পৌঁছে গেছে। জনাব গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন, ইংরেজরা তাকে (সৈয়দ সাহেবকে) তোমাদের রাজ্যের অবস্থা অবগতির জন্য গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেছে।

সূত্রঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ কৃতঃ গোলাম রসুল মেহের পৃঃ ২৮৪

সৈয়দ সাহেব একটি প্রতিনিধিদল শাহ বোখারার নিকট সাহায্য গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন, ইংরেজ প্রীতির সংবাদ যেহেতু সেখানে পৌঁছে ছিল সেহেতু তিনি সফলকাম হননি। প্রতিয়মান হলো মুহাম্মদ ইসমাইল পানি পথী লিখেছেন, যখন হযরত শহীদ জিহাদের সংকল্পে সিন্ধু প্রদেশ এবং সীমান্ত প্রদেশে এলাকায় প্রবেশ করলেন (সে সময় এ অঞ্চল ইংরেজদের দখলভুক্ত ছিলনা) তখন তার সম্পর্কে ব্যাপক সন্দেহ করা হতো যে, তিনি ইংরেজদের গোয়েন্দা ছিলেন এ সন্দেহের ভিত্তি ছিলো হযরত শহীদ এর সম্পর্ক ইংরেজদের সাথে অত্যন্ত সন্তোষজনক স্তরে ছিল।

সূত্রঃ হাশিয়ায়ে মাকালাতে স্যার সৈয়দ আহমদ ষষ্ঠদশ অধ্যায় পৃঃ ২৫১

বর্তমানে যে সব লোকেরা সৈয়দ সাহেবকে ইংরেজদের শত্রু প্রমানে ভিত্তিহীন পক্ষাবলম্বন করেছে মিথ্যা ও মনগড়া উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়েছে তাদের উচিৎ আন্তরিকভাবে এ প্রকৃত

pdf By Syed Mostafa Sakib

সত্যটি মনে প্রানে গ্রহণ করে নেয়া যে, সৈয়দ সাহেব একজন ইংরেজদের বিশ্বস্থ বন্ধু ছিলেন। তিনি কখনো ইংরেজদের সাথে কোন প্রকারের শত্রুতায় লিপ্ত হননি।
সূত্রঃ খাকায়েকে তাহরিকে বালাকোট কৃতঃ শাহ হোসাইন গরদিযী পৃঃ ৭৬

সৈয়দ সাহেবে'র জিহাদ ইংরেজ বিরোধী ছিলনা শিখদের বিরুদ্ধে ছিলঃ

সৈয়দ সাহেব ইংরেজদের সার্বিক সহায়তা ও আর্থিক মদদপুষ্ট হয়ে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন, যেহেতু ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে সীমান্তচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, সৈয়দ সাহেবের পক্ষে হিন্দুস্থানের সীমান্ত হতে পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ করা সহজ ছিলনা এজন্যে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের রাস্তা হয়ে পেশোওয়ারে উপনীত হন এবং জিহাদী তৎপরতা শুরু করেন। সৈয়দ সাহেব নিজের একটি চিঠিতে বলেছেন, এ অধমের মোয়ামেলা লেনদেন দিবালোকের সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আমি বিদ্রোহী ও শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। সূত্রঃ মাকতুবাতে আহমদী কৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী পৃঃ ২৩৬

এছাড়াও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সৈয়দ সাহেবের উপর এলহাম হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী প্রণীত "মাকতুবাতে আহমদী" ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সৈয়দ সাহেবের এলহাম প্রমাণ করেছে যে, তিনি লম্বা গোফধারী কাফির অর্থাৎ শিখদের মূলোৎপাটনে আদিষ্ট ছিলেন। এসব তো সৈয়দ সাহেবের নিজের বর্ণনা যার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ বা বিকৃতি নেই। আজ পর্যন্ত কেউ উপরোক্ত উদ্ধৃতি বিকৃতির অপবাদ ও আরোপ করেনি। সৈয়দ সাহেবের সমর্থক প্রচারকরা ও একথা বলে থাকেন যে, সৈয়দ সাহেব শিখদের বিরোধী ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকায় গমন করেছেন, এরপরও যারা সৈয়দ সাহেবকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে প্রচার করতে চায় তাদের বক্তব্যে সৈয়দ সাহেবের উক্তির বিরোধীতার নামান্তর নয় কি?

সৈয়দ সাহেবের খলিফা শাহ ইসমাইল দেহলভীর বর্ণনা শুনুন।

মৌলভী ইসমাইল সাহেব এ মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, ইংরেজ সরকারের বিপক্ষে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে জিহাদ ওয়াজিব নয়, তাদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই, আমরা কেবল শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের ভাইদের প্রতিশোধ নেব।

সূত্রঃ হায়াতে তৈয়্যবাহ্ কৃতঃ মির্জা হায়রত দেহলভী পৃঃ ২৩২

সৈয়দ সাহেবের জীবনী রচয়িতা গোলাম রসুল মেহের এর উপর দেড়শত বৎসর পর নতুন ভাবে এলহাম হল, সৈয়দ সাহেব ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিলেন, যদিও ইংরেজ বিরোধীতা প্রমানে সৈয়দ সাহবের একটি উক্তি ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়নি, তথাপি এ ধরনের হাস্যকর উক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে জলন্ত ইতিহাস বিকৃতি ছাড়া আর কি হতে পারে?

আমিরুল মুমেনীন হওয়ার উচ্চ বিলাসঃ

শায়দু যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর মুজাহেদীনের মধ্যে শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১২ জমাদিউস সানী ১২৪২ হিজরী হুণ্ড নামক স্থানে হিন্দুস্তানী মুজাহিদ ও ওলামাদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে মুসলমানদেরকে একজন আমীর এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করার আবেদন করা হয়। এতে সৈয়দ সাহেব স্বঘোষিত আমিরুল মুমেনিন উপাধিতে ভূষিত হন। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম শাসকের যেসব যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুনাবলী থাকার শর্ত রয়েছে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো পুতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ইসলামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনাকারী মহান ব্যক্তিদের শানে ব্যবহৃত "আমিরুল মুমেনীন" উপাধি যে কোন ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা ইসলামী পরিভাষার অপপ্রয়োগ ও অসম্মানের শামিল।

আমিরুল মুমেনীন অস্বীকারকারী বিদ্রোহীঃ

শাহ ইসমাইল দেহলভীর জানা ছিল যে, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা আক্বিদাগত মত বিরোধের কারণে ওদের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো। একারণে অগ্রভাগে ওরা পঞ্জতার সমাবেশে উপস্থিত ওলামাদের থেকে ফতোয়া নিয়ে নিলো।

(১) ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইমামের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা কঠোর গুনাহ ও মারাত্মক অপরাধ।

(২) বিরোধীদের ঔদ্ধত্যে এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, যুদ্ধ ছাড়া তার মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। তখন বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য তরবারী ধারণ করা এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইমামের নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

(৩) উক্ত যুদ্ধে ইমামের (সৈয়দ আহমদের) সৈন্যদের থেকে যে ব্যক্তি নিহত হবে তাকে শহীদ ও মুক্তি প্রাপ্ত মনে করতে হবে। বিদ্রোহী নিহত সৈন্যদেরকে ধর্মচ্যুত ও জাহান্নামী মনে করতে হবে। ওদের অবস্থা অধিকাংশ ফাসিক যেমন ব্যভিচারী এবং দস্যুদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। যেহেতু ফাসেকের জানাযা নামাজ ওয়াজিব। কিন্তু বিদ্রোহীদের জানাযা নামাজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

জায়েজ নেই। সূত্রঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ কৃতঃ গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৪৬৩

দেখুন! কত নিষ্টুর ও অমানবিক আচরণ! কোন ব্যক্তি ন্যায় সঙ্গত পন্থায় সৈয়দ সাহেবের বিরোধী হলে তাকে সৈয়দ সাহেবের স্বকল্পিত ইসলামী হুকুমের বিরোধী মনে করা হতো অমানবিক নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করে মারা গেলেও তার জানাযা পড়া ও জায়েজ হবেনা নিহতরা ওদের দৃষ্ঠিতে আল্লাহর নিকট পরিত্যক্ত ও জাহান্নামী বিবেচিত হতো।

কিন্তু সৈয়দ সাহেবের সহযোগী যুদ্ধে নিহত হলে সে শহীদ বিবেচিত হতো এবং মুক্তি প্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতো। স্বঘোষিত আমিরুল মোমেনীন উপাধিতে ভূষিত হয়ে মুসলিম সমাজের প্রতি এহেন গর্হিত আচরণ ও অমানবিক কার্যকলাপ কি কোন অবস্থায় ইসলামের দৃষ্টিতে শোভনীয় হতে পারে? সৈয়দ সাহেব "আমিরুল মোমেনীন" এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পর জনগনের নিকট অসংখ্য পত্র দিয়েছেন একটি পত্রে উল্লেখ করেছেন-

ঐ ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে মাকবুল হবে, যে আমার এ পদ মর্যাদা (আমিরুল মোমেনীন)কে স্বীকার করেছে, আর যে ব্যক্তি আমার এ পদমর্যাদাকে অস্বীকার করেছে সে আল্লাহর দরবারে পরিত্যক্ত ও নিগৃহীত। সূত্রঃ মাকতুবাতে আহমদী কৃতঃ মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী পৃঃ ২৪১

সৈয়দ সাহেব "আমিরুল মোমেনীন" হওয়া মাত্র হক্ব-বাতিল জান্নাতী-জাহান্নামী মাকবুল ও মারদুদ হওয়ার মানদন্ড এবং মূলনীতি ও পরিবর্তন হয়ে গেল। ওহাবী আন্দোলন বিরোধী সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা ওলামা সমাজ এবং সুন্নী জনগণ অকাট্যভাবে মরদুদ গণ্য হল তাও কিন্তু সৈয়দ সাহেবের পক্ষ থেকে নয় আল্লাহর দরবার হতে পরিত্যক্ত। (নাউজুবিল্লাহ) হযরত শায়খ আবদুল গফুর আকন্দ সওয়াতী ও হযরত খাজা শাহ সোলায়মান তাওনময়ী যাঁদের জ্ঞান প্রজ্ঞা মান মর্যাদা ও খোদাভীতির কথা ভূপৃষ্টে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট জগৎবাসী ওদের অবদানে ধন্য। ওরা আল্লাহর দরবারে পরিত্যক্ত, মারদুদ, এসব অশ্রাব্য উক্তিতে আমরা ভীষণ মর্মাহত।

সৈয়দ সাহেব যখন "আমিরুল মোমেনীন" ঘোষিত হল জনগণকে তার বায়য়াত গ্রহণের প্রতি আসক্তি সৃষ্টির প্রস্তুতি চলছিল, কিন্তু সফল হয়নি। মুনশী মুহাম্মদ হোসাইন যনুরী ফরইয়াদে মুসলেমীন গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

যখন কোন মুসলমান আমীর এবং পাঞ্জাবের আলেম তার প্রতি ঝুকল না, তখনি তারা ওদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া জারী করলো উক্ত কুফরী ফতোয়া প্রকাশে পাঞ্জাব রাজ্যের সকল আমীর ও ওলামাগণ অসন্তুষ্ট হলো এবং উত্তর লিখলো তোমরা ওহাবী মতাদর্শী, তোমাদের বায়আত গ্রহণ করা জায়েজ হবেনা। সৈয়দ আহমদের বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি

জ্ঞাপনকারী কত অসংখ্য সুন্নী মুসলমান বরণ্যে ওলামারা কাফির, মুনাফিক, বিদ্রোহী ইত্যাদি ফতোয়ার শিকার হয়েছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। সৈয়দ আহমদের বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে মুসলমান কাফির হয়ে যাবে মর্মে কুরআন হাদিসের কোন অকাট্য প্রমান্য আছে কি? যে সব মুসলমান ইসলামের মূলধারায় বিশ্বাসী, কলেমা পাঠকারী, নামায আদায়কারী, যাকাত ও হজ্ব আদায়কারী, রমজান শরীফের রোজা পালনকারী, ইসলামের বিধান পালনে জনগণকে ইসলামের দাওয়াত প্রচারকারী এসব লোকেরা পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবকে আমিরুল মোমেনীন স্বীকার না করার কারণে কুফরী ফতোয়ার শিকার হতে রেহাই পাননি।

তথাকথিত ইসলামী হুকুমতের প্রথম বিদ্রোহী ঃ

মৌলভী মাহবুব আলী দেহলভী সৈয়দ সাহবের একনিষ্ট অনুসারী ছিলো। সৈয়দ সাহেব হিন্দুস্তান থেকে আসার পর মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের প্রস্তুতি চলছিল। যে সব লোক এগিয়ে আসলো ওদের নিয়ে কাফেলা সৈয়দ সাহেবের খেদমতে পাঞ্জাতার গিয়ে পৌছলো। ওখানে জিহাদে সেই অবস্থান তাদের দৃষ্টি গোচর হয়নি যে জিহাদের বিবরণ সৈয়দ সাহেবের পত্র সমূহে লিখা হতো, মুজাহিদের চালচিত্র বৈশিষ্ট ও অবস্থাদি ইসলামী দৃষ্টিকোণে সঠিক মনে হলনা। প্রথমে তিনি সৈয়দ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। নিম্নোক্ত প্রশ্নের অবতারণা করেন।

(১) আপনার আমিরুল মোমেনীন হওয়াটা শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক নয়।

(২) আপনার বাবুর্চি খানা স্বতন্ত্র, আপনি মুজাহিদদের তুলনায় উত্তম খাবার খেয়ে থাকেন।

(৩) আপনি উন্নতমানের পোষাক পরিধান করেন যা মুজাহিদদের জন্য সহজলভ্য নয়।

প্রথম জিজ্ঞাসার জবাবে সৈয়দ সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন- আমার নেতৃত্ব যদি সঠিক না হয় তুমি আমিরুল মোমেনীন হয়ে যাও।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সৈয়দ সাহেবের পক্ষ থেকে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ- এ-৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন

সৈয়দ সাহেবের নিয়ম ছিলো, রাষ্ট্রের যে কোন লোক তার সাক্ষাতে আসলে উপহার হিসেবে দুটি মোরগ, শীর মধু বা ঘি নিয়ে আসতো। কেউ চাউল কেউ মুরগীর ডিম নিয়ে আসতো। তিনি এসব কিছু নিজ বাবুর্চিখানায় হেফাজতে রাখতেন। যথাসময়ে কোন অতিথি আসলে সে আনীত সওগাত থেকে ওদের জন্য খাবার রান্না করতেন মেহমানকে খাওয়াতেন ওদের সাথে শরীক হয়ে নিজেও খেয়ে নিতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় অভিযোগের উত্তরে জনাব গোলাম রসুল মেহের "সৈয়দ আহমদ শহীদ" গ্রন্থের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, উক্ত অভিযোগ অনর্থক। যেহেতু সকলেই জানতেন যে, সৈয়দ সাহেব সাধারণ পোষাকই পরিধান করতেন। আমাদের প্রশ্ন হলো, মৌলভী মাহবুব আলী কোন অন্ধলোক ছিলেন না, তার দুটি চক্ষু ছিল তিনি দু চক্ষু দিয়ে দেখেছেন সৈয়দ সাহেব তার সামনেই থাকতেন বরং বসবাসের ক্ষেত্রে তারও সন্নিকটে ছিল তার ইন্তেকালের পরেই মেহের সাহেবের জন্ম। যিনি স্বচক্ষে দেখেছেন তার কথা অর্থহীন হল, যিনি দেখেননি শুনেছেন মাত্র তার বর্ণনার গুরুত্ব বেড়ে গেল, এ ধরনের নির্লজ্জভাবে নিজের আমীরের অন্ধ অনুকরণ ও অবাস্তব বর্ণনা উপস্থাপন মিথ্যার বেসাতি নয় কি?

জিহাদ নয় বাহানা মাত্রঃ

মৌলভী মাহবুব আলী সৈয়দ আহমদকে নয় শুধু, মুজাহিদদের প্রতিও সম্বোধন করেছেন ওদরেকেও বলেছেন তোমরা যতসবকিছু করছো এগুলো জিহাদ নয়, তোমরা নিজেদের ঘরে চলে যাও, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী "সিরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ" গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তোমাদের উপর স্ত্রী সন্তান পিতা মাতার অধিকার আছে তোমরা এখানে কেন বসে আছো? লোকেরা বললো জিহাদের জন্য, মৌলভী বললেন জিহাদ কোথায়? কোন কাফিরদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা? কোন রাজ্যটিতে তোমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমরা খাদ্য রান্নার চিন্তায় বিভোর! জিহাদ নিচক বাহানা মাত্র। তোমাদের দুনিয়া আখিরাত উভয়টি ক্ষতিগ্রস্থ।

জিহাদ নিছক বাহানা! তোমাদের দুনিয়া আখেরাত ক্ষতিগ্রস্থ, উক্ত শব্দ সমূহ শাহ মাহমুদ উল্লাহ দেহলভী ও শাহ মুহাম্মদ মুছা দেহলভীর কোন মুরিদ বা ছাত্রের নয় হযরত মাহ মাওলানা আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভীর ছাত্রের এবং সৈয়দ সাহেবের একনিষ্ট অনুসারীর উক্তি। যিনি সকল অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন।

আক্বিদাগত বিরোধঃ

সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা সৈয়দ সাহেবের প্রকৃত আক্বিদা সম্পর্কে অবগত ছিলনা এ কারণে প্রথম থেকেই সৈয়দ সাহেবকে সুন্নী হানফী মুসলমান মনে করে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে আসছিলো, সৈয়দ সাহেবের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন, সর্বপ্রকার আর্থিক ও কায়িক্ব সহযোগিতা সহ প্রান বিসর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন। সীমান্ত প্রদেশের সুন্নী মুসলমানদের নজীর বিহীন আত্মত্যাগ,দেখে সৈয়দ সাহেবের অনুসারীরা ওদেরকে সম আক্বিদায় বিশ্বাসী মনে করলো। যখনি সৈয়দ সাহেব ও তাঁর সহযোগিদের

আক্বিদাগত ভ্রান্তি প্রকাশ পেতে লাগলো ওরা মুখে প্রকাশ এবং স্বীকার না করলেও ওদের আক্বিদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা ওহাবী মতবাদের উদ্ভাবক সৌদি আরবের নজদ প্রদেশের মুহাম্মদ ইবনে াবদুল ওহাবী নজদীর আকিদার অনুরূপ, উভয়ের আক্বিদা এক ও অভিন্ন। বিষয়টি সীমান্ত প্রদেশের সচেতন সুন্নী আক্বিদায় বিশ্বাসী মুসলমানরা পর্যায়ক্রমে জানতে পারলে একে একে তারা সৈয়দ সাহেবের আন্দোলন থেকে সরে পড়লো। সৈয়দ সাহেব যেহেতু বিচক্ষণ ছিলেন আন্দোলনের স্বার্থে আক্বিদাগত বিরোধকে তিনি উপেক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু ওহাবী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষগুরু সৈয়দ সাহেবের খলিফা শাহ ইসমাইল দেহলভী ও তার সমর্থিত জামাতের লোকেরা ওহাবী চিন্তাধারার বিশেষ আক্বিদা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে ওহাবী আক্বিদা প্রচার প্রসারের বিষয়টিকে অধিক প্রাধান্য দেন। ফলশ্রুতিতে জিহাদের মোড় ঘুরে গেল জিহাদের শানিত তরবারী শিখদের পরিবর্তে মুসলমানদের প্রতি তাক করলো, আন্দোলন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হলো, উভয় পক্ষে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটলো মুসলমানরা অবর্ণনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হলো ইসলামী আক্বিদা বিশ্বাসের সুদৃঢ় ইমারতে আঘাত হানলো, ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে মুসলিম ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করলো তাদের তথাকথিত ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার দুরভিসন্ধি জনগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো।

ইসলামী আক্বিদা বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে জিহাদের নামে গদি দখলের চক্রান্ত জনগণ বুঝতে পারলো সর্বত্র ধিক্কার ঘৃণা ক্ষোভ অসন্তোষ ও প্রতিরোধের হুঙ্কার গর্জে উঠলো, মর্দে মুজাহিদ সুন্নী ওলামারা এগিয়ে এলো, মাওলানা শেখ আবদুল গফুর আখন্দ সুরাতী দুররানী সর্দারদের পীরে তরীকৃত ছিলেন, শুরুতে সৈয়দ সাহেবের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু মুজাহিদের ওহাবী ধারার চাল চলন, ওহাবী চিন্তাধারার অনুসরণ ও সুন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততার কারণে তাদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হলো এবং ওহাবী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গোমরাহীর ফতোয়া জারী করলো, তার সহযোগি ওলামাদের মধ্যে হযরত মাওলানা মিয়া নসীর আহমদ, হযরত মাওলানা হাফেজ দরাজ পেশোওয়ারী, বোখারী শরীফের বাখ্যাতা এবং মোল্লা আজীম আখন্দ জাদাহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া ছাড়া আরো একটি ফতোয়া হিন্দুস্থান থেকে এসেছিল যেটা পেশোওয়ারের প্রধান কর্তার নিকট সংরক্ষিত ছিল।

যে সম্পর্কে গোলাম রসুল মেহের প্রণীত "সৈয়দ আহমদ শহীদ"

গ্রন্থের ৬৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, ফতোয়াটির সারাংশ নিম্নরূপঃ

সৈয়দ আহমদ কতেক আলেমদেরকে সাথে নিয়ে ক্ষুদ্র একটি বাহিনীসহ আফগানিস্তান গিয়েছেন, প্রকাশ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের দাবী করছে কিন্তু এটা ওদের প্রতারণা মাত্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওরা আমাদের ও তোমাদের মতাদর্শের বিরোধী একটি নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করেছে। কোন অলী বুজুর্গকে ওরা মানে না, সকলকে মন্দ বলে, ইংরেজরা ওদেরকে তোমাদের রাষ্ট্রের অবস্থান জানার উদ্দেশ্য গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেছে ওদের কথায় তোমরা সায় দেবেনা। অন্যথায় তোমরা তোমাদের রাজ্য হারাবে যেভাবেই হোক ওদের ধ্বংশ করো, এ ব্যাপারে অবহেলা ও অলসতাকে প্রশয় দিলে খেসারত দিতে হবে এবং করুন পরিণতি ছাড়া কিছু পাবেনা। সূত্রঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ কৃতঃ গোলাম রসুল মেহের পৃঃ ৬৪৯

তবে দুঃখজনক হলো যে, মেহের সাহেব সুন্নী ওলামাদের ফতোয়াকে ভিন্ন হাতে প্রবাহিত করার হীন প্রয়াসে প্রকৃত সত্যকে গোপন করার ও ফতোয়ার মোড় ভিন্ন দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে বলেছেন এটা রনজিৎ সিংহের কাজ হতে পারে, তবে মেহের সাহেবের অন্য এক পত্রের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যটি ভেসে উঠেছে, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা যা বলেছে মেহের সাহেব তা নিম্ন রূপে লিখেছেনঃ

আমাদের কাছে সুলতান মুহাম্মদ এর পত্র পৌঁছেছে যে, হিন্দুস্তানের ওলামারা হিন্দুস্থানী গাজীদেরকে বদ আক্বিদা ও ইংরেজদের দালাল সাব্যস্ত করেছেন ওরা তোমাদের রাজ্যে ও ছিনিয়ে নেবে এবং তোমাদের ধর্ম ও মযহাব বিনষ্ট করে ফেলবে।

সূত্রঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ কৃতঃ গোলাম রসুল মেহের পৃঃ ৭০০

প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত ফতোয়া শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) এর বংশধরদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। কেননা মাওলানা শাহ রফিউদ্দীনের দুই সাহেবজাদা যথাক্রমে মাওলানা শাহ মাহসুস উল্লাহ দেহলভী ওফাতঃ ১২৭১ হিঃ/১৮৫৬ খৃঃ মাওলানা শাহ মুহাম্মদ মুসা দেহলভী ১২৫৯হিঃ/১৮৪৩খৃঃ এবং মাওলানা রশিদ উদ্দীন খান দেহলভী ওফাত ১২৫৯ হিঃ/১৮৪৩ খৃঃ সে সময় জীবিত ছিলেন।

২৯ রবিউসসানী ১২৪০ দিল্লী জামে মসজিদে মাওলানা আবদুল হাই বুড়হানভী ও শাহ ইসমাইল দেহলভীকে ওহাবী আক্বিদার ভিত্তিতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন, ফতোয়ায় যে সব বিষয়াদি উল্লেখ ছিল তৎকালীন দিল্লীবাসীরা সে সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিল, পাঞ্জাব যেহেতু রনজিৎ সিংহের শাসনাধীন ছিল সৈয়দ সাহেবের আক্বিদা সম্বন্ধে ততটুকু বিশদভাবে জানার মতো কেউ ছিলো না। সৈয়দ সাহেবের বিশিষ্ট অনুসারী মৌলভী জাফর থানেশ্বরী লিখেছেন, হিন্দুস্তানে আমার অবস্থানকালে গোটা পাঞ্জাবে মনে হয় দশজন ওহাবী আক্বিদার মুসলমান ছিলো না। সূত্রঃ মাওলানা জাফর থানেশ্বরী কৃতঃ তাওয়ারিখে আজিবাহ পৃঃ ১৮৪

সে সময়ে ওহাবীদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে দিল্লীবাসীদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত কেউ ছিলনা এই জন্য সঙ্গতকারণে উক্ত ফতোয়া যে দিল্লী হিন্দুস্তান থেকে প্রেরিত তা সহজেই অনুমেয়। সে সময়ে দিল্লীর শীর্ষ ওলামাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন যথাক্রমে মাওলানা

রশিদ উদ্দীন খান, মাওলানা শাহ মাহসুস উল্লাহ, মাওলানা শাহ মুহাম্মদ মুসা দেহলভী মাওলানা করিম উল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ প্রমুখ।

সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ ওলামারাই সৈয়দ সাহেবের বিরোধীতা করেছিল এর মূল কারণ ছিল আক্বিদাগত বিরোধীতা। অন্যদিকে মুজাহিদরাও সীমান্ত প্রদেশের ওলামাদের ধর্মীয় আক্বিদা বিশ্বাসকে পছন্দ করতো না। এ প্রসঙ্গে জনাব গোলাম রসুল মেহের "সৈয়দ আহমদ শহীদ" গ্রন্থের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, সকল কর্মকান্ডের নেপথ্যে মোল্লাদের হাত ছিল এবং মোল্লাদের আক্বিদাগত ও কার্যগত অবস্থা অনেক নাজুক হয়েছিল গোলাম রসুল মেহেরের মতানুসারে সীমান্ত প্রদেশের ওলামাদের আক্বিদাগত ও কার্যগত অবস্থাদি সঠিক ছিলনা। আক্বিদাহগত অশুদ্ধতা বলতে বুঝি ফিক্‌হ হানফী সুন্নী আদর্শের অনুসরণই ওদের দৃষ্টিতে অপরাধ, আমলগত অবস্থার সমালোচনা অবান্তর ও ভিত্তিহীন। কারণ বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনায় সীমান্ত প্রদেশের ওলামারা পূর্বেও আমল আখলাকের বিবেচনায় অনুসরনীয় ছিল বর্তমানেও পূর্ব পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণে বাতুলতার স্বরূপ উন্মোচনে তাঁদের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

শর্তের আলোকে সৈয়দ আহমদ বেরলভী মুজাদ্দিদ ছিলেন নাঃ

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন-

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর শুরুতে এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি এ দ্বীনকে নতুনভাবে সংস্কার সাধন করবেন। আল্লামা শায়খ বিন আহমদ আজিজি"হাশিয়ায়ে সিরাজুম মুনির শরহে জামে ছগীর" কিতাবে লিখেছেন-

ہمارے شیخ نے فرمایا کہ حفاظ کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے

অর্থাৎ আমাদের শায়খ বলেছেন যে, হাফিজুল হাদিসদের সর্বসম্মত মতানুসারে এ হাদিস বিশুদ্ধ।

আল্লামা আবুল ফযল ইরাকী এবং আল্লামা ইবনে হাজর (রঃ) প্রমুখ পরবর্তী যুগের ওলামাগণ উক্ত হাদিসকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) "মিরকাতুস সাউদ হাশিয়ায়ে সুনানে আবু দাউদ" এ উল্লেখ করেন –اَتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلٰى تَصْحِيْحِهٖ

হাফিযুল হাদিসগণ উক্ত হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজাদ্দিদ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

১২৯৯ হিজরী সনের রজব মাসে সিলেট থেকে মৌলভী আবু আলী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব ছাহেব জনাব মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব লক্ষৌভী ফরঙ্গী মহল্লী (রহঃ) এর নিকট উল্লেখিত হাদিসের আলোকে একটি ফতোয়ার আবেদন করেছেন। এতে কয়েকটি প্রশ্নমালা অন্তর্ভূক্ত ছিল, যা মজমুয়া ফতোয়া ২য় খন্ড ১৫১, ১৫২ পৃষ্ঠায় উত্তরসহ লিপিবদ্ধ আছে, প্রেরিত প্রশ্ন সমূহের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল নিম্নরূপঃ

مولوی اسمیل دهلوی اور ان کے پیر سید احمد بریلوی مجدد ہو سکتے ہیں یانہیں

❏ মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী এবং তার পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী মুজাদ্দিদ হতে পারেন কিনা?

এর উত্তরে বলা হয়েছে যে,

سید احمد بریلوی کی ولادت سنه۱۲۰۱ھ می ہوئی اور ان کے مرید اسمعیل دهلوی وغیرہ مصداق حدیث می داخل نہیں ہیں مولوی اسمعیل دهلوی کی ولادت سنه/۱۱۹۳ھ میں ہوئی اور دونوں کا انتقال سنه/۱۲٤٦ھ ہوا تو سید احمد صاحب نے کوئی آخر صدي نه پائی اور مولوی اسمعیل دهلوی آخر صدی میں فقط سات سال کے بچے تھے اس لئے کہ مجدد کے لئے ضروری ہے کہ آخر ایک صدی اور دوسری صدی کے اول میں اس صفت کے ساته موصوف ہو که اس کا نفع عام ہو اور اس کا اشتهار تام ہو-

অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১২০১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তার মুরীদ ইসমাইল দেহলভী প্রমুখ হাদিসের মর্মার্থের অন্তর্ভূক্ত নয়, মৌলভী ইসমাইল দেহলভী ১১৯৩ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন, উভয়ের ইন্তেকাল হয়, ১২৪৬ হিজরী সনে। বিধায় সৈয়দ আহমদ ছাহেব কোন শতাব্দীর শেষ পাননি এবং মৌলভী ইসমাইল দেহলভী শতাব্দী শেষে মাত্র সাত বৎসর বয়সের ছেলে ছিলেন। অথচ মুজাদ্দিদ এর জন্য আবশ্যক হল, এক শতাব্দীর শেষ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হওয়া এ গুনের সাথে গুনান্বিত হয়ে তাঁর দ্বারা ব্যাপক কল্যাণ এবং পূর্ণ খ্যাতি হওয়া।

এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী প্রণীত اَلْفَوَائِدُ الْجَمَّةُ فِىْ مَنْ يَّبْعَثُهُ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) প্রণীত مُتَنَبِّئُهُ فِيْمَنْ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ الْمِائَةِ কিতাবে রয়েছে।

উপরোক্ত গ্রন্থাবলী অনুসন্ধানে মুজাদ্দিদের নিম্নোক্ত তালিকা জানা যাবে।

মুজাদ্দিদের তালিকা

ঃ হিজরী প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রহঃ)

ঃ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

ঃ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ হযরত কাজী আবুল আব্বাস ইবনে শোরাইহ শাফেঈ, ইমাম আবুল হাসান আশআরী মুহাম্মদ বিন জরীর তবরী (রহঃ) প্রমুখ

ঃ হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম আবু বকর বাকিল্লানী (রহঃ) ইমাম আবু তৈয়ব মালেকী (রহঃ) প্রমুখ

ঃ হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী (রহঃ)

ঃ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ)

ঃ হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম তকিউদ্দীন ইবনে দকীক আলঈদ (রহঃ)

ঃ হিজরী অষ্ঠম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ আল্লামা জয়নুদ্দীন ইরাকী (রহঃ)
আল্লামা শমসুদ্দীন যওযী (রহঃ), সিরাজুদ্দীন বলকিনী (রহঃ)

ঃ হিজরী নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতী
আল্লামা সামসুদ্দীন ছাখাবী

ঃ হিজরী দশম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ আল্লামা শিহাব উদ্দীন রমলী (রহঃ)
আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)

আল্লামা জফরুদ্দীন ক্বাদেরীর বর্ণনা মতে

হিজরী একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমামে রব্বানী হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দি ফারুকী(রহঃ) (জন্ম- ১০ মহরম ৯৭১ হিজরী ওফাত-২৮ সফর ১০৩৪ হিজরী) হযরত শায়খে মুহাক্কিক হযরত আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) (জন্ম ৯৫৮ হিজরী ওফাত ১০৫২হিঃ) মীর আবদুল ওয়াহেদ বল গেরামী (সবঈ সানাবেল প্রণেতা) (ওফাত ১০৭৭ হিজরী)

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ

ঃ আবুল মুযাফফর মহিউদ্দীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর আলমগীর বাদশাহ গাজী (রহঃ) (জন্ম ১০২৮হিজরী ওফাতঃ ১১১৭ হিজরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ হযরত শাহ কলিম উল্লাহ চিশতী দেহলভী (রহঃ) (ওফাত ১১৪৩ হিজরী)
ঃ কাযী মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (রহঃ)(ওফাত ১১১৯ হিজরী)

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ

হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী জন্মঃ ১১৫৯ হিজরী ওফাত ১১৩৯ হিজরী) উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী খেদমত ও ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসারে তাঁর খলিফা ও ছাত্রদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা সহস্রাধিক নিম্নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের নাম পেশ করা হল।

মাওলানা শাহ রফি উদ্দীন ছাহেব (হযরতের ভাই)

শাহ মুহাম্মদ ইসহাক শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব (হযরতের নাতি) মুফতি সদরুদ্দীন খান ছাহেব দেহলভী হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব দেহলভী।

ঃ মাওলানা শাহ মাখসুস উল্লাহ ছাহেব দেহলভী-

ঃ হযরত মাওলানা ফযলে হক ছাহেব খায়রাবাদী

ঃ হযরত মাওলানা হাসান আলী ছাহেব লক্ষ্ণৌভী

ঃ হযরত মাওলানা শাহ ছালামত উল্লাহ ছাহেব কাদেরী বরকাতী বদায়ুনী কানপুরী তিনি হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আদেল ছাহেব এর ওস্তাদ।

ঃ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ছাহেব গঞ্জ মুরাদাবাদী

ঃ মাওলানা হযরত কাজী ছানাউল্লাহ ছাহেব পানি পথি (রহঃ) (তাঁর সমসাময়িক)

ঃ হযরত মাওলানা সৈয়্যাদানা সৈয়দ শাহ আলে রসুল ছাহেব, মারহারভী। তিনি আ'লা হযরত শাহ মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব বেরলভী (রহঃ) এর পীর ও মুর্শীদ।

ঃ হযরত মাওলানা শাহ আবু সাঈদ ছাহেব তিনি হযরত খাজা মাছুম বিন মুজাদ্দিদ আলফেসানীর পৌত্র।

ঃ হযরত মাওলানা শাহ আহমদ সাঈদ ছাহেব মুজাদ্দেদী

ঃ হযরত মাওলানা শাহ জহুরুল হক ছাহেব ক্বাদেরী

ঃ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গণী ছাহেব আবুল উলায়ী।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ

মুসলিম মিল্লাতের রাহ্বার আ'লা হযরত, আযিমুল বরকত, রাহনুমায়ে দ্বীনো মিল্লাত, জনাব হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী হাজী আহমদ রেযা খান ছাহেব ক্বাদেরী বরকাতী তিনি ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন।

তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ২৮ বৎসর ২মাস ২০দিন পেয়েছেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীর ৩৯ বৎসর ১মাস ২৫ দিন পেয়েছেন। মুজাদ্দিদের শর্তাবলী গুনাবলী বৈশিষ্ট্য সমূহ তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আরব আজম এর ওলামা কর্তৃক স্বীকৃতিঃ

আ'লা হযরত (রহঃ) এর অসাধারণ দ্বীনি খেদমত জ্ঞান প্রজ্ঞা পান্ডিত্য ও খোদা প্রদত্ত অনুগ্রহ প্রাপ্তিতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত উলামায়ে আহলে সুন্নাত ও আরব বিশ্বের খ্যাতনামা সুন্নী ওলামা মাশায়েখরা তাঁর প্রভুতঃ দ্বীনি খেদমতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সব ওলামাদের নাম উল্লেখ করলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে বিধায় উল্লেখযোগ্য কতিপয় স্বীকৃতি দানকারী ওলামা মাশায়েখ এর নাম উল্লেখ করা হল।

ঃ যুবদাতুল আরেফীন মাওলানা সৈয়দ শাহ আবুল হোসাইন আহমদ নূরী মিয়া ছাহেব। মারহারা শরীফ।

ঃ যুবদাতুস সালেক্বীন সৈয়্যদানা শাহ আবুল কাছেম প্রকাশ শাহজি মিয়া ছাহেব মারহারা শরীফ

ঃ হযরত আরেফ বিল্লাহ সৈয়দ শাহ মাহদী হাসান মিয়া ছাহেব (কালা, মারহারা শরীফ)

ঃ হযরত তাজুল ফুহুল, মুহিব্বুর রসুল, মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল কাদের বদায়ুনী-বারকাতী বদায়ুন শরীফ

ঃ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল মুকতাদির ছাহেব ক্বাদেরী বদায়ুনী

যিনি ১৩১৮ হিজরীতে পাটনায় বিশাল সমাবেশে বক্তৃতাকালে আ'লা হযরতকে নিম্নোক্ত বিশেষনে আখ্যায়িত করেন।

جناب عالم اهل سنت مجدد مائة حاضره مولنا احمد رضا خان صاحب

১৩১৮ হিজরীতে ১৯০০ খৃীষ্টাব্দে নদওয়ার জলসা পাঠনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে অসংখ্য ওলামায়ে আহ্লে সুন্নাত অংশ গ্রহণ করেন। অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এই ঐতিহাসিক সমাবেশে আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন, তিনি বক্তৃতায় নদ্ওয়ার ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন কুরআন, সুন্নাহ তাফসীর ও ফিক্হ ও ইতিহাসের আলোকে দ্বিজাতি তত্ত্ব মুসলমানদের পৃথক স্বতন্ত্র আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন, বিস্তারিত দেখুন "হায়াতে আ'লা হযরত" ১ম খন্ড পৃঃ ১২৭ খোৎবাতে অল ইন্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্স, প্রকাশঃ মাকতাবা রিজভীয়া গুজরাট ১৯৭৮ পৃঃ ৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য ওলামায়ে কেরামঃ

ঃ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাইয়ুম ছাহেব ক্বাদেরী বদায়ুনী
ঃ হযরত মাওলানা অছি আহমদ মুহাদ্দিস সুরতী পিলিভেত
ঃ হযরত মাওলানা হাকিম খলিলুর রহমান ছাহেব পিলিভেত
ঃ সুলতানুল ওয়ায়েজীন, হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আহাদ ছাহেব ক্বাদেরী পিলিভেত
ঃ হযরত মাওলানা আবুল মাসাকিন, মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন ছাহেব ক্বাদেরী জিয়ায়ী পিলিভেত
ঃ হযরত মাওলানা সিরাজুদ্দীন আবুয যাকা শাহ মুহাম্মদ সালামাত উল্লাহ আজমী, রামপুরী।
ঃ হযরত মাওলানা শাহ জহুরুল হক ছাহেব ফারুকী রামপুরী
ঃ শেরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ হেদায়ত রসুল ছাহেব লক্ষ্ণৌভী রামপুরী
ঃ হযরত মাওলানা শাহ আবদুস সালাম ছাহেব ক্বাদেরী জবলপুরী
ঃ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ বশির ছাহেব ক্বাদেরী জবলপুরী
ঃ হযরত মাওলানা বুরহানুল হক শাহ মুহাম্মদ আবদুল বাকী জবলপুরী
ঃ হযরত মাওলানা মুন্সি লাল খান ছাহেব কাদেরী মাদ্রাজী
ঃ হযরত মাওলানা শাহ আহমদ হাসান কানপুরী
ঃ হযরত মাওলানা শাহ ওবাইদুল্লাহ ছাহেব এলাহাবাদী
ঃ হযরত মাওলানা শাহ হাবিবুর রহমান কানপুরী
ঃ হযরত মাওলানা পীর কাযী আবদুল গাফ্ফার ছাহেব
ঃ হযরত সৈয়দ শাহ আলী হোসাইন ছাহেব কচুওয়াচা শরীফ
ঃ হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ আশরাফ ছাহেব কচওয়াচা শরীফ
ঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফাহির ছাহেব এলাহাবাদী
ঃ হযরত মাওলানা শাহ ওমরুদ্দীন ছাহেব ক্বাদেরী হাজারভী

ইমামে আহলে সুন্নাত, আল্লামা আযিযুল হক শেরে বাংলা আল ক্বাদেরী (রহঃ) আ'লা হযরতের শানে দিওয়ানে আজীজ এর ৩৬,৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত কবিতার একটি পংক্তিতে আ'লা হযরতকে মুজাদ্দিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

دافع كفر وضلالت رهبر راه هدى – عهد حاضر را مجدد آں امام باصفا

অর্থাৎ তিনি ছিলেন গোমরাহী ও কুফরীর প্রতিরোধকারী। সঠিক পথের প্রদর্শক, সত্যিকার অর্থে বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক।

হারামাঈন শরীফাঈন এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুজাদ্দিদ স্বীকৃতি

আ'লা হযরত (রহঃ) এর মুজাদ্দিদের স্বীকৃতি কেবল উপমহাদেশের ওলামাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, হারামাঈন শরীফাঈন ও ইসলামী রাষ্ট্রের অসংখ্য ওলামায়ে কেরামও তাঁকে মুজাদ্দিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হুসামুল হেরামাঈন, আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া, আখবারুল বায়ান দামেস্ক ইত্যাদি কিতাবে অভিমত সমূহ উল্লেখ রয়েছে।

নিম্নে "হুসামুল হেরমাঈন আ'লা মানহারিল কুফরি ওয়াল মায়ান" কিতাবে বর্ণিত একটি অভিমত তুলে ধরা হলঃ

حضرة غيظ المنافقين وفوز الموا فقين حامى السنة واهلها وماحى البدعة وجهلها زينة الزمان وحسنة الاوان منشد حطب الكرم مخافظ كتب الحرم العلامة الجليل والفهامة النبيل حضرت مولنا السيد اسمعيل خليل ادامهم الله بالعز والتبجيل-

স্বীয় অভিমতটি হুসামুল হেরমাঈন এ নিম্নরূপ বর্ণনা করেনঃ

واحمد الله تعالى على ان قيض هذا العالم العامل والفاضل الكامل صاحب المناقب والفاخر مظهر كم ترك الاول للاخر فريد الدهر وحيد العصر مولنا الشيخ احمد رضا خاں سلمه الله الرب المنان لابطال حججهم الدا حضة بالايات والاحاديث القاطعة كيف لا وقد شهد له عالموا مكة بذالك ولم يكن بالملح الارفع لماوقع منهم ذالك بل اقول لو قيل فى حقه انه مجدد هذا القرن لكان حقا وصدقا

وليس على الله بمستنكر – ان يجمع العالم فى واحد
فجزاه الله خير الجزاء عن الدين واهله
ومنحة الفضل والرضوان بمنه وكرمه

অর্থাৎ কপট মুনাফিকদের আতঙ্ক, সমমনাদের সাফল্য, সুন্নাত ও আহলে সুন্নাতের সাহায্যকারী, যুগশোভা, যুগের সৎকর্মের নমুনা, প্রখ্যাত খতীব, হেরমের কিতাব সমূহের সংরক্ষণকারী, হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল খলীল। (আল্লাহ তাঁকে সর্বদা সম্মান ও মর্যাদা সহকারে রাখুন)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত সম্পর্কে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন,

আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি তিনি এই আলেম বা আমলকে নিয়োগ করেছেন যিনি স্বয়ং বিজ্ঞ কামিল বহুমুখী প্রশংসার অধিকারী বড়ই গৌরবোজ্জ্বল এবং এ প্রবাদ বাক্যরই প্রকাশস্থল, "আগেকার লোকেরা পরবর্তীদের জন্য অনেক কিছু রেখে গেছেন" তিনি হলেন যুগের অদ্বিতীয় ও যুগশ্রেষ্ঠ মাওলানা আহমদ রেযা খান, দয়াময় প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিরাপদে রাখুন বাতিল পন্থিদের অসার প্রমানাদিকে ক্বোরআনের আয়াত ও অকাট্য হাদিস সমূহ দ্বারা খন্ডন ও বাতিল করার জন্য। তিনি কেন এরূপ হবেন না? অথচ মক্কা মুআয়যমার সম্মানিত আলেমগণ তিনি উক্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত বলে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। যদি তিনি যুগের সকলের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট না হতেন তবে মক্কা শরীফের আলিমগণ তাঁর সম্বন্ধে এরূপ স্বাক্ষ্য দিতেন না। বরং আমি বলছি যদি তাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হয় যে, তিনি এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ/ সংস্কারক তাহলে তা হবে অবশ্যই সঠিক ও সত্য।

কবির ভাষায়ঃ এক ব্যক্তির মধ্যে গোটা বিশ্ব জাহানকে একত্রিত করা আল্লাহর জন্য আশ্চর্যের কিছুই নয়।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দ্বীন ও ঈমানদারগণের তরফ হতে সর্বোত্তম প্রতিফল দান করুন এবং স্বীয় এহসান ও পরম করুণার আপন অনুগ্রহ ও রেযামন্দি প্রদান করুন।

সূত্রঃ হুসামুল হেরমাঈন আ'লা মানহারিল কুফরী ওয়াল মায়নঃ প্রকাশ মাকতাবা নববীয়া লাহোর পৃঃ ৫১-৫২ মা'আরিফে রেযা ১৯৮৯ সংখ্যা পৃঃ ৬৫ হুসামুল হেরমাঈন বঙ্গানুবাদ, প্রকাশ ১৯৯৬ পৃঃ ৩১, ৩২।

সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভী সম্পর্কে মনিষীদের অভিমত

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম হাজারভী (মাঃজিঃআঃ) রাজা গোলাম মুহাম্মদ প্রণীত "এমতিয়াজে হক্ব" কিতাবের ৫ম পৃষ্ঠায় ভূমিকায় লিখেছেন-

هندو ستان میں وهابیت کے بنیاد سید احمد بریلوی اور مولوی اسمعیل دهلوی کے ذریعے رکھی گئی

অর্থাৎ ভারতবর্ষে ওহাবিয়তের ভিত্তি সৈয়দ আহমদ বেরলভী এবং মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর মাধ্যমে রাখা হয়।

সিন্ধু গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর সৈয়দ মসউদ আলী নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন

فضل حق خیر آبادی کچه زیاده قدامت پسند عالم تهے اور اس کے بر خلاف سید احمد صاحب اسمعیل دهلوی صاحب، محمد بن عبد الوهاب نجدی کی تعلیمات وتحریکات سے متاثر هوکر عالم اسلام میں ایك نئی روح پهونك کر جس میں حکمت عملی کا غلبه تها مسلمانوں کو ذلت سے نکالناچاهتے تهے لیکن عقیده کے اختلافات سے یهاں اتنی بڑی خلیج پیدا هوگئی-

অর্থাৎ ফযলে হক খায়রাবাদী একটু অধিক সনাতন প্রিয় আলেম ছিলেন। তাঁর বিপরীতে সৈয়দ আহমদ ছাহেব ইসমাঈল দেহলভী ছাহেব যিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর শিক্ষা ও আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামী বিশ্বে একটি নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন যার মধ্যে কর্মগত কৌশলের প্রাধান্য ছিল। মুসলমানদেরকে লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ চেয়ে ছিলেন, কিন্তু আক্বিদাগত মতবিরোধের কারণে এতো বড় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে গেল। সূত্রঃ এমতিয়াজে হক্ব পৃঃ ১৪৯ চতুর্থ সংস্করণ ১৪০৮ হিজরী

* রাওয়া লাহোর সরকারী ইন্টার কলেজের প্রফেসর মুহাম্মদ কাসেম এর অভিমত নিম্নরূপঃ

رها معامله سید احمد کی وهابیت کا، تویه تاریخي حقیقت هے که سفر حجاز میں وه ایك عرصه تك عبد الوهاب کے ساته تهے - مگر شاه اسمعیل اور عبد الحی وغیره کسی کو عبد الوهاب سے ملاقات نهیں هوئی

অর্থাৎ এখন রইলো সৈয়দ আহমদ এর ওহাবীয়ত প্রসঙ্গ। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, আরব ভ্রমণে তিনি দীর্ঘদিন আবদুল ওহাবের সাথে ছিলেন, কিন্তু শাহ ইসমাঈল এবং আবদুল হাই প্রমুখ কারো সাথে আবদুল ওহাবের সাক্ষাত হয়নি।

* প্রফেসর সৈয়দ সিবত হাসান ফাযেল যিদি

গভর্ণমেন্ট কলেজ জিলা নওয়াব শাহ সিন্ধু, তিনি এমতিয়াজে হক কিতাবের ১৬৮ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন-

اسمعیل دهلوی اور سید احمد بریلوی جن کے نا موں کے ساته شهید کا لفظ ایك تهمت هے،

"حقیقت یه هے که دونوں فاضل بزرگ وهابی مسلك کے پیرو هیں"

অর্থাৎ ইসমাঈল দেহলভী এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভী যাদের নামের সাথে শহীদ শব্দটি একটি অপবাদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকৃত সত্য হল যে, এ দুইজন সম্মানিত বুজুর্গ ওহাবী মতবাদের অনুসারী ছিলেন।

* ডঃ মুহিব্বুল আজমী, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড় ভারত

ইমতিয়াজে হক ১৮২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

محض مسلك کے بنیاد پر علامہ فضل حق خیرآبادی کے عظیم کارنا موں کو پس پشت ڈال دیا گیا اور سید احمد رائے بریلوی وشاہ اسمعیل دھلوی کے ۱۹٤۷سے قبل تك انگریز دوست ہونے سے فخر کیا گیا اور پھر اس کي بعد انگریز دشمن ثابت کرنے کیلئے مسلسل جھوٹ بولاگیا-

অর্থাৎ নিছক দলগত বিরোধের ভিত্তিতে আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী এর মহান কর্মকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সৈয়দ আহমদ রায় বেরেলী ও শাহ ইসমাঈল দেহলভী ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ প্রীতি নিয়ে গর্ব করা হতো, অতঃপর পরবর্তীতে ইংরেজ শত্রু প্রমানের জন্য ধারাবাহিক মিথ্যা বলা হলো।

ঃ জনাব মোহাম্মদ তোফাইলঃ

সম্পাদক মাসিক ফিকর ওয়া নযর ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

ইমতিয়াজে হক ১৯৮ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন-

مولنااسماعیل دھلوی اور مولنا سید احمد بریلوی اگرچہ جھاد کرتے رھے لیکن وہ بالوا سطہ یا بلاواسطہ انگریزوں سے مراعات یافتہ تھے

অর্থাৎ মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী এবং মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী যদিও জিহাদ করেছেন কিন্তু তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজ কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন।

সৈয়দ আহমদ বেরলভী সম্পর্কে একটি ফতওয়াঃ

পশ্চিম বঙ্গের মালদা জিলার উত্তর দরিয়াপুর হতে, হাফিজ উদ্দীন রিজভী ছাহেব আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী রিজভী বরাবরে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সম্পর্কে ফতওয়া প্রার্থী হয়ে একটি প্রশ্ন প্রেরণ করেন, যা আল্লামা ফকীহে মিল্লাত, হযরত মুফতি জালাল উদ্দীন আহমদ ছাহেব আমজাদী প্রণীত "ফতওয়ায়ে ফয়জুর রসুল" ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ সন ১৪১৬ হিজরীতে দারুল ইশায়াত দারুল উলুম আহলে সুন্নাত ফয়জুর রসুল বরাউন শরীফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১ম খন্ডের ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে প্রেরিত প্রশ্ন ও প্রদত্ত উত্তরের আংশিক পাঠকের অবগতির জন্য পেশ করা হল।

= مسئلہ :- حضرت مولانا فضل رسول عثمانی بدایونی علیہ الرحمۃ والرضوان کے سنہ/۱۳٦٥ھ میں ایك کتاب "سیف الجبار" تحریر فرمائی جس میں حضرت ممدوح نے پیشوائے وھابیہ ملا اسمعیل دھلوی کی گمراھیوں کو بے نقاب فرمایا ھے اور اس کے ساتھ سید احمد بریلوی کے کچھ حالات بیان کئے ھیں جس سے واضح ھے کہ سید احمد بریلوی صاحب ملا اسمعیل دھلوی کی اشاعت گمراھی سے متفق وراضی تھے - اب دریافت طلب امر یہ ھے کہ سید احمد رائے بریلوی کو صحیح العقیدہ سنی مانا جائے یا فاسد العقیدہ گمراہ قرار دیا جائے ؟ اور یہ کہ سید احمد رائے بریلوی صاحب کے سلسلہ بیعت میں مرید ھونا جائز ھے یا نہیں؟ اور جو لوگ رائے بریلوی صاحب کے سلسلہ میں مرید ھیں وہ اپنی بیعت باقی رکھیں نا توڑ دیں؟ بینوا وتوجروا-

---

الجواب :- اللھم ھدایۃ الحق والصواب - حضرت مولنا شاہ فضل رسول بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ سنی مسلمانوں کے ایك بھت ھی معزز قابل اعتماد عالم دین ھیں - واقعی حضرت نے ملاجی اسمعیل دھلوی کے مکر وفریب بیان کرنے کے ضمن میں سید احمد رائے بریلوی صاحب کے بھی مختصر حالات ذکر فرمائے ھیں جن سے واضح ھے کہ رائے بریلوی صاحب مذکور صحیح العقیدہ سني نہ تھے - لھذا - رائے بریلوی کے سلسلہ بیعت میں مرید ھونا درست نھیں - اورجو لوگ رائے بریلوی صاحب کے سلسلہ میں بیعت ھوگئے ھیں وہ بیعت کو حتم کرکے کسی دوسرے قابل بیعت سنی پیر سے مرید ھو جائیں ——

মাসআলাঃ হযরত মাওলানা ফযলে রসুল উসমানী বদায়ুনী (রহঃ) ১৩৬৫ হিজরীতে 'সায়ফুল জব্বার' কিতাব লিখেছেন, এতে লেখক ওহাবী নেতা মোল্লা ইসমাঈল দেহলভীর গোমরাহী উন্মোচন করেছেন, তদসঙ্গে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেছেন, যদ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী ছাহেব মোল্লা ইসমাঈল দেহলভীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রচারিত গোমরাহীর সাথে একমত ও সম্মত ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, সৈয়দ আহমদ রায় বেরলভীকে বিশুদ্ধ সুন্নী আক্বিদা সম্পন্ন মনে করা যাবে কিনা? নাকি! ফাসিদুল আক্বিদা সম্পন্ন পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করা যাবে। এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভীভুক্ত সিলসীলায় মুরীদ হওয়া জাযেজ হবে কিনা? যে সব লোক রায় বেরলভীর সীলসীলায় মুরীদ হয়েছেন তারা কি বায়াত বহাল রাখবে নাকি ভেঙ্গে দেবে?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ সঠিক ও বিশুদ্ধ হেদায়ত নসীব করুন!

হযরত মাওলানা শাহ ফযলে রসুল বদায়ুনী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সুন্নী মুসলমানদের একজন অত্যন্ত সম্মানিত নির্ভরযোগ্য আলেমেদ্বীন। প্রকৃতপক্ষে হযরত (বদায়ুনী) মোল্লা ইসমাঈল দেহলভীর প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সৈয়দ আহমদ রায় বেরলভীর ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আলোকপাত করেছেন, যদ্ধারা স্পষ্ট হয় যে, বর্ণিত রায় বেরলভী ছাহেব বিশুদ্ধ আক্বিদা সম্পন্ন সুন্নী ছিলেন না। সুতরাং রায় বেরলভীর বায়আতের সিলসিলায় মুরীদ হওয়া সঠিক হবেনা। এবং যে সব লোক রায় বেরেলী ছাহেবের সিলসিলায় বায়আত হয়েছেন তাঁরা উক্ত বায়আত বাতিল করে অন্য কোন বায়আতযোগ্য সুন্নী পীরের নিকট মুরীদ হয়ে যাবেন।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জিহাদ ও সিরাতুল মুস্তাকিম গ্রন্থ প্রসঙ্গঃ

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইনাম - উল - হক প্রণীত ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭) বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী সম্পর্কে যা লিখেছেন তা নিম্নরূপঃ

সৈয়দ ইলমুল্লাহর পৌত্র এবং সৈয়দ মুহাম্মদ ইরফানের পুত্র সৈয়দ আহমদ ১৭৮৬ সালে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত রায়বেরেলিতে জন্ম গ্রহণ করেন। একই গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় সিরাতুল মুস্তাকিম গ্রন্থ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

সৈয়দ আহমদের সংস্কার আন্দোলনের বিস্তারিত আছে আবদুল হাই শাহ ইসমাইল ও সৈয়দ আহমদ সম্পাদিত সিরাতুল মুস্তাকিম নামক পুস্তকে ১৮-১৯ সালে রচিত এ গ্রন্থকে ভারতীয় ওহাবীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্নিত ঘোষণাপত্র বলা যেতে পারে। একই পৃষ্ঠায় ৬৭ নং সূত্রে বলা হয়, গোলাম রসুল মেহেরের মতানুসারে সৈয়দ আহমদ সিরাতুল মুস্তাকিম গ্রন্থের রচয়িতা। এর কিছু অংশ শাহ ইসমাইল ও রচনা করেন অবশিষ্টাংশ মাওলানা আবদুল হাই সম্পাদনা করেন।

উক্ত গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদের জিহাদ সম্পর্কে লিখেছেন রায় বেরেলী থেকে

সৈয়দ আহমদ উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যান এবং শিখদের বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদ আরম্ভ করেন। সৈয়দ আহমদ যখন জিহাদে লিপ্ত ছিলেন সে সময় একজন ইংরেজ পর্যটক আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান সফর করেছিলেন তিনি সৈয়দ আহমদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন "শিখদের মুলোচ্ছেদ" পাঞ্জাব অধিকার, অতঃপর ভারত ও চীন আক্রমণ বস্তুতঃ এই ছিল সৈয়দ আহমদ শহীদের পুর্বাকর পরিকল্পনা।

সৈয়দ আহমদ ইংরেজ বিরোধী জিহাদে নিহত হননি তিনি শিখদের হাতে নিহত হন এ সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় ডক্টর সাহেব লিখেছেন ১৮৩১ সালের ৬মে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হাজরা জিলার বালাকোট নামক স্থানে বিশ্বাস ঘাতক পাঠানদের মধ্যে পায়েন্দা খান ও নজফখানের সহায়তা শিখ যুব রাজ শের সিংয়ের নেতৃত্বে বার হাজারের একদল শিখ সৈন্যের হাতে তিনি শহীদ হন।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো সৈয়দ আহমদ ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করেননি এবং ইংরেজী বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হননি তিনি সীমান্ত প্রদেশের পাঠান মুসলমানদের হাতে নিহত হন ঐতিহাসিকদের এ ধরনের অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধৃতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যারা সৈয়দ সাহেবকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী বীর পুরুষ "আমিরুল মুজাহেদীন" হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রয়াস চালায় তা ইতিহাস বিকৃতি ও অস্বীকারের নামান্তর।

অতুল চন্দ্ররায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রনীত প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৯ ভারতের ইতিহাস, চতুর্দশ অধ্যায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া পর্বে ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন আরবে আবদুল ওয়াহাব নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি (১৭০৩-১৭৮৭ খৃঃ) মুসলিম ধর্মের সংস্কারের জন্য এক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তাহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় ওয়াহাবী নামে প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা হয়। এর তিন লাইন পরেই বলা হয় ভারতে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ) ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে সৈয়দ আহমদ আরবের ওয়াহাবীদের অনুসরণে ধর্মীয় সংস্কারের কথা প্রচার করিতে শুরু করেন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কা হইতে হজ্ব সম্পন্ন করিয়া পাটনায় কিছুকাল অবস্থান করেন।

উক্ত গ্রন্থের ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এর এক লাইন পরেই উল্লেখ করা হয় যে, তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের চার বৎসর পর শিখদের সহিত এক খন্ডযুদ্ধে সৈয়দ আহমদ নিহত হন।

উক্ত গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপেক্ষা বিপথগামী ও ভন্ড (hyoperitical)মুসলমানদের সহিত যুদ্ধেই সৈয়দ আহমদ অধিক সময় নিয়োজিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়াছিলেন।

বিট্রিশ সিভিলিয়ান স্যার উইলিয়াম হান্টার কর্তৃক লিখিত আবদুল মওদুদ কর্তৃক বাংলায় অনুদিত আহমদ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত The indian Musalman's দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ নিউসোসাইটি প্রেস ৪৬ জিন্দাবাহার ১ম লেইন ঢাকা-১১০০ থেকে ১৯৯৬ সনে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী কিভাবে নিহত হন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৮৩১ সালে তিনি যখন তারই একজন খলিফার সাহায্যার্থে ব্যস্ত ছিলেন, তখন শিখ যুবরাজ শের সিংহের অধীনে একদল শিখ সৈন্য অতর্কিতে তাকে আক্রমন ও হত্যা করে। একই পৃষ্ঠায় টিকায় বলা হয়েছে- সৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে উপরোক্ত বর্ণনা ভারত সরকারের বৈদেশিক ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের নথিপত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ১৮৫২ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত যে সব সরকারী মামলা হয়েছে সে সবের স্বাক্ষ্য প্রমাণ ও পাটনার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্টেট টি,ই, র‍্যাভেন্স সাহেবের বিবরণী থেকেও গৃহীত হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় ওহাবীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আবদুল ওহাব মৃত্যু বরণ করেন কিন্তু তার বিজিত এলাকাগুলি যোগ্য হাতেই পায় ১৭৯১ সালে ওহাবীরা মক্কার প্রধান শেখের বিরুদ্ধে সাফল্যের সংগে অভিযান চালায় ১৭৯৭ সালে তারা বাগদাদের পাশাকে পরাজিত করে ও তার বহু সৈন্যকে নিহত করে। এশিয়াস্থ তুর্কীদের বহু উর্বর প্রদেশ এ সময় তাদের করতলগত হয়। ১৮০১ সালে তারা পুনরায় এক লক্ষ সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী নিয়ে মক্কা শরীফ হামলা করে এবং ১৮০৩ সালে এ পবিত্র শহরটি তাদের হস্তগত হয়। পর বছর তারা মদীনা অধিকার করে ইসলামের এ দু'টি শক্তি কেন্দ্রে সংস্কার পন্থিরা তাদের মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত মুসলমানদের হত্যা করে এবং মুসলিম সাধু সন্তদের মাজারগুলি ভেঙ্গে ফেলে ও কলুষিত করে।

উপরোক্ত বর্ণনায় তথাকথিত ওহাবী সংস্কার বাদীদের কর্তৃক পবিত্র ভূমিদ্বয়ে তাদের জুলুম নির্যাতন ও সুন্নী মুসলমানদের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে তাদের ধ্বংস লীলা থেকে পুন্যাত্মবান্দাদের মাজার পর্যন্ত রেহায় পায়নি।

উক্ত গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সিরাতুল মুস্তাকিম এটি আমিরুল মুমেনীন সৈয়দ আহমদের বাণীর সংকলন মওলভী মুহাম্মদ ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক ফার্সী ভাষায় লিখিত মওলভী আবদুল জব্বার কানপুরী কর্তৃক হিন্দুস্তানী ভাষায় অনুদিত।

"সিরাতুল মুস্তাকিম" প্রসঙ্গে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী "জখিরায়ে কেরামত" ৩য় খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন

سید احمد قدس سرہ کی کتاب صراط مستقیم کو جس کو

مولانا محمد اسماعیل رحمہ اللہ نے لکھا ہے-

অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ প্রনীত কিতাব "সিরাতুল মুস্তাকিম" যেটা মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল লিখেছেন।

জনাব মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী ছাহেব যখিরায়ে কেরামত কিতাবের ২য় খন্ড ১৭৬ পৃষ্ঠায় সিরাতুল মুস্তাকিম গ্রন্থ সম্পর্কে আরো লিখেছেন-

اورصراط المستقیم جو علم تصوف میں ہے- اور حضرت سید احمد ممدوح نے اسکو لکھوا ہے-

অর্থঃ এবং সিরাতুল মুস্তাকিম যেটা সুফীতত্ত শাস্ত্রে লিখিত এবং সেটা হযরত সৈয়দ আহমদ ছাহেব লিখান।

॥ তিন ॥

আযাদী আন্দোলনে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ)'র ভূমিকাঃ

আযাদী আন্দোলনের (১৮৫৭) বীর মোজাহিদ, স্বাধীনতার অগ্নিসৈনিক, মুসলিম মিল্লাতের গৌরব, মোজাহিদে আহলে সুন্নাত, আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রঃ) ১২১২ হিজরী মোতাবেক ১৭৯৭ ইংরেজী সনের (খায়রুল বেলাদ) উত্তম নগরী অযোধ্যার অন্তর্গত খায়দারাবাদ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরিক্রমা তেত্রিশ গোত্র অতিক্রম করে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রঃ) এর সাথে যুক্ত হয়েছে। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম, হযরত আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (রহঃ)। তিনি সমসাময়িকিকালে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমেদ্বীন হিসেবে প্রসিদ্ধতা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। নিম্নোক্ত রচনাবলী তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞা পান্ডিত্য ও চিন্তাধারার উৎকর্ষতার উৎকৃষ্ট প্রমানবহন করে। "উফকুলমুবীন" নামক পুস্তকের টিকা টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা সমূহ তারই অমূল্য অবদান। দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মেরকাত (যা বর্তমানে মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত- তারই অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন। তালহীছ আশশেফা তাহায়্যাতুচ্ছায়র "আহাদ নামা ইত্যাদি রচনাবলী" তারই অনন্য অবদান।

স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব ছিদ্দিক হাছান খান এবং মুফতি ছদরুদ্দীন আযরদাহ প্রমুখ তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণে ধন্য। তিনি দিল্লী আগমন করে "সদরুস সুদুর" প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময়ে দিল্লীতে এমন দুইটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীট ছিল যার খ্যাতি প্রসিদ্ধতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিকে কোরআন হাদিস তাফসীর শাস্ত্রের জ্ঞান

pdf By Syed Mostafa Sakib

পিপাসুরা জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য হযরত শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) এর শরণাপন্ন হতো। এবং জ্ঞান সুধা আহরণে পরিমিত তৃপ্তি বোধ করতো। অন্যদিকে যুক্তিবিদ্যা তর্কশাস্ত্র ন্যায় শাস্ত্র এবং বুদ্ধিভিত্তিক জটিল দুর্ভেদ্য বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (রঃ) এর শরণাপন্ন হয়ে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হতো।

আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (রঃ) সে সময়ে দিল্লীর প্রধান বিচারপতি সদরুস সুদুর বা সরকারের প্রধান আইন ব্যাখ্যাতা পধে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীট জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন এক ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যার দৃষ্টান্ত পাক ভারত উপমহাদেশে বিরল। এ শিক্ষা নিকেতনে জ্ঞান বিজ্ঞান, যুক্তি দর্শন, চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্রের যে অমূল্য জ্ঞান বিতরণ করা হতো তারই অবদান আজ উপমহাদেশের রন্দ্রে রন্দ্রে বিস্তৃত। সর্বত্র পাশ্চ্য পাশ্চাত্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে প্রতিধ্বনি শুনা যাচ্ছে তা তারই অনন্য অবদান। হযরত আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রঃ) এর প্রারম্ভিক জ্ঞান অর্জনের সূচনা পারিবারিক সূত্রে কোরআন মজীদের মাধ্যমেই হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে এত প্রখর তীক্ষ্ণ মেধা শক্তি দান করেছেন যে, মাত্র চারমাস দশদিন স্বল্প সময়ে তিনি পূর্ণ কোরআন শরীফ হেফজ করতে সক্ষম হন। অতঃপর অন্যান্য পুস্তাকাদি বিশেষতঃ ধর্মীয় তত্বজ্ঞান, এলমে মা-কুলাতে ন্যায় শাস্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রচীন পদার্থ বিজ্ঞান ইত্যাদি তাঁর আব্বজানের নিকট সযত্নে অর্জন করেন। তিনি অল্প সময়ে তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দীক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় পূর্ণতা অর্জন করেন। এবং হযরত শাহ আবদুল কাদের মুহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) এর নিকট থেকে হাদিস শাস্ত্রের সনদ অর্জন করেন। হযরত শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) এর সান্নিধ্যে তিনি অধিক সময় অতিবাহিত করেছেন। ১২২৫ হিজরী মোতাবেক ১৮০৯ ইংরেজী সনে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জনের সমাপ্তি সনদ অর্জন করেন।

শিক্ষা সনদ সমাপনান্তে সম্মানিত আব্বাজানের আদেশক্রমে অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র তের বৎসর বয়সে এ মহৎ কাজে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য নসীব হওয়া আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। যে যুগে তিনি এ মর্যাদায় অভিষিক্ত তখনকার উপমহাদেশে মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সাতশত বৎসর পর্যন্ত উপমহাদেশের মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল, তিনশত বৎসর মুঘল সাম্রাজ্যের বিজয় ডঙ্কা বেজেছিল। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর এ ব্যবস্থায় কালো মেঘের ছায়া আচ্ছাদিত হয়ে পড়ল। এবং ১৭১৭ সালে মাইত্তর যুদ্ধ এবং রাজা সুলতান টিপুর শাহাদাত মুসলমানদের তেজস্বীতাকে স্তিমিত করে দিল। ১৮০৩ খৃঃ দিল্লী বিজয়ের প্রাক্কালে

লার্ডলীক এক চুক্তি অনুসারে তার শাসনকালের সমাপ্তি ঘটলো। ইংরেজরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিল। এবং যোগ্য উত্তরাধিকারদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে রাখল।

এতটুকুতে ক্ষান্ত হয়নি। বরং হিন্দুস্থানের স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করল। শক্তি অনুযায়ী অন্যান্য ধর্মের পাশাপাশি বিশেষতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে গভীরতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ল। সভা সমাবেশের মাধ্যমে যত্র তত্র নিজ ধর্মের প্রচারণা চালাতে লাগল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মতাদর্শ আল ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নুরানী সত্তার উপর আক্রমনাত্মক পন্থায় সমালোচনা ও অবমাননা শুরু করল। এহেন যুগ সন্ধিক্ষণে, মুসলমানদের সময়োচিত যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সময়ের দাবী হয়ে পড়ল। বিশেষতঃ আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রঃ) সবধরনের অসম্মান অপমান, রুষ্ঠতা, তিক্ততা সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বিরুদ্ধে সামান্যতম সমালোচনা, কুৎসা রচনা, অসম্মান ও অপমান মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতেন না। তিনি ছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড বিদ্রোহ, সত্যের পথে অটল অবিচল আপোষহীন। এটাই তাঁর পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও নবী প্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

১৮৫৫ সালে পাদ্রী রীড মুন্ড বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে বিশেষতঃ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট প্রেরিত একগুপ্ত পত্রের মধ্যে এ কথা লিপিবদ্ধ ছিল যে, বর্তমানে হিন্দুস্থানের সর্বত্র একই চিন্তাধারার প্রভাব পরিলক্ষিত এবং সর্বত্র খৃষ্টানদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও বিদ্যুতিক অগ্রসরতার কারণে পৃথিবীর শিল্প সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হলো। ফলে পৃথিবীর সকল স্থানের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে। রেলপথ, সড়ক পথ, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভুত উন্নতি সাধিত হলো। সুতরাং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয়তা ও আঞ্চলিকাতর অবসান ঘটিয়ে সকলেরই উচিত খৃষ্টানদের মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া এবং এ মতাদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেওয়া সুতরাং তোমরা সবাই একই দলভুক্ত হয়ে যাও।

এভাবে শুরু হল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। মুসলমানদেরকে মসজিদের মিনারায় উচ্চকণ্ঠে আজান উচ্চারণে বাধা দেয়া হল। এমনকি নামাজরত অবস্থায় মুসলমানদেরকে শহীদ করা হলো, কোরআন পাককে অসম্মান করা হলো। জুতা সহকারে মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করা হলো এবং এসব কার্যাদি ইংরেজদের পৃষ্ট পোষকতায় অব্যহত ভাবে চলতে লাগল।

এসব অজস্র অসংখ্য ঘটনাবলী উপরন্ত লাঞ্চনা ও অপমানকর দৃশ্য অবলোকনে প্রত্যেক অনুভূতিশীল, ইসলাম প্রিয় ব্যক্তিদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

লাগলো কি করে রুখে দাঁড়াবে এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে? কে দেবে এসব ইসলাম বিদ্বেষীদেরকে সমুচিত শিক্ষা! মুসলমানরা তো নিঃস্ব অসহায়, তাদের ছিল না কোন বৃহৎ শক্তি, ছিলনা রাষ্ট্রীয় শক্তি। তাই বলে কি? জালিম অত্যাচারী পাপিষ্টদের এসব ইসলাম বিরোধী তৎপরতা মুসলমানরা নীরবে সহ্য করে যাবে? না তা হতে দেয়া যায় না। বরং প্রত্যেককে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে, প্রত্যেকে এ চিন্তায় বিভোর ছিলো। (সূত্রঃ নুরুল হাবিব আগষ্ট ৯২ ইংরেজী)

১৮৪৮ সালে আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রঃ) যখন লক্ষ্ণৌতে প্রধান বিচারপতি ও একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের প্রধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে সেথায় গমন করেন তখনই মাত্র কিছুদনি পরে (হুনুমান গড়ী যা অযোধ্যার ফয়েযাবাদের নিকটবর্তী) এর ঘটনা সংঘটিত হলো সেখানে মসজিদে আজান দেওয়া বন্ধকরে দেয়া হলো। কেউ আজান দিলে তাকে বেদমভাবে প্রহার করে মসজিদ হতে বের করে দেয়া হতো। ইংরেজগণ ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতার, কৌশল অবলম্বনের পরিবর্তে জুলুম নিপীড়নের পন্থা অবলম্বন করলো ৫ এপ্রিল ১৮৫৭ সালে ইংরেজ গর্ভমেন্ট এ মর্মে প্যারেডের নির্দেশ জারী করল যে, নতুন চর্বি বিশিষ্ট করতুছ বন্দুক চালনা পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণের জন্য। সুতরাং প্রত্যেক দলের সৈন্যদের একত্রিত করা হলো। নব্বইজন সৈন্যদের মধ্যে ৫০জন সৈন্য এ পদ্ধতিতে কারতুছ শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকার করলো। যদ্ধরুন তাদেরকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করতে হলো। ফলশ্রুতিতে সৈন্যদের ধৈর্য্যের বাঁধ পেরিয়ে গেলো। এবং ১০ মে ১৮৫৭ সালের রবিবার দিবসে যখন ইংরেজগণ উপাসনার নিমিত্তে গীর্জায় গমন করল তখনই সেনাবাহিনীর দল স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা দিল এবং কারাগার ভেঙ্গে আপন সঙ্গী সাথীদেরকে মুক্ত করে আনলো। এবং দিল্লী আক্রমণ করার জন্য মিরিটি হতে চলে আসলো। ১১ মে ১৮৫৭ সালে দিল্লী আক্রমণ করলো। এদিকে সিংহ পুরুষ আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রঃ) জিহাদের ফতোওয়া ঘোষণা করলে। আলুর হতে তার প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে ১৮৫৭ সালের আগষ্টে দিল্লীতে পৌছেন।

দিল্লীর বিদ্রোহী সৈন্যরা দিল্লীর শাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করে নিল। মিরাট এলাকাতে হত্যাকান্ড, অরাজকতার কারণে উত্তপ্ততা বিরাজ করতেছিল। তথাপিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করেননি। আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদীর ন্যায় স্বাধীন স্বভাব প্রকৃতির লোক মিল্লাতে ইসলামীর চেতনায় উজ্জীবিত বই মহান ব্যক্তিত্ব কি করে নিজকে এই আন্দোলন থেকে পৃথক রাখতে পারেন? এটা অসম্ভব। তিনি যখন দিল্লীতে উপনীত হন তখন জেহাদের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে উঠেনি। তারা দুদলে বিভক্ত ছিল। একদল বাদশাহ'র অনুগত ছিল। অপরদল ইংরেজদের বিরুদ্ধাচারণে

সোচ্চার ছিল। তিনি হাঙ্গামার অবস্থাদি অবলোকন করেন এবং সৈন্যদের মতামত গ্রহণ করেন। শহরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের মধ্যে একদল মোজাহিদ এমন ছিল যারা প্রান দিতে প্রস্তুত, তাদের উদ্দেশ্য একমাত্র স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করা।

এ দল রুহীলা নামক স্থানের মোজাহিদ ছিল। যারা জেনারেল বখতখান সরদার বেরেলীর নেতৃত্বাধীন কমাণ্ডারের মর্যাদায় কর্মরত ছিলেন। যখনিই এ ব্যাপারে আল্লামা খায়রাবাদী (রঃ) এর নিকট সংবাদ পৌঁছে তখন জেনারেল ছাহেব নিজেই আল্লামার সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। অতঃপর আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রঃ) শুক্রবার দিবসে দিল্লীর জামে মসজিদের ওলামায়ে কেরামের সম্মুখে সারগর্ভ তকরীর করেন। এবং জেহাদ ওয়াজেব হওয়া সংক্রান্ত ফতওয়া প্রদান করেন। এতে মুফতি ছদরুদ্দীন খান, মৌলভী আবদুল কাদের, কাজী ফায়েজ উল্লাহ, মওলানা ফয়েজ আহমদ বাদায়ুনী ওযীর খান আক বরাবাদী, সৈয়দ মোবারক হোসাইন রামপুরী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামগণ উক্ত ফতোয়ায় সাক্ষর করেন। অত্র ফতোওয়া প্রকাশ হওয়া মাত্রই রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। মুসলিম বীরযোদ্ধা মোজাহিদরা অল ইন্ডিয়া ইষ্ট কোম্পানী ইংরেজী সৈন্যদের সাথে মোকাবেলা করলো। দিল্লীর উপর কোম্পানীর সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এবং তাদের হুকুমত ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

সর্বশেষ সময়ের সাহসী সৈনিককে কারারুদ্ধ করা হলো। জেনারেল বখত খান লক্ষ্ণৌতে চলে গেলো। আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ) মাতৃভুমিতে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে বৃটিশ প্রশাসনের অনুগতচররা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো। আল্লামা খায়রাবাদী ও (রহঃ) তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার হন। সুতরাং ১৮৫৮ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষাবলম্বন ও ফতোয়ায়ে জেহাদের প্রেক্ষিতে উপরন্ত অপরাধ ও বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে আসা হলো। মামলা চলছে। মীমাংসার দিবসে যিনি তাঁর জেহাদের ফতোওয়ার মামলা পরিচালনা করেছিল সে নিজেই আদালত অঙ্গনে আল্লামা খায়রাবাদীর বিরল ব্যক্তিত্বের দৃশ্য দেখে তাঁকে পরিচয়ে দিতে অস্বীকার করছে। এবং বলছে ইনি আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী নহেন। যার সহিত ফতোওয়ার সম্পর্ক তিনি অন্যজন। সাক্ষী তাঁর সুন্দর আকৃতি এবং চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে করুণভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু আল্লামার স্বাধীনচেতা মনোভাব দেখুন। কত নির্ভীক অকুতোভয়। (আল্লাহু আকবর)। খোদার শার্দুল শেরে খোদা আলী (রহঃ) এর উত্তরসুরী বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠেন। উক্ত ফতোওয়া সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও সত্য। আজ এই সময়েও আমার উপরোক্ত রায়। অপমান ও লাঞ্ছনাকর জীবন হতে মৃত্যুই শ্রেয়। সিংহের ন্যায় আযাদীর জীবনেই রয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ। তিনি পূর্ণ আনন্দ ও হাস্যজ্জ্বোল চেহারায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদালতের রায় শ্রবণ করেন এবং তাঁকে আন্দোমন দ্বীপে (কালাপানি) নির্বাসিত করা হলো।

ইতিপূর্বে সেখানে মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরী, ছদর ইমন বেরেলী, মুফতি মজহার করীম দরিয়াবাদী এবং অন্যান্য বীর মোজাহীদ আলেমগণ এ অরণ্য দ্বীপে উপনীত হন। তাঁদের চরণ যুগলের স্পর্শ ধন্য হয়ে এই অভিশপ্ত ঘৃণিত আন্দামান উপদ্বীপ দারুল উলুম জ্ঞানের নগরীতে রূপান্তরীত হয়। এরা সেখানেও মজহাব মিল্লাতের খেদমতের নিমিত্তে লেখনীর ধারা অব্যাহত রাখেন। আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ) সেখানে কতিপয় অদ্বিতীয় মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, "আস-সাউরাতুল হিন্দিয়া, কসিদাতু ফিতনাতুল হিন্দ" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আসসাওরাতুল হিন্দিয়া সিপাহী বিপ্লব সম্পর্কিত একটা অতিমূল্যবান দলীল। বিপ্লবের পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিচার প্রহসনে হাজার হাজার দেশ প্রেমিকের সঙ্গে মওলানা খায়রাবাদী (রঃ)কে ও আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। সেই কঠিন বন্দী জীবনে মওলানা সাহেব কাফনের কাপড়ের মধ্যে কয়লার সাহায্য এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ছাড়াও বইটি আরবী ভাষায় এক অনুপম সম্পদরূপে পরিগনিত, "আস সাওরাতুল হিন্দিয়া ও কসিদায়ে ফিতনাতুল হিন্দ" মাওলানার নির্বাসিত জীবনের দুইটি বিলাপ লিপি। আন্দামানের কঠোর বন্দী জীবনে যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন আস-সাওরাতুল হিন্দিয়া পুস্তকের ছত্রে ছত্রে তার বেদনা অনুরণিত হয়েছে।

তাছাড়া তার আরো অসংখ্যা রচনাবলী আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইংরেজরা তাঁকে এবং তার সঙ্গী সাথীদের উপর অকথ্য জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে। সর্বপ্রকার নির্যাতনের স্টীম রোলার তাঁর উপর চালিত হয়েছে। আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ) ফযলে ইমাম খায়রাবাদীর সেই শাহজাদা যিনি কখনো হাতী কখনো পাল্কীতে আরোহন করে পিতার স্নেহ ধন্য সান্নিধ্যে শিক্ষা অর্জন করতেন, যার হাতের স্পর্শে সোনার কলম শোভা পেত। আন্দামানের উপদ্বীপে তারই মস্তকের উপর আজ কাচামালের টুকরী, সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে শুধু কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা অশ্রুধারা প্রবাহিত করেছে তা নয় বরং ইংরেজরা পর্যন্ত এ নির্মম দৃশ্য অবলোকনে তাদের অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি।

১২ সফর ১২৭৮ হিজরী ১৮৬১ সালে এই মর্দে মুমিন বীর মেজাহিদ আন্দামান উপদ্বীপের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে ইহধামের সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর মওলায়ে হাকিকী রফিকে আ-লার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তাঁর রুহানী আত্মা বিশ্বের মুসলিম জনতাকে আহবান জানাচ্ছে, তোমরা জাগো! মানবতার চিরশত্রু ইহুদী নাসারা ও ইসলাম বিকৃতিকারীদের রুখে দাঁড়াও।

ইসমাইল দেহলভী রচিত তাকভীয়াতুল ঈমান গ্রন্থ খন্ডনে আ'ল্লামা ফযলে হক্ব খায়রাবাদী (রহঃ) এর ভূমিকা

আরবের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী মতবাদের উপর তাকভীয়্যাতুল ঈমান, কিতাব লিখেন। বিশ্বের অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম তাঁর এ কিতাবের খন্ডন লিখেন, যার সংখ্যা প্রায় আড়াইশতে উপনীত। তম্মধ্যে মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ ছাত্র, আযাদী আন্দোলনের বীর পুরুষ, আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহঃ) অন্যতম। তিনি "তাহকিকুল ফতোয়া ফী ইবতালিত তাগওয়া" নামক একটি তথ্যবহুল কিতাব রচনা করেন। এতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এর শাফায়াত সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা যে সৃষ্টিকূলের অদ্বিতীয় সৃষ্টি এ বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেছেন। তাহকীকুল ফতোয়ার জবাবে মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর ছাত্র মৌলভী হায়দর আলী টুংকী একটি রেসালা লিখেন যার খন্ডনে আল্লামা খায়রাবাদী (রহঃ) "ইমতিনাউন নযীর" নামে ফার্সী ভাষায় এক ঐতিহাসিক কিতাব রচনা করেন। আজ পর্যন্ত যে কিতাবের খন্ডন করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি এ কিতাবের প্রথম সংস্করণ আজ হতে একশত বৎসর পূর্বে আ'লা হযরত বেরলভী (রহঃ) এর খলিফা আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান আশরাফ বিহারী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল যা বর্তমানে দুর্লভ। দীর্ঘ একশত বৎসর পর দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তান "মরকযে তাহকিকাতে ইসলামিয়া" হতে মুহতারম কামরুজ্জমান ছাহেব এর অর্থায়নে বিগত রমজান মাস ১৪২০ হিজরীতে গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়েছে। (এ মুল্যবান কিতাবটি অধমের নিকট সংরক্ষিত আছে)

আল্লামা খায়রাবাদী (রহঃ)'র রচনাবলী

আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদীকে প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইলমে মাকুলাত তথা ন্যায় শাস্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রাচীন পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদিসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন জঠিল কঠিন শাখা প্রশাখায় তাঁর প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বিজ্ঞান ধর্ম, দর্শন, আক্বাইদ প্রভৃতি বিষয়ে রচনা করেছেন বহু গুরুত্বপূর্ণ মুল্যবান গ্রন্থাবলী। নিম্নে তাঁর কতিপয় গ্রন্থাবলীর নাম পেশকরা হলোঃ

(١)الجنس الغالى فى شرح الجوهر العالى

(১) আল জিনসুল গালি ফী শরাহিল জাওহারিল আলি

(٢) حاشية الافق المبين

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) হাশিয়াতুল উফুকুল মুবীন

(٣) حاشية تلخيص الشفاء للشيخ ابى على ابن سينا

(৩) হাশিয়ায়ে তালহিসুশ শিফা

(٤) الهدية السعيدية فى الحكمة

(৪) আলহাদিয়াতুস সাইয়্যিদিয়া (বিজ্ঞান বিষয়ক)

(٥) رسالة فى تحقيق العلم والمعلوم

(৫) রিসালাতু ফী তাহকিকিল ইলমে ওয়াল মা'লুম

(٦) الروض المجود فى تحقيق حقيقة الوجود

(৬) আররাওযুল মাযওদ ফী তাহকিকীল ওযুদ

(٧) رسالة فى تحقيق الكلى الطبعى

(৭) রিসালাতু ফী তাহকীকিল কুল্লিআত্তাবয়ী

(٨) رسالة فى تحقيق التشكيك فى الما هيات

(৮) রিসালাতু ফী তাহকীকিত তাশ্‌কীক ফীল মা'হিয়াত

(٩) شرح تهذيب الكلام للعلامة التفتازانى

(৯) শরহে তাহযীবুল কালাম

(١٠) تحقيق الفتوى فى ابطال الطغوى

(১০) তাহকীকুল ফাত্‌ওয়া

(١١) امتناع النظير

(১১) ইমতিনাউন নযীরঃ এতে ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর প্রধান খলিফ ইসমাঈল শহীদের আক্বিদা বিশ্বাস ও ওহাবী মতবাদের খন্ডন করা হয়েছে।

(١٢-١٣) الثورة الهندية وقصائد فتنة الهند

(১২-১৩) আস্‌সাওরাতুল হিন্দিয়া ও কসিদায়ে ফেতনাতুল হিন্দ মাওলানা খায়রাবাদীর নির্বাসিত জীবনের দুটি বিলাপ লিপি।

(١٤) حاشية شرح السلم

(১৪) হাশিয়ায়ে শরহে সুল্লমঃ

তাঁর ছাত্রবৃন্দঃ

আল্লামা খায়রাবাদী (রহঃ)'র ছাত্র বৃন্দ অসংখ্য। তাঁর জ্ঞান সমুদ্র হতে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসুরা জ্ঞান আহরনে নিজকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর সান্নিধ্যে ও রুহানী ফয়জাতে উলামায়ে কেরামেরএক বৃহত্তম জামাত ধন্য হন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্ঠায় বহু উলামা দ্বীনি ইলম অর্জনে পরিতৃপ্ত হন।

বিশ্বব্যাপী ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসারে তাঁর নিম্নোক্ত ছাত্র বৃন্দের অবদান উল্লেখযোগ্য।

ঃ সামসুল ওলামা আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হক খায়রাবাদী ১৩১৬ হিজরী/ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ তিনি আল্লামা খায়রাবাদীর সুযোগ্যপুত্র।

ঃ মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ জৌনপুরী ১৩২৬ হিজরী/১৯০৮ খৃষ্টাব্দ তিনি বাহারে শরীয়ত প্রণেতা সদরুশ শরীয়ত, আল্লামা মুফ্‌তি আমজাদ আলী (রহঃ) এর ওস্তাদ।

ঃ মাওলানা শাহ আবদুল ক্বাদের বদায়ুনী ১৩১৯ হিজরী/১৯০১খৃষ্টাব্দ।

ঃ মাওলানা ফয়যুল হাসান সাহারানপুরী ১৩০৪ হিজরী/ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ।

ঃ মাওলানা হেদায়াত আলী বেরলভী ১৩২২ হিজরী

ঃ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল বলগেরামী আল্লামা আবদুল আলী রামপুরী, ১৩৩০ হিজরী/ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। যিনি আ'লা হযরত মাওলানা শহা আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রহঃ) এর ওস্তাদ ছিলেন। নওয়াব ইউসুফ আলী খান প্রমুখ।

আল্লামা'র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নঃ

ইসলামী জগত ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য তাঁর ত্যাগ সাধনা কর্ম ও অবদানের মূল্যায়ন সম্পর্কে জ্ঞানী পন্ডিত সুধীজন তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করেছেন। স্বীকৃতি দিয়েছেন নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ এর সাবেক পরিচালক আবদুল হাই ছাহেব প্রণীত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' সপ্তম অধ্যায়ে লিখেছেন-

احدالا ساتذة المشهو رين – لم يكن له نظير فى زمانه فى الفنون الحكمية والعلوم العربية–

অর্থাৎ তিনি ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষক বৃন্দের অন্যতম, জ্ঞান- বিজ্ঞান ও আরবী শাস্ত্র সমূহে তাঁর যুগে তাঁর কোন দৃষ্টান্ত ছিলনা।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন-

فريد الدهر فى جميع العلوم والفنون كانّ فكره العالى موسس اساس المنطق والحكمة

অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন যুগের অদ্বিতীয়। তাঁর সুউচ্চ চিন্তাধারা ছিল যুক্তি বিদ্যাও দর্শনের নির্মাতা। সূত্রঃ ইমতিনাউন নযীর, ভূমিকা।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী তাঁর সম্পর্কে সাওয়ানেহে আহমদীয়ায় লিখেছেন-

مجسمة المنطق ومصحح اغلاط افلاطون وسقراط وبقراط.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ- তিনি ছিলেন যুক্তিবিদ্যা শাস্ত্রের অবয়ব রূপকার আফলাতুন সুক্‌রাত বুকরাত এর ভ্রান্তির সংশোধক।

বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক জামেয়া নিযামিয়া রিজভীয়া লাহোর পাকিস্তান এর শায়খুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম শরফ ক্বাদেরী তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন-

وكان رحمه الله تعالى فائقا على جميع الاقران فى العلوم الا صلية والفرعية متخصصا فى اصول الفقه والعلوم الادبية والكلامية اما المعقولات فقد بلغ فيها درجة الاجتهاد ولايدانيه فيها احد فى عصره

অর্থাৎ- তিনি আল্লামা (রহঃ) ছিলেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের মৌলিক ও শাখা প্রশাখায় সমসাময়িকদের অগ্রগামী।

বিশেষতঃ উসুলে ফিক্‌হ সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে ইলমে মা'কুলাতে তিনি গবেষণার শীর্ষে উত্তীর্ণ। তার যুগে কেউ এক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি। সূত্রঃ ইমতিনাউন নযীর, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

আল্লাহপাক মুসলিম মিল্লাতকে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

======

pdf By Syed Mostafa Sakib